শিবাজী

—ঐতিহাসিক নাটক—

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত।

"গণেশ লাইব্রেরী"
৩৫৬।১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
সন ১৩৬২ সাল।

[মূল্য ২।০ টাকা

প্রকাশক :—

"গণেশ লাইব্রেরী"
শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ
৩৫৬।১, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা-৬

আনন্দময়ের পৌরাণিক নাটক

অকাল-বোধন

নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত।

যে রাবণকে লোকে রাক্ষস বলে—সে রাবণ রাক্ষস নয়—বৈদিক ব্রাহ্মণ। দেখিবেন রাবণের মাতামহ মাল্যবানের অপূর্ব্ব চরিত্র। বিশ্বশ্রবার সাধনা ও ত্যাগ। নিকষার লালসা। সীতার জন্ম বৃত্তান্ত। শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধনে রাবণের পৌরহিত্য। পরহিতে আত্মদান! ভাবে ভাষায় অপূর্ব্ব নাটক।

প্রিন্টার :—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ
৩৭০, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

হুগলী জেলার উজ্জ্বল রত্ন, দেশ-হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহি,

দানি-কর্মী, উদার, মহান, চিরস্মরণীয় আঁইয়াবাসী

স্বর্গীয় কালিপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের

[illegible] আমার এই

ক্ষুদ্র [illegible] সসম্মানে

অর্পণ করিলাম।

প্রণত [illegible]

আনন্দময়।

কয়েকটি কথা।

শিবাজী সর্ব্বজন বিদিত ঐতিহাসিক কাহিনী। অত্যাচারি মোগল পাঠানের কবল থেকে সনাতন হিন্দু জাতিকে রক্ষা করতেই ভারতবর্ষের বুকে শিবাজী আবির্ভাব হয়েছিলেন। তিনি শুধু বীর যোদ্ধা ছিলেন না। ত্যাগে দয়ায় ও সরলতায় তিনি ছিলেন মানব জাতির আদর্শ। সেই মহাপুরুষের জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত আমার এই "শিবাজী" নাটক।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নিউ গণেশ অপেরা পার্টির স্বত্ত্বাধিকারী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী ঘোষ মহাশয়ের প্রভূত অর্থব্যায়ে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় আমার নাটক দেশবাসীর কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছে, সেজন্য গোষ্ঠবাবুর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

নিউ গণেশ অপেরার শিল্পীবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

আনন্দময়।

অক্ষয় তৃতীয়া

সন ১৩৬২ সাল

গোপালপুর, হুগলী।

চরিত্র।

পুরুষগণ।

শিবাজী ... ... মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা।

শম্ভাজী ... . ঐ পুত্র

তানাজী
চন্দ্ররাও
রঘুনাথ
মালজী } .. ... ঐ সেনাপতিগণ।

ঔরংজেব .. .. ভারত সম্রাট।

মোয়াজীম ... ... [illegible] পুত্র।

জয়সিংহ
যশোবন্তসিংহ
দিলীরখাঁ
সায়েস্তাখাঁ } .. [illegible]গণ।

রাম সিংহ ... ... [illegible]

আনোয়ারী ... ... [illegible]

জনার্দ্দন ... ... [illegible]

প্রহরী, দূত, বালকগণ ও সৈন্যগ[illegible]

স্ত্রীগণ।

ভবানী ... ... আদ্যাশক্তি।

জিজাবাঈ ... ... শিবাজীর মা।

সরযূ ... ... জনার্দ্দনের পালিত কন্যা।

লক্ষ্মীবাঈ ... ... চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী।

সুরাইয়া ... ... বাঈজী।

বাঈজীগণ, নর্ত্তকীগণ ও কুমারীগণ।

সংগঠনকারীগণ।

প্রোপ্রাইটর—

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ

সুপারভাইজার জনপ্রিয় নট—

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ম্যানেজার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র

ব্যবস্থাপক—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

সুরশিল্পী—শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস ও

শ্রীবিনোদবিহারী ধাড়া

নৃত্য পরিকল্পনায়—

৺ললিতমোহন গোস্বামী

হারমোনিয়ম বাদক—

শ্রীঅনিলচন্দ্র বৈরাগী ও

শ্রীমনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশীবাদক—শ্রীকালীপদ অধিকারী

কর্ণেট বাদক—শ্রীভূষণচন্দ্র মাইতি

এল্‌থরণ বাদক—শ্রীঅন্নদাচরণ খাঁটুয়া

বেহালা বাদক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দত্ত

সঙ্গত বাদক—শ্রীসুখরঞ্জন দাস

স্মারক—শ্রীচণ্ডীচরণ সাহা

সজ্জাকর—শ্রীপটল দাস, মন্মথ মাজি, অনিলকুমার দে ও গোবিন ওঝা

অভিনেতাগণ।

শিবাজী—জনপ্রিয় নট

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বালক শিবাজী—শ্রীফণিভূষণ নস্[illegible]

বালক তানাজী—শ্রীশ[illegible] আচার্য্য

বালক মালজী—শ্রীসিদ্ধেশ্বর দোলুই

শম্ভাজী—শ্রীঅমূল্য মাজি

তানাজী—শ্রীঅহি বন্দ্যোপাধ্যায় ও

শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্ররাও—শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়

রঘুনাথ—শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও

শ্রীললিত দাস

ঔরংজেব—শ্রীফনী গাঙ্গুলী ও

শ্রীনন্দ ঘোষাল

মোয়াজীম—**শ্রীআনন্দময়** ও

শ্রীসত্য পাঠক

জয়সিংহ—

নটকেশরী শ্রীভোলানাথ পাল

যশোবন্ত সিংহ—শ্রীরাখাল সিংহ

দিলীর খাঁ—শ্রীসুজিত পাঠক

সায়েস্তা খাঁ—শ্রীশুভঙ্কর গুহ ও

শ্রীসতিশ আচার্য্য

রাম সিংহ—শ্রীশচিন আচার্য্য

আনোয়ারী—শ্রীশশী অধিকারী

জনার্দ্দন—শ্রীসুধীর দাস ও সঙ্গীত

সম্রাট—শ্রীবিনোদ বিহারী ধাড়া

ভবানী—শ্রীশশাঙ্ক আচার্য্য

জিজাবাঈ—

সর্ব্বস্নেহধন্য শ্রীসতিশ মাজি

সরযূ—শ্রীবিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্মীবাঈ—শ্রীসন্তোষ বসু

সুরাইয়া—শ্রীমুকুল বসু

বাঈজীগণ, নর্ত্তকীগণ, কুমারীগণ—

সিধু, সন্তোষ, নিরু, মণ্টু, অজিত, সুরেশ, দিলীপ, নারায়ণ ইত্যাদি।

শিবাজী



প্রস্তাবনা।

পুনা [illegible]

শিকারীবেশে মাওলা বা[illegible] প্রবেশ।

গীত [illegible]

বালকগণ :—

চুপ্‌—চুপ্‌—চুপ্‌,
গোলমাল করিও না [illegible]
পলাইবে শিকার হিংস্র শা[illegible]
চুপে চুপে সবে আগে আগে [illegible]
মিলিবে শিকার বাড়িবে বাহুর বল
চল্‌ চল্‌ ছুটে চল ॥
ওই যায় শোণিত লোলুপ শার্দ্দূল।
এইবার বসাইব বুকে তার এই মহাশূল ॥

[দ্রুত সকলে প্রস্থান।

শিকারীবেশে দ্রুত শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। সাবধান হিংস্র শার্দ্দূল, এইবার আমি তোমায় যমালয়ে পাঠাব।

[ধনুকে শর যোজনা করিল]

শিকারীবেশে দ্রুত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। খবরদার শিকারী—

শিবাজী। সরে যাও, সারাদিন পাহাড়ে-জঙ্গলে ছুটো-ছুটী করে শিকার সামনে পেয়েছি, এখন বাধা দিওনা। [অগ্রসর]

তানাজী। দাঁড়াও। [বাধা দিলেন]

শিবাজী। কে তুমি ?

তানাজী। অসভ্য পাহাড়িয়া মাওলা।

শিবাজী। কোন্ সাহসে তুমি আমায় শিকারে বাধা দাও ?

তানাজী। কোন অধিকারে তুমি আমার শিকারে শরক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছ ?

শিবাজী। ও শিকার তোমার নয়—আমার।

তানাজী। কেন, তোমার গায়ে কতকগুলো চক্‌চকে হীরা জহরতের দামি পোষাক আছে বলে ?

শিবাজী। ছিঃ, মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলা উচিত নয় একথা জাননা ?

তানাজী। আমরা অসভ্য ছোট জাত, তোমাদের মত সভ্য কথা কোথায় পাব বল ?

শিবাজী। কেন, সভ্য মানুষের কাছে ভদ্রতা শিখতে পারনা ?

তানাজী। আরে সর্ব্বনাশ—আমাদের ছায়া মাড়ালে যাদের জাত যায়, তারা আবার আমাদের ভদ্রতা শিক্ষা দেবে ?

শিবাজী। এ তোমাদের অন্যায় অভিযোগ—

তানাজী। না, এই আমাদের সরল সত্য কথা।

শিবাজী। তোমরা যে ছোট হয়ে আছ—সে শুধু তোমাদের নিজের দোষে।

তানাজী। কেন?

শিবাজী। মনে মনে তোমরা নিজেকে ছোট ভাব, তাই জগতের লোক তোমাদের ছোট জাত বলে ঘৃণা করে।

তানাজী। আমরা বড হতে চাই।

শিবাজী। মনে সাহস থাকলেই পাবে।

তানাজী। কে আমাদের পথ দেখিয়ে দেবে?

শিবাজী। আমি—

তানাজী। তুমি! তোমার পরিচয়?

শিবাজী। আমি সা[illegible]ভোঁসলার পুত্র। নাম শিবাজী—

তানাজী। বিজা[illegible] সাহজীর পুত্র তুমি?

শিবাজী। চুপ

তানাজী। [illegible]

শিবাজী। আমার পিতার [illegible]ন উচ্চারণ করোনা।

তানাজী। তোমার পিতাকে তুমি ভালবা[illegible]

শিবাজী। আমার পিতাকে আমি ভালবাসি, ভ[illegible] প্রভাত-সন্ধ্যায় তাঁর শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। [illegible] সুলতান মুসলমান আদিলশাহের সেনাপতিকে আমি [illegible] পারি না।

তানাজী। তোমার কথা আমি ঠিক্ বুঝতে পারলাম না।

শিবাজী। নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারনা বলেই আজ তোমাদের নিজের ঘরে চোরের মত বাস করতে হচ্ছে—আর অত্যাচারী আদিলশাহি ফৌজ দিনের পর দিন তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে ধন রত্ন লুণ্ঠন করে তোমাদের মা-ভগ্নির উপর অত্যাচার করছে।

তানাজী। কুমার—

শিবাজী। কুমার নয় ভাই—বল বন্ধু—বল শিব্বা—

তানাজী। তুমি এত মহৎ—

শিবাজী। না, আমি মহৎ নই—আমি তোমাদের মতই সামান্য মানুষ!

তানাজী। পরের দুঃখে যার প্রাণে ব্যথা লাগে সে সামান্য মানুষ নয়, সে দেবতা।

শিবাজী। না ভাই আমি দেবতা হতে চাইনা। মানুষ হয়ে যখন পৃথিবীতে এসেছি—তখন উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকল মানুষকে ঠিক সহোদর ভায়ের মত বুকে তুলে নিতে চাই।

[তানাজীকে আলিঙ্গন করিল]

শিকারী বেশে দ্রুত মালজীর প্রবেশ।

মালজী। তানাজী প্রস্তুত হও—

তানাজী। কেন ভাই?

মালজী। ওই সেই হিংস্র শার্দ্দূল এইদিকে ছুটে আসছে—

তানাজী। মালজী আমাদের একদিকে যেমন হিংস্র শার্দ্দূল অন্যদিকে তেমনি দুরন্ত শিকারী ওই শিবাজী।

মালজী। শিবাজী!

তানাজী। হ্যাঁ ভাই সাহজী মহারাজের পুত্র আমাদের বন্ধু—

শিবাজী। শুধু বন্ধু নই ঠিক সহোদর ভাই—

মালজী। তুমি রাজপুত্র হয়ে এই অসভ্য পাহাড়িয়াদের ভাই হবে?

তানাজী। মালজী আজ আমরা মানুষ পেয়েছি, এই মানুষের কাছে আমাদের বিশ হাজার পাহাড়িয়া মাওলা ছেলে যুক্ত করে নতশিরে আদেশ প্রার্থনা করবে।

মালজী। কিন্তু ওই হিংস্র শার্দ্দূল—

শিবাজী। আমরা তিনজনে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে, ওই হিংস্র শার্দ্দূলকে বধ করবো। যাও ভাই—

তানাজী। তুমি যখন আমাদের ভাই বলে কোল দিয়েছ তখন তোমার আদেশে আমরা জীবন দেবো। এসো মালজী—

[তানাজী ও মালজীর প্রস্থান।

শিবাজী। কত সবল এরা। তবু এরাই থাকে সভ্য মানুষের পায়ের তলায়,—[অগ্রসর] ওই [illegible] শার্দ্দূল। [ধনুকে শর যোজনা করিল] ওরে নরখাদক! এই [illegible] তোর পশু জীবনের অবসান হোক্।

[তীর ছুঁড়িলেন]

[illegible]

শিবাজী। এ কি [illegible]

ভবানী। শিব—

[ভবানী প্রস্ন [illegible] মত উত্তর দিতে লাগি[illegible]

শিবাজী। কে তুমি?

ভবানী। কি রূপে আমায় দেখ্‌ছ?

শিবাজী। মাতৃরূপে—

ভবানী। কে তোমার মা?

শিবাজী। গর্ভধারিণী জননীই আমার মা।

ভবানী। এ জগতে এক জননীই কি তোমার মা?

শিবাজী। না, মাতৃজাতিই আমার মা—

ভবানী। সেই মাতৃজাতিকে যদি কেউ অপমান করে?

শিবাজী। সে আমার দেশ, ধর্ম্ম, জাতির শত্রু।

ভবানী। তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত ?

শিবাজী। প্রাণদণ্ড—

ভবানী। পারবে তুমি তাদের সেই দণ্ড দিতে ?

শিবাজী। পারি মা যদি শক্তি পাই—

ভবানী। আমি তোমায় শক্তি দেব—

শিবাজী। কে তুমি ?

ভবানী। আমি তোমার পূর্ব্ব পুরুষের আরাধ্যা দেবী ভবানী।

শিবাজী। [সহসা চমকাইয়া উঠিলেন।] বিশ্বমাতা-মহামায়া! না—না—আমি এ কঠোর ব্রত পালন করতে পারব না। আমি অসহায় বালক। প্রবল রাজশক্তির পরাক্রমে আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব।

ভবানী।—

গীত

ভয় কিরে সন্তান।
অন্তর্যা করিছে তোরে অভয় দান ॥
রণে বনে সদা আমি রব তব সাথে
নাশিতে তোরে কেহ নাই ওরে এ মহামহিতে
সৃষ্টির বুকে দৃষ্টি প্রসারি রক্ষিতে তোরে
শক্তি যেরে সদা হবে আগুয়ান ॥

শিবাজী। এই অধম সন্তানের প্রতি তোমার এত কৃপা ?

ভবানী। ছেলের উপর মায়ের কৃপা চিরকালই থাকে।

শিবাজী। শক্তি দাও মা—শক্তি দাও। আমি যেন গো-ব্রাহ্মণ দেব-দেবী মূর্ত্তি আর মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করতে পারি।

ভবানী। ধর সন্তান এই মহা অস্ত্র। এই অস্ত্রই চিরদিন তোমায় জয়যুক্ত করবে।

[শিবাজীকে অস্ত্রদান]

শিবাজী। [নতজানু হইয়া অস্ত্র গ্রহণ] বিনিময়ে নিয়ে যাও এই অধম সন্তানের ক্ষুদ্র ভক্তির প্রণাম।

[প্রণাম করিলে সহসা ভবানীর অন্তর্দ্ধান।]

[প্রণাম করিয়া উঠিয়া ভবানীকে ডাকিতে লাগিলেন।]

শিবাজী। মা—মা—

দ্রুত জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। মা—

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। মা! [illegible]

জিজাবাঈ। [illegible] আসছে [illegible] তুমি বাড়ী গেলেনা দেখে আমি নিজেই তো[illegible]তে এসেছি। চল বাবা বাড়ী চল—

[[illegible] চলিতে লাগিল]

শিবাজী। মা একটা কথা—

জিজাবাঈ। কি বল?

শিবাজী। অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে [illegible] করা যায়না?

জিজাবাঈ। যায়, যদি কোন শক্তিমান-পুরুষ [illegible] রক্ষা করতে এগিয়ে আসে, তবেই এই দেশ অত্যাচারী [illegible] থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই দেশের অধিবাসীগণ দুবেলা [illegible] খেতে পায়না, পরণে বস্ত্র জোটেনা, আর তাদেরই অর্থ শোষণ ক[illegible] স্বার্থবাদী ধনী সম্প্রদায় রাজা-মহারাজা, নবাব, বাদশা হয়ে পায়ের উপর পা-দিয়ে গদীতে বসে মহানন্দে রাজভোগ খাচ্ছেন।

শিবাজী। আমি এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবনা মা—

জিজাবাঈ। তুমি কি করবে ?

শিবাজী। আমার দীন-দরিদ্র দেশবাসীকে রক্ষা করতে ওই সর্ব্বগ্রাসী রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব।

জিজাবাঈ। পারবে তুমি ?

শিবাজী। পারি মা—যদি তোমার অনুমতি পাই।

জিজাবাঈ। শিব্বা!

শিবাজী। আমার পূর্ব্বপুরুষের আরাধ্যা দেবী ভবানীর অভয় পেয়েছি,—আশীর্ব্বাদ পেয়েছি—এই অস্ত্র। মা তুমি আমায় অনুমতি দাও—আমি এগিয়ে যাই—আমার পতিত জাতিকে উদ্ধার করতে।

জিজাবাঈ। যাও পুত্র! তোমার ক্ষুদ্র মানব জীবনকে পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যানের জন্য উৎসর্গ কর।

শিবাজী। বল মা আমার দেশের প্রধান শত্রু কে ?

জিজাবাঈ। বিজাপুর সুলতান মহম্মদ আদিলশাহ্।

শিবাজী। আমার পুজনীয় পিতৃদেব ওই বিজাপুরের সেনাপতি মা!

জিজাবাঈ। সে তাঁর চরম দুর্ভাগ্য পুত্র।

শিবাজী। বিজাপুরকে আঘাত করলে আমার পিতার অপমান করা হবে মা!

জিজাবাঈ। অত্যাচারের প্রতিকার করতে হলে—তাই তোমায় করতে হবে—

শিবাজী। মা—পিতাও কি আমাদের শত্রু ?

জিজাবাঈ। না পুত্র! অন্যায়ই ন্যায়ের শত্রু। বিজাপুর ফৌজ প্রতিদিন হিন্দুর দেব মন্দির ধ্বংস করে শত শত মাতৃজাতির ধর্ম্ম নষ্ট করছে, আর তোমার পিতা বিজাপুর দরবারে বসে মহানন্দে সুলতানের দেওয়া রাজভোগ খাচ্ছেন।

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। অন্যায় যে করে শুধু সে অপরাধী নয়—অন্যায়ের যাঁরা প্রশ্রয় দেন তাঁরাও সমান অপরাধী।

শিবাজী। মা, আমি ওই বিজাপুরটাকে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। মাতৃজাতির উপর যারা অত্যাচার করবে, তোমার শিব্বা কোন দিনই তাদের ক্ষমা করবে না মা।

জীর্ণ মলিনবেশে জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। না না ক্ষমা করোনা। মাতৃজাতিকে যারা অপমান করে তাদের তুমি ক্ষমা করোনা।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ।

জনার্দ্দন।—

গীত

মায়ের জাতে যেবা করে অপমান!
তুমি তার জীবনের করে দ'ও [illegible]
গম্ভীর হুঙ্কারে তোল ভীম [illegible]
বুঝাও সবে জাগ্রত হিন্দু নহে ঘুমে অচেতন।
দর্পিরে দলিয়া, অরাতি নাশিয়া
ভারতের বুকে গাও তুমি সাম্যের জয়গান।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ।

জনার্দ্দন। মা, বিজাপুর সৈন্যের অত্যাচারে স্ত্রী-পুত্র [illegible] একটী এক বৎসরের শিশু কন্যাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে [illegible] কাছে ছুটে এসেছি।

জিজাবাঈ। আমি আপনার কি উপকার ক'রতে পারি ব্রা[illegible]

জনার্দ্দন। তোমাকে আমায় একটু আশ্রয় দিতে হবে। তারপর মুসলমান রাজ্য ধ্বংসের জন্য আমি মা ভবানীর ভীমামূর্ত্তির সাধনা করব।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ আজ থেকে আপনাকে আমাদের ভবানী মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করলাম।

জনার্দ্দন। ধন্য তুমি মা! তোমার মত মা'ই আজ ভারতে প্রয়োজন হ'য়েছে। শিব্বা তুমি দীর্ঘজীবি হও। মুসলমানের অত্যাচার থেকে পৃথিবীর আদিসভ্য সনাতন হিন্দুজাতিকে রক্ষা কর। [প্রস্থান।

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। বিজাপুরের এই অত্যাচারের শাস্তি আমি দেব মা—

দ্রুত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। শিব্বা—শিব্বা—

শিবাজী। কি ভাই?

তানাজী। ওই চেয়ে দেখ পাহাড়ের নীচে দিয়ে বিজাপুর সৈন্যদল চলেছে পণ্টরপুরের বিঠোবার মন্দির ধ্বংস ক'রতে।

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। তোমরা আমার শিব্বাকে সাহায্য ক'রতে পারবে?

তানাজী। আমরা বিশ হাজার পাহাড়িয়া মাওলা ছেলে আজ থেকে শিব্বার আদেশে প্রাণ দেব মায়ি?

শিবাজী। আদেশ দাও মা!

জিজাবাঈ। যাও পুত্র তোমার বিশাল কিশোর বাহিনী নিয়ে ছুটে যাও, দাক্ষিণাত্যের জাগ্রত দেবতা বিঠোবার মন্দির রক্ষা ক'রতে।

শিবাজী। তানাজী! সৈন্যদল প্রস্তুত কর। মা, তোমার শিব্বা যদি দাক্ষিণাত্যের জাগ্রত দেবতা বিঠোবার মন্দির রক্ষা করতে না পারে, আর তোমায় মা বলে ডাকবে না।

[তানাজী ও শিবাজী জিজাবাঈকে প্রণাম করিল]

জিজাবাঈ। আমার আদেশ, যদি বিঠোবার ম ক ?

হাপাপ !

পার আর কোন দিন আমায় মা বলে ডেকোনা।

।পনি এখনো মক্কায় না

শিবাজী। তানাজী! বল ভাই, জয় মা

সকলে। জয় মা ভবানী—

[তা

জিজাবাঈ। স্বামী! তুমি আমায় ন বিলম্বে বহু বিঘ্ন উপস্থিত

আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছো, তোমার ক

শ।

আমি ভীরু কাপুরুষ করে রাখব না।

বিজাতির পায়ে ডালি দিয়েছ—তোমার পু াসেননি ?

তুলব ভবিষ্যতে ভারতের বুকে চিরস্মরণীয় ; গ্না এতক্ষণ আপনার জন্যই

শিবাজী।

র্নিশ করিল] আপনাকে

রনা।

জিজাবাঈ।

মন্দিরের পুরোহিত। **"দ্বাদশ বর্ষ পরে"**

জনার্দ্দন। ধন্য তুমি

হ'য়েছে। শিব্বা তুমি দ**প্রথম অঙ্ক।**

পৃথিবীর আদিসভ্য সনাতন।

প্রথম দৃশ্য।

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। শিব্বা—ল্লীর মন্ত্রণা কক্ষ।

শিবাজী। বিজাপুরের। ও যশোবন্ত সিংহ।

দ্রুত মন্ত্রণাকক্ষে আমাদের এই সাদর আহ্বানের

তানাজী। শিব্বা—িব?

শিবাজী। কি ভাই হয় কোন নূতন রণ-অভিযানের জন্যই সম্রাট

তানাজী। ওই চেয়ে হ্বান করেছেন!

চলেছে পণ্টরপুরের বিঠোব আবার মধ্য চীন জয় করতে চান—?

শিবাজী। মা! নোগত ভাব আমি ঠিক্ জানিনা মহারাজ।

জিজাবাঈ [illegible] জ[illegible]ীশ্বর ছাড়া সম্রাট ঔরংজেবের মনভাব

[illegible] জানেনা খাঁ সাহেব।

সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ।

সায়েস্তা। সম্রাটের মনে যাই থাক্ সে নিয়ে আমাদের সমালোচনা করা উচিত নয়।

যশোবন্ত। সম্রাটের মনের কথা নিয়ে আমরা সমালোচনা করতে চাইনা খাঁ সাহেব। আমি শুধু ভাবি ঈশ্বর আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন।

সায়েস্তা। মহারাজের মনের মধ্যে দেখ্ছি একটা বিষের ধোঁয়া পাকিয়ে উঠ্ছে।

যশোবন্ত। খাঁ সাহেব জ্যোতিষ বিদ্যা জানেন নাকি ?

সায়েস্তা। ও কাফেরের বিদ্যা আমাদের জানা মহাপাপ !

যশোবন্ত। এত পাপ-পুণ্য জ্ঞান নিয়ে আপনি এখনো মক্কায় না গিয়ে সংসারে বাস করছেন কি করে ?

সায়েস্তা। সময় হলেই মক্কায় যাব।

যশোবন্ত। হাঁ, তাড়াতাড়ি চলে যান বিলম্বে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। সম্রাট এখনো মন্ত্রণা কক্ষে আসেননি ?

দিলীর খাঁ। আসুন মহারাজ! আমরা এতক্ষণ আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম !

জয়সিংহ। আমার জন্য ?

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। হ্যাঁ মহারাজ! [সকলে কুর্নিশ করিল] আপনাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোন আলোচনাই হতে পারেনা।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—

[ঔরংজেবের মুখের দিকে চাহিলেন]

ঔরংজেব। বলুন মহারাজ……একি আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ?

জয়সিংহ। দেখছি, জাঁহাপনা আজ একটু বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ঔরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, তাই ভারত সম্রাট আপনাকে শ্রদ্ধা করেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুকম্পায় আমি ধন্য !

ঔরংজেব। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনা মহারাজ যে আপনাদের মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান বীর্য্যবান বন্ধু বর্ত্তমানে আমি নিজেকে এত অসহায় মনে করি কেন?

জয়সিংহ। আমি জানি আমরা জীবিত থাকতে জাঁহাপনার চিন্তার কোন কারণ থাকতে পারেনা।

ঔরংজেব। আপনাদেরই সাহায্যে কাশ্মীর হ'তে কুমারীকা, আফ্‌গানিস্থান হ'তে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত মোগলের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান। যে সাম্রাজ্যের কর্ণধার বিচক্ষণ জয়সিংহ, শক্তিমান যশোবন্ত সিংহ, আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁ, প্রভুভক্ত মীরজুমলা, সায়েস্তা খাঁ, সেই মোগল সাম্রাজ্যে সম্রাট নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেনা।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার কাছে কি কোন বিদ্রোহের সংবাদ এসেছে?

ঔরংজেব। হ্যাঁ মহারাজ! মোগল সাম্রাজ্যের দু'দিক থেকে ভাঙ্গন ধরেছে, কাশ্মীর ও জম্বুরাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—সীমান্ত প্রদেশের পাঠানেরা আজ স্বাধীনতা চায়, দাক্ষিণাত্যে—

জয়সিংহ। দাক্ষিণাত্যে কি হয়েছে জনাব?—

ঔরংজেব। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহাম্মদ নগর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। কিন্তু বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহাম্মদনগর নিয়ে আমি খুব চিন্তিত নই।

জয়সিংহ। তবে জাঁহাপনার চিন্তার কারণ?

ঔরংজেব। কারণ—একমাত্র শিবাজী।

সকলে। শিবাজী—!

ঔরংজেব। হ্যাঁ শিবাজী—

দিলীর খাঁ। কে সেই শিবাজী—

ঔরংজেব। বিজাপুরের সামান্য এক জায়গীরদারের পুত্র।

জয়সিংহ। সামান্য জায়গীরদারের পুত্রের বিদ্রোহের জন্য জাহাপনার এত বিচলিত হওয়া সাজেনা।

ঔরংজেব। আমার বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ থাকত না মহারাজ, যদি আমি নিজে দাক্ষিণাত্যে যেতে পারতাম। কিন্তু কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশের জন্য আমায় যখন সর্ব্বদাই দিল্লীতে সজাগ থাকতে হবে, তখন দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহের জন্যও চিন্তিত হতে হবে।

জয়সিংহ। শিবাজী কি বীরত্বে মোগল সেনাপতিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ?

ঔরংজেব। না, বীরত্বে সে মোগল সৈনিকের চেয়েও দুর্ব্বল—কিন্তু চাতুরিতে সে মোগল সম্রাটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তার এই চাতুরিতেই বিজাপুরের পাঠান সেনাপতি আফ্‌জলখাঁকে দশ হাজার সৈন্য বর্ত্তমানে প্রতাপগড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে!

জয়সিংহ। জাঁহাপনা কি শিবাজীর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করতে চান?

সায়েস্তা। না। দস্যু শিবাজীর সঙ্গে মোগল সম্রাট শত্রু ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেনা।

জয়সিংহ। সেই শত্রুকে দমন করাও মোগল সেনাপতিগণের পক্ষে খুব সহজ হবেনা খাঁ সাহেব।

সায়েস্তা। আপনার পক্ষে সহজ না হতে পারে, কিন্তু মীরজুমলা—সায়েস্তা খাঁ বর্ত্তমানে সম্রাট আলমগীরের সাম্রাজ্যে যে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবে তারই সেই উঁচু মাথা—আমরা সম্রাটের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবো।

জয়সিংহ। আপনার মুখের কথায় শিবাজীর মাথা সম্রাটের পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবেনা।

সায়েস্তা। এই প্রকাশ্য সভায় আপনি আমায় অপমান করতে চান?

জয়সিংহ। না, আমি আপনাকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাই—

সায়েস্তা। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। ধর্ম্মের বাণী শুনিয়ে আপনি সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে উজীরি পেতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিতে, বীরত্বে আপনি সামান্য সৈনিকের সমান।

ঔরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাট নিজেই তার পরিচয় পেয়েছেন। এই উজীর সায়েস্তা খাঁ আর সেনাপতি মীরজুমলাকে নিয়ে যদি মোগল সাম্রাজ্য রক্ষা হতো, তাহ'লে স্বয়ং সম্রাট রাজপুত শক্তির সাহায্য নিতেন না।

ঔরংজেব। সত্য কথা বলেছেন মহারাজ। মহারাজের এই সরল সত্যের আমি প্রশংসা করি।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আপনার আদেশে মোগল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে আমরা সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

ঔরংজেব। আমি তা জানি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! তাই দস্যু শিবাজীকে দমন করবার জন্য সায়েস্তাখাঁর সঙ্গে আপনাকেই আমি দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই।

যশোবন্ত। বিদ্রোহী শিবাজীকে কি আমি একা দমন করতে পারিনা ?

ঔরংজেব। পারেন—কিন্তু মহারাজ, দাক্ষিণাত্য পার্ব্বত্য অঞ্চল। বর্ষাও আগত প্রায়, তাই সেই চতুর শিবাজীকে দমন করবার জন্য সায়েস্তা খাঁকে আপনার সহকারীরূপে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই।

সায়েস্তা। জাঁহাপনা! আমি কি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের চেয়েও হীন ?

ঔরংজেব। ভুলে যাবেন না উজীর সাহেব, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, কিম্বা উজীর সায়েস্তা খাঁ যে কেউ শিবাজীকে বন্দী করে দিল্লীতে আনতে পারবেন—খোদার নফর এই আলমগীর তাকেই দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দিয়ে সম্মানের আসনে বসাবেন। যান আপনারা দাক্ষিণাত্যে যাবার আয়োজন করুন। [যশোবন্ত সিংহ ও সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

ঔরংজেব। সেনাপতি দিলীর খাঁ—

দিলীর। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। কাশ্মীরের বিদ্রোহ দমন করতে আমি তোমাকেই পাঠাতে চাই।

দিলীর। জাঁহাপনার আদেশে আমি এই মুহূর্তে কাশ্মীর অভিযান করব। উদ্ধত কাশ্মীরকে আমি এমন শাস্তি দেবো যাতে আর কোন দিন সে জাঁহাপনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

ঔরংজেব। কাশ্মীর অভিযানে তোমার সঙ্গে আমি সাহাজাদা মোয়াজ্জীমকে পাঠাতে চাই।

দিলীর। আমার শক্তিতে কি জাঁহাপনার বিশ্বাস নাই ?

ঔরংজেব। ভুল বুঝো না দিলীর। মোয়াজ্জীমকে ভবিষ্যতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে, তাই যুদ্ধ শিক্ষার জন্য তাকে তোমার সহকারীরূপে পাঠাতে চাই। যাও—

দিলীর। জাঁহাপনার আদেশে গোলাম প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। আদেশ করুন জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। সীমান্ত প্রদেশের পাঠান দমনে আমি আপনাকেই উপযুক্ত মনে করেছি।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। মনে রাখবেন মহারাজ। ওই দুর্দ্ধর্ষ উপজাতির পাঠানদের দমন করতে না পারলে দিল্লীর সিংহাসন রক্ষা করা যাবেনা। সীমান্ত প্রদেশ, খাইবার গিরিপথ দিয়ে বৈদেশিক শত্রুগণ ভারতে প্রবেশ করে। যেমন করে হোক্ সেই সীমান্ত প্রদেশ আমাদের অধিকারে রাখতে হবে।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো। যদি প্রয়োজন হয় মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি প্রাণ দেবো, তবু পরাজয় বরণ করে ম্লানমুখে দিল্লী ফিরে আসবনা।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। ওই রাজপুত জাতিটাকে আমি আজও চিনতে পারলাম না।···থাক্ তার কোন প্রয়োজন নাই। সীমান্ত প্রদেশ আর শিবাজী দমনের পর রাণা রাজসিংহকে দমন করে ওই উদ্ধত কাফের জয়সিংহ আর যশোবন্ত সিংহকে আমি জীবন্ত সমাধি দেবো······না না এ আমি কি বলছি! খোদা তুমি আমায় ক্ষমা কর মেহেরবান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তোরণ দুর্গ।

কুমারীগণ।

গীত

কুমারীগণ। এসো এসো সবে মাযের মন্দির দ্বারে।
সমাজ বন্ধন নাশি সবাই আসি
দাঁড়াও মায়েরে ঘিরে ॥
আজি খুলিয়া গিয়াছে দুয়ার
ব্রাহ্মণ মুচি সব একাকার
এসো সবে ভাই-বোন মিলি
মাযের চরণে দিব অঞ্জলী
ভকতি কুসুমে হৃদয সাগরে
পবিত্র তীর্থ নীরে।

[গীতান্তে প্রস্থা

একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে চন্দ্ররাও প্রবেশ করিল।

চন্দ্ররাও। "মহাজন মাড়োয়ার রাজা যশোবন্ত সিংহের সেনাপতি গজপতি সিংহ। ঋণ! তোমার মত সামান্য সৈনিকের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দেবোনা।" এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁর বংশের অবমাননায়।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। কখন এলে?

চন্দ্ররাও। এইমাত্র।

লক্ষ্মী। তোমার হাতে ওটা কি?

চন্দ্ররাও। এটা……একটা হিসাবের কাগজ—

লক্ষ্মী। কিসের হিসাব ?

চন্দ্ররাও। একজনের সঙ্গে অনেকদিনের একটা দেনা-পাওনা আছে, তাই দেখছি।

লক্ষ্মী। প্রভু শিবাজীর সংবাদ কি ?

চন্দ্ররাও। তিনি এখন রাজগড়ে আছেন।

লক্ষ্মী। তাঁর পুনা প্রাসাদ ?

চন্দ্ররাও। মোগল সেনাপতি সায়েস্তা খাঁর অধিকারে।

লক্ষ্মী। তাঁর বাল্যের বাসস্থান তিনি স্বেচ্ছায় মোগলের হাতে তুলে দিলেন ?

চন্দ্ররাও। এ রাজনীতি তুমি বুঝতে পারবেনা।

লক্ষ্মী। আমার ভায়ের কোন সংবাদ পেয়েছো ?

চন্দ্ররাও। না…… আচ্ছা আমি এখন আসি।

লক্ষ্মী। কোথায় যাবে ?

চন্দ্ররাও। দুর্গ দ্বারে।

লক্ষ্মী। আমার একটা কথা ছিল।

চন্দ্ররাও। পরে শুনবো।

লক্ষ্মী। সারা জীবনই কি তুমি আমায় এইভাবে অবজ্ঞার চোখে দেখ্‌বে ?

চন্দ্ররাও। কি করব বল এই তোমার ভাগ্য !

লক্ষ্মী। স্বামী—

চন্দ্ররাও। তোমার পিতা আমার মত নগণ্য সৈনিকের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেন্‌নি লক্ষ্মী ! আমি তাঁকে এক সঙ্কট মুহূর্ত্তে সাহায্য করেছিলাম বিনিময়ে তিনি আমায় পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন।

তাই আমি তাঁর কাছে তোমায় বিবাহ করতে চেয়েছিলাম, তিনি প্রকাশ্য সভায় উপেক্ষার হাসিতে আমার সঙ্গে পরিহাস করেছিলেন।

লক্ষ্মী। আমার পিতার কথা ভুলে তুমি আমায় ভালবাসতে পারনা ?

চন্দ্ররাও। না।

লক্ষ্মী। স্বামী!—

চন্দ্ররাও। লক্ষ্মি, তোমায় ভালবাসতে আমি তোমায় বিবাহ করি নাই। তোমার পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতেই আমি তোমায় বিবাহ করেছি।

লক্ষ্মী। মনে রেখো ধর্ম্ম সাক্ষ্য রেখে তুমি আমায় বিবাহ করেছ ?

চন্দ্ররাও। আমার ধর্ম্ম তোমায় ভালবাসা নয়—বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তোমার জীবন ব্যর্থ করে দেওয়া—

লক্ষ্মী। তুমি কি পাষাণ—

চন্দ্ররাও। আগে তো আমি এমন ছিলাম না। প্রথম যৌবনে তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে যেদিন তোমায় চেয়েছিলাম, সেদিন মনে আশা ছিল তোমায় নিয়ে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করবো। আরাবল্লীর পাহাড়ে—পাহাড়ে রাজপুত যুবকদের সঙ্গে যখন পৃথ্বীরাজ—সংগ্রাম সিংহ—প্রতাপ সিংহের বীরত্ব মহিমা কীর্ত্তন করতাম তখন মনে আশা ছিল হিন্দুর দেশ এই বিশাল ভারতবর্ষে আমাদের বাহুবলেই আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন করবো! আমরাই উচ্চকণ্ঠে গাইব "ভারত আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।"...কিন্তু লক্ষ্মী তোমার পিতার অপমানে আমার সেই আশার সৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, তাই আমি শত চেষ্টাতেও তোমায় ভালবাসতে পারিনা।

লক্ষ্মী। কিন্তু আমি তোমায় প্রাণভরে ভালবাসি।

চন্দ্ররাও। লক্ষ্মি!—

লক্ষ্মী। তুমি যাই কব—আমি জানি তুমিই আমার ইহ জীবনেব একমাত্র গতি।

চন্দ্ররাও। এত অবজ্ঞার মাঝেও তুমি আমায় ভক্তি কর?

লক্ষ্মী। কবি, স্বামি! সীতা সাবিত্রীর দেশে আমাদেব জন্ম তাই স্বামী সেবাই আমাদেব পরম ধর্ম্ম।

[প্রস্থান।

চন্দ্রবাও। গজপতি সিংহ! তুমি পবলোক থেকে চেয়ে দেখ, তোমাব ভুলের জন্যই তোমার পুত্রকে পথের ভিখারী হতে হয়েছে—কন্যাকে সারা জীবন এই ঘৃণার নিষ্ঠিবন সহ্য করতে হচ্ছে।

রঘুনাথের প্রবেশ।

বঘুনাথ। দুর্গে কে আছ?

চন্দ্ররাও। আমি দুর্গ রক্ষক। তুমি কে?

রঘুনাথ। আমি প্রভু শিবাজীর দেহবক্ষী সৈনিক।

চন্দ্ররাও। তোমাব নাম?

রঘুনাথ। রঘুনাথ—

চন্দ্ররাও। তুমি মারহাঠী?

রঘুনাথ। না, রাজপুত—

চন্দ্ররাও। তুমি মহারাজ গজপতি সিংহেব পুত্র রঘুনাথ—

রঘুনাথ। হ্যাঁ, আপনার নাম?

চন্দ্ররাও। আমার নাম চন্দ্ররাও।

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও! আপনি এখানে?

চন্দ্ররাও। তোমার মত আমিও রাজস্থান ত্যাগ করে প্রভু শিবাজীর অধীনে চাকরী নিয়েছি। তাঁরই আদেশে আমি এই তোরণ দুর্গের রক্ষক নিযুক্ত হয়েছি।

রঘুনাথ। আপনি ভাগ্যবান! শুনুন প্রভুর আদেশ—

চন্দ্ররাও। কি আদেশ করেছেন প্রভু?

রঘুনাথ। আগামী অমাবস্যার রাত্রে প্রভু শিবাজী কোন দুর্গ আক্রমণ করবেন। সেই জন্য তিনি আপনাকে সমস্ত সৈন্য নিয়ে অবিলম্বে সিংহগড়ে সমবেত হতে বলেছেন!

চন্দ্ররাও। সংবাদ দেওয়া শেষ হয়েছে?

রঘুনাথ। হ্যাঁ, হয়েছে—

চন্দ্ররাও। ভাল আজ অপরাহ্ন হয়ে গেছে আজ তুমি এইখানেই বিশ্রাম কর।

রঘুনাথ। না, বিশ্রামের অবকাশ নাই আমায় এখুনি যেতে হবে—

চন্দ্ররাও। কোথায়?

রঘুনাথ। শিউনীর ভবানী মন্দিরে! প্রভু শিবাজীর জন্য মায়ের প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে। [প্রস্থানোদ্যত।

চন্দ্ররাও। দাঁড়াও যুবক—

[বাধা দিলেন]

রঘুনাথ। একি! হঠাৎ আপনার মুখে একটা পৈশাচিক ভাব ফুটে উঠলো কেন? আপনি আমায় নিয়ে কি করতে চান?

চন্দ্ররাও। তোমায় হত্যা করে আমি আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই।

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। তুমি গজপতি সিংহের পুত্র! তোমার পিতা কর্তৃক আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি একদিন দস্যু বেশে তোমাদের ভাই-বোনকে বন্দী করেছিলাম। তুমি সেদিন পালিয়েছিলে তাই আজও বেঁচে আছ—

রঘুনাথ। আপনি দস্যুবেশে আমাদের ভাই-বোনকে বন্দী করেছিলেন ?

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ।

রঘুনাথ। বলুন আমার বোন লক্ষ্মীবাঈ কোথায় ?

চন্দ্ররাও। সে আমি বলবো না।

রঘুনাথ। বল্‌তে হবে—

চন্দ্ররাও। আমার অধিকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে রক্ত চক্ষু দেখানো, নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়—

রঘুনাথ। এ দুর্গ আপনার নয়—প্রভু শিবাজীর—

চন্দ্ররাও। কিন্তু এখন এ দুর্গ, আমার অধিকারে—'

রঘুনাথ। প্রভুর সম্পদে গোলামের কোনদিন অধিকার থাকেনা।

চন্দ্ররাও। ভুলে যেওনা রঘুনাথ—এ দুর্গের প্রতিটী সিপাই আমারই ইঙ্গিতে চালিত হয়।

রঘুনাথ। তবু তারা মহারাষ্ট্র নায়ক প্রভু শিবাজীর দেহরক্ষী সেনার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও দেবেনা।

চন্দ্ররাও। আমি নিজে তোমায় হত্যা করব—

রঘুনাথ। মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরের প্রেরিত রুদ্রদূত স্বয়ং শিবাজী যাকে নিজের দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন, আপনার মত বীরকে সে এইখানে পঙ্গু ক'রে রেখে যেতে পারে।

চন্দ্ররাও। সাবধান বর্ব্বর—

[উভয়ে যুদ্ধ ও চন্দ্ররাওয়ের পরাজয়]

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও! যদি নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে চান, তবে মনের ময়লা মুছে ফেলে, ভারতের নবযুগ প্রণেতা মহান নেতা প্রভু শিবাজীর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করুন। বিজাতি

বিজীত হিন্দু জাতিকে মোগলের শাসন শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে উচ্চ কণ্ঠে গাইতে হবে "আমরা স্বাধীন আমরা প্রধান আমরা গাইব ভারত মাতার জয়গান"—

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। হা—হা—হা—রঘুনাথ। এই বীরত্বের অহঙ্কারেই তোমার পতন হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিউনির উদ্যান।

সরযূ ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে আপন মনে গান গাহিতেছিল।

সরযূ।—

সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু, হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি আধ বদন হাসি
আধই নয়ন তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি আধ আচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হরি হরি কহ মম জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পাসারল কাম॥

দশন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহ তঁহি ভাষা।
মন মোর কহে অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পুরল আশা॥

এই গানের মধ্যে ধীরে ধীরে রঘুনাথ আসিয়া সরযূর পশ্চাতে দাঁড়াইল।

রঘুনাথ। বাঃ চমৎকার—

সরযূ। (সভয়ে) কে? কে আপনি?

[পিছন ফিরিতেই তাহার অজ্ঞাতে হাত হইতে ফুলের মালাটী পড়িয়া গেল]

রঘুনাথ। আমি প্রভু শিবাজীর একজন সৈনিক!

সরযূ। এখানে কি চান্?

রঘুনাথ। জনার্দ্দন পণ্ডিতের কাছে এসেছি—

সরযূ। তিনি মা ভবানীর পূজায় বসেছেন! আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন তিনি এখনি আসবেন।

[প্রস্থানোদ্যত]

রঘুনাথ। একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন—

সরযূ। কি বলুন—

রঘুনাথ। আপনার পরিচয়?

সরযূ। আপনি যাঁর কাছে এসেছেন আমি তাঁরই কন্যা—

রঘুনাথ। আপনারা কি মারহাঠী?

সরযূ। না, পিতা বলেন রাজপুত—

রঘুনাথ। রাজপুত—

সরযূ। [ঈষৎ হাসিয়া] ওকি—আপনি অমন চম্‌কে উঠলেন কেন?

রঘুনাথ। না, ও কিছু নয়। আমার জন্মস্থান, রাজপুতনা তাই—

সরযূ। রাজপুতনা থেকে আপনি মহারাষ্ট্রে এলেন কেন?

রঘুনাথ। আমার ভাগ্য আমায় রাজপুতনা থেকে মহারাষ্ট্রে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে—

সরযূ। মহারাষ্ট্রের চেয়ে রাজপুতনাকেই আপনি বেশী ভালবাসেন—না?

রঘুনাথ। জন্মভূমি মানুষের কাছে বেশী প্রিয় হয় দেবী।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। সরযূ!

সরযূ। পিতা—

[কিছুদূর অগ্রসর হইয়া]

জনার্দ্দন। কার সঙ্গে কথা বলছিস্ মা?

সরযূ। প্রভু শিবাজীর একজন সেনানীর সঙ্গে—

জনার্দ্দন। তা—বেশ বেশ! [রঘুনাথ জনার্দ্দনকে প্রণাম করিল] থাক্—থাক্ বাবা! হ্যাঁ তুমি এখন কোথা থেকে আসছ?

রঘুনাথ। প্রভুর আদেশে তোরণ দুর্গ থেকে আপনার কাছে এসেছি।

জনার্দ্দন। তোমার নাম?

রঘুনাথ। রঘুনাথ!

জনার্দ্দন। শিবাজী কি মোগলের সঙ্গে সন্ধি করবে?

রঘুনাথ। না প্রভু, তিনি গোপনে শায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করবেন। সেইজন্য কঙ্কণ হতে গোয়া পর্য্যন্ত প্রতিটী মারহাঠী দুর্গে সংবাদ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন আগামী অমাবস্যার রাত্রে সকলে পুণার দ্বারে এসে সৈন্য সমাবেশ করবেন।

জনার্দ্দন। হ্যাঁ—হ্যাঁ যুদ্ধ চাই। হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে হবে, দেব-মন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী মোগলকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা আর দুর্ব্বল নই।

রঘুনাথ। প্রভু! আগামী অমাবস্যার রাত্রে আমরা করব পুনা আক্রমণ—আপনি করবেন ষড়্‌শোপচারে মা-ভবানীর পূজা। মায়ের কৃপায় নিশ্চয়ই আমাদের জয় হবে।

জনার্দ্দন। মা ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। হ্যাঁ তুমি এখন কোথা যাবে?

রঘুনাথ। আমি এখন সিংহগড়ে যাব।

জনার্দ্দন। বেশ তাহলে তুমি শিবাজীর জন্য মায়ের পূজার প্রসাদ নিয়ে যাও। সরযূ আমার সঙ্গে আয় মা। হ্যাঁ, শিব্বাকে বলো আমি চললাম গোদাবরী তীরে গুরু রামদাসের আশ্রমে।

[সরযূ ও জনার্দ্দনের প্রস্থান।

রঘুনাথ। অপূর্ব্ব সুন্দরী এই রাজপুত বালিকা! ঈশ্বর, ওকে কি আমি পেতে পারিনা? না—না, এ আমি কি ভাবছি! ওযে ব্রাহ্মণ কন্যা—আমি যে ক্ষত্রিয়। একি ফুলের মালা এখানে পড়ে কেন? ও—ভুলে বোধ হয় মালা ফেলে গেছে। থাক্, এ মালা আমি দেবনা।

[বস্ত্রের মধ্যে মালা লুকাইয়া রাখিল।

প্রসাদের থালা লইয়া পুনঃ সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। এই নিন্ দেবী ভবানীর পূজার প্রসাদ।

রঘুনাথ। দিন্!

[সরযূর হাতের থালা হইতে প্রসাদ লইয়া নিজের উষ্ণীষের মধ্যে রাখিলেন। সরযূ একদৃষ্টে রঘুনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

সরযূ। আপনি এ মন্দিরে আবার কবে আসবেন ?

রঘুনাথ। এখানে—আর কোনদিন হয়ত নাও আসতে পারি।

সরযূ। ও—আচ্ছা—হ্যাঁ—আপনি—না—থাক্—

রঘুনাথ। আপনি কিছু বলতে চান ?

সরযূ। না।

রঘুনাথ। আপনি বেশ ভাল মালা গাঁথতে জানেন না ?

সরযূ। মালা ? কে বললে ?

[মালাটী চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন]

রঘুনাথ। ওকি অমন করে কি খুঁজছেন ?

সরযূ। কিছুনা।

রঘুনাথ। সে বললে কি হয়, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন কি একটা মূল্যবান বস্তু হারিয়ে ফেলেছেন।

সরযূ। কে বললে ?

রঘুনাথ। আমি যে জোতিষ জানি—তাই অনেক সময় অনেকের মনের কথা বলতে পারি।

সরযূ। আচ্ছা বলুন দেখি আমি কি হারিয়েছি ?

রঘুনাথ। একগাছি ফুলের মালা—

সরযূ। মিথ্যা কথা—

রঘুনাথ। সে কি !

সরযূ। জ্যোতিষ জানেন না ছাই ? আমি এখানে মালা ফেলে গেছি—আর আপনি মালাটী কুড়িয়ে নিয়েছেন। দিন্ আমার মালা ফিরিয়ে দিন্।

রঘুনাথ। যদি না দিই—

সরযূ। আমার মালা আমায় না দিলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।

রঘুনাথ। আপনার মালা তার প্রমাণ কি? এ মালাতো আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

সরযূ। ও—তা'হলে আপনি মালা দেবেন না?

রঘুনাথ। দেওয়া না দেওয়া সে এখন আমার ইচ্ছা।

সরযূ। অত কথা জানিনা, আমার মালা আমায় দেবেন কিনা তাই বলুন?

রঘুনাথ। দেব—

সরযূ। দিন্। [হাত পাতিলেন]

রঘুনাথ। হাতে নয়—

সরযূ। তবে?

রঘুনাথ। গলায় পরিয়ে দেব।

সরযূ। ধ্যেৎ— [লজ্জায় পিছন ফিরিল]

রঘুনাথ। আচ্ছা আমি চললাম।

[পিছন ফিরিল]

সরযূ। আমার মালা দিয়ে যান!

[দ্রুত রঘুনাথের পিছনে গিয়া]

রঘুনাথ। মালা—[সরযূর দিকে ফিরিয়া] এইখানে চুপটী করে না দাঁড়ালে দেবনা।

সরযূ। বাবা—বাবা—

রঘুনাথ। দাঁড়ান চুপ করে—

সরযূ। এইতো দাঁড়িয়েছি—

রঘুনাথ। এই নিন্ আপনার মালা।

[ধীরে ধীরে মালাটী সরযূর গলায় পরাইয়া দিল। সরযূ কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে চমকাইয়া উঠিল]

সরযূ। রঘুনাথ!

রঘুনাথ। [সহসা সরযূর হাত ধরিয়া ফেলিলেন] সরযূ না—না বিদায়! সরযূ জীবনে হয়ত একটা ভুল করে গেলাম।

সরযূ। আবার কবে এখানে আসবে?

রঘুনাথ। আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈনিক, কবে আসবো সেকথা বলতে পারবো না।

সরযূ। রঘুনাথ!

রঘুনাথ। আজ নয় দেবি! আজ মাতৃভূমির মর্য্যাদা রক্ষা করতে আমায় জীবন পণ করে ছুটে যেতে হবে শত্রু ধ্বংস করতে। যে দেশের বুকে দাঁড়িয়ে আমরা গড়ব নূতন সংসার, সে দেশ আজ বিজাতির পদতলে দলিত হচ্ছে। যদি কোনদিন বিজাতির কবল থেকে আমার মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে পারি তবেই আমার দেখা হবে এমনি দিনের এমনই মধুর লগনে।

[প্রস্থান।

সরযূ। ভগবান এ আবার তোমার কি খেলা দয়াময়!

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

বিশালগড় দুর্গ।

জিজাবাঈ।

জিজাবাঈ। চাকন্ গেল—পুনা গেল—তবু এখনো শিব্বা নীরব। তার উদ্দেশ্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। মায়ি—জিজাবাঈকী জয়।

জিজাবাঈ। তানাজী—

তানাজী। মায়ি, আমায় ডেকেছেন?

জিজাবাঈ। হ্যাঁ, তোমার বন্ধু কোথায়?

তানাজী। আজ সকালে সিংহগড় থেকে পুনার দিকে গেছেন।

জিজাবাঈ। কেন, মোগলের পায়ে ধরে সন্ধি প্রার্থনা করতে?

তানাজী। না মায়ি, কৌশলে সায়েস্তাখাঁর কবল থেকে পুনা উদ্ধার করতে।

জিজাবাঈ। থাক্, তার কোন প্রয়োজন নাই।

তানাজী। শিব্বাকে অপরাধী করবেন না মায়ি—সে পুনা ও চাকন উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

জিজাবাঈ। শিব্বার প্রাণে সত্য যদি পুনা উদ্ধারের চেষ্টা থাকত—তবে স্বামী-পরিত্যক্তা জিজাবাঈয়ের সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, পুনা প্রাসাদ জুড়ে মোগল সায়েস্তাখাঁ বসে থাকতে পারত না।

তানাজী। ভুলে যাবেননা মায়ি, যে সায়েস্তাখাঁর সঙ্গে রাজপুত সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্যে এসেছেন মোগলের দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি যোধপুরাধিপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ।

জিজাবাঈ। হিন্দুকুল কলঙ্ক যশোবন্ত সিংহ আর ঔরংজেবের চাটুকার সায়েস্তাখাঁর ভয়ে তোমরা যদি এত ভীত, তবে আর কেন, অস্ত্র-শস্ত্রগুলো নদীর জলে ফেলে দিয়ে বানপ্রস্থে চলে যাও।

তানাজী। শত শত যশোবন্ত সিংহ, সায়েস্তাখাঁকে ভয় করিনা মায়ি—ভয় করি মাত্র মোগলের আগ্নেয় অস্ত্রকে।

জিজাবাঈ। এই দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তোমরা অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করতে পারলে না ?

তানাজী। অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের জন্য এই এক বৎসর শিবা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে জলে রৌদ্রে হিমে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে পর্ব্বতে অরণ্যে নদী তটে ছুটে বেড়াচ্ছে। নিজের উদারতায় শতাব্দীর ব্যবধান ঘুচিয়ে, অস্পৃশ্য নীচ অন্ত্যজ পাহাড়িয়া মাওলাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তাদের যুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে ত্রিধা-বিভক্ত দাক্ষিণাত্যে এক শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেছে।

জিজাবাঈ। 'সাম্রাজ্যবাদী মোগলকে যদি দাক্ষিণাত্য থেকে তাড়াতে না পার, তবে এ রাজ্য ফুৎকারে উড়ে যাবে।

তানাজী। সাম্রাজ্যবাদী মোগলকে আমরা বুঝিয়ে দেব মা—আমরা দীন, কিন্তু হীন নই। প্রয়োজন হলে সর্ব্বগ্রাসী ধনতন্ত্রবাদের কবল থেকে আমাদের দীন-দরিদ্র ভাই-ভগ্নিকে মুক্ত করতে আমরা প্রাণ দেব—তবু স্বার্থপর ধনীর পদলেহন করবো না।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

গীত

জনার্দ্দন।—

ওরে দীনের বন্ধু ভাই।
দীনের ব্যথা বুঝতে যেরে কেউ দুনিয়ায় নাই ॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পায়না যেতে
গরীব ঘরের ছেলে!
গরীব মেয়ের নাই যেরে মান
ধনীর পায়ে করছে সদাই আত্মদান
ভাঙরে ভাই ধনীর ভুল
লাঠির ঘায়ে বুঝাও তারে
আজ দুনিয়ায় নাইরে ভাই আর সেদিন নাই ॥

জিজাবাঈ। আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন?

জনার্দ্দন। রামদাস প্রভুর আশ্রমে গিয়েছিলাম!—

জিজাবাঈ। মহারাষ্ট্রের এই বিপদের কথা তাঁকে জানিয়েছেন?

জনার্দ্দন। তাঁকে সব বলেছি মা—

জিজাবাঈ। তিনি কি বললেন?

জনার্দ্দন। পাপে ধ্বংস পুণ্যে স্থিতি বিধি-বিধাতার, ক'রে পাপ হিন্দু নাহি পাবে অব্যাহতি ক'রে পাপ মুসলমান না পাবে নিস্তার।

তানাজী। এখন আমাদের কর্ত্তব্য?

জনার্দ্দন। ধর্ম্মে মতি রেখে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, কেউ তোমাদের জয় করতে পারবেনা। হ্যাঁ আজ অমাবস্যা, আজই তোমাদের যেতে হবে। তোমরা প্রস্তুত হও, আমি চল্‌লাম মা-ভবানীর পূজা করতে।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ—

জনার্দ্দন। শুধু শিউনির মন্দিরে নয় মা। আমি সারা মহারাষ্ট্র ঘুরে মন্দিরে মন্দিরে সংবাদ দিয়ে এসেছি! আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর

মহারাষ্ট্রের সমস্ত মন্দিরে মা-ভবানীর পূজা হবে। করুণাময়ী মায়ের কৃপায় আজ আমাদের জয় হবে—জয় হবে।   [প্রস্থান।

জিজাবাঈ। তানাজী—

তানাজী। ভয় নেই মায়ি! ধর্ম্মকে সম্মুখে রেখে কর্ম্ম করে যা পাব, তাকেই আমরা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করব।

জিজাবাঈ। কিন্তু শিব্বার আদর্শ···

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই আমার আদর্শ মা!

[জিজাবাঈকে প্রণাম করিল]

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। মা! আমি প্রস্তুত, অনুমতি দাও—আমরা পুনা আক্রমণ করি।

জিজাবাঈ। ভবানী মন্দিরে গিয়েছিলে?

শিবাজী। গিয়েছিলাম—

জিজাবাঈ। প্রত্যাদেশ পেয়েছো?

শিবাজী। পেয়েছি—

জিজাবাঈ। দেবী কি বল্‌লেন?

শিবাজী। বিজাতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়, স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়—

জিজাবাঈ। সায়েস্তাখাঁর সঙ্গে তোমার স্বজাতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ রয়েছেন।

শিবাজী। যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে আমি গোপনে সাক্ষাৎ করেছি! তিনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—আজ সন্ধ্যায় পুনা ত্যাগ করে তিনি পাঁচ ক্রোশ দূরে চলে যাবেন।

তানাজী। কোন সাহসে তুমি যশোবন্ত সিংহের শিবিরে গিয়েছিলে?

শিবাজী। তিনি হিন্দুকুল শ্রেষ্ঠ—রাজপুত বীর আমার স্বজাতি এই সাহসেই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

তানাজী। তিনি যদি তোমায় বন্দী করতেন?

শিবাজী। শিবাজীকে বন্দী করে রাখবার মত কারাগার আজও ভারতে তৈরি হয়নি।

জিজাবাঈ। সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য দিয়ে ঘেরা—সুরক্ষিত পুনায় তোমরা কি করে প্রবেশ করবে?

শিবাজী। বিয়ের বরযাত্রি বেশে—

জিজাবাঈ। সায়েস্তাখাঁর আদেশে মারহাঠীদের যে পুনায় প্রবেশ নিষেধ।

শিবাজী। তাইতো আমি নিজে গিয়ে সায়েস্তাখাঁর কাছ থেকে বিয়ের বরযাত্রি প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এলাম।

তানাজী। তুমি সায়েস্তা খাঁর প্রাসাদে গিয়েছিলে?

শিবাজী। হ্যাঁ বন্ধু, অনেকদিন পুনা প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে এসেছি রাতের অন্ধকারে পথ-ঘাট ঠিক করতে পারবো কিনা, তাই একবার ছদ্মবেশে দিনের আলোয় পুনার পথ-ঘাট সব দেখে এলাম।

জিজাবাঈ। সায়েস্তাখাঁ তোমায় চিন্‌তে পারলে না?

শিবাজী। তোমার ছেলেকে চেন্‌বার দৃষ্টিশক্তি সায়েস্তা খাঁর নেই।

তানাজী। বরযাত্রি বেশে আমরা কতজন পুনায় প্রবেশ করতে পারব?

শিবাজী। দশজন বাদ্যকার, ত্রিশজন অস্ত্রধারী—

জিজাবাঈ। মাত্র চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে তুমি পুনা আক্রমণ করবে?

শিবাজী। মা তোমার আশীর্ব্বাদে মারহাঠার চল্লিশজন দুরন্ত ছেলে চল্লিশ হাজার মোগল ফৌজকে দিল্লীর পথে পাঠিয়ে দেবে।

তানাজী। আদেশ দিন মায়ি, আমরা ঝঞ্ঝার মত ছুটে যাই সায়েস্তাখাঁর কবল থেকে আপনার সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র পুনা উদ্ধার করতে।

জিজাবাঈ। আমার আদেশ, যারা মাতৃজাতিকে লাঞ্ছিত করে গরীবের রক্তশোষণ করে সেই উচ্ছৃঙ্খল লম্পট ধনতন্ত্রবাদের রক্তে রক্ত রাঙা করে দাও শ্যামা-বসুন্ধরা!

[জিজাবাঈয়ের পদতলে বসিয়া]

উভয়ে।—জয় মায়ি জিজাবাঈ কী জয়—

জিজাবাঈ। না—না-রে অবোধ সন্তান। মহারাষ্ট্রের এই ঘোর দুর্দ্দিনে যদি তোরা জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাস্ তবে মারহাঠার চল্লিশ হাজার ছেলে সমস্বরে বল জয়মা-ভবানী।

উভয়ে। জয়মা-ভবানী।

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

পুনা প্রাসাদ।

সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ।

সায়েস্তা। যাক্ এতদিনে একটা কাজ মিটল। মারহাঠীদের সঙ্গে সন্ধি হয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আনোয়ারি—

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। জনাব—

সায়েস্তা। মারহাঠা দূত চলে গেছে?

আনোয়ারী। হ্যাঁ জনাব, এইমাত্র তাকে নগর সীমা পার করে একেবারে দেশছাড়া করে দিয়ে এলাম।

সায়েস্তা। সন্ধির সংবাদ শুনে সম্রাট নিশ্চয় আনন্দিত হবেন।

আনোয়ারী। ব্যস্, তাহলেই আমাদের দেশে ফিরে যাবার আদেশ করবেন। আর আমরাও সব লাফাতে লাফাতে মহানন্দে বিবি দর্শন করতে যাব।

সায়েস্তা। আনোয়ারি—

আনোয়ারী। আজ্ঞে—আমি আমার বিবির কথা বল্‌ছিলাম—

সায়েস্তা। আচ্ছা আনোয়ারি, বৃষ্টি কি জোরে এলো?

আনোয়ারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বৃষ্টিও জোরে এলো, বিদ্যুৎও হান্‌ছে আর মাঝে মাঝে বাজও পড়ছে!

সায়েস্তা। বাজ পড়ছে?

আনোয়ারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিদ্যুৎ চম্‌কালে নির্ঘাৎ বাজ পড়বে।

সায়েস্তা। না, এ বড় বিপদে পড়া গেল।

আনোয়ারী। বেসুরো জনাব—একেবারে বেসুরো। তাই বলছিলাম কি জনাব, যদি অনুমতি করেন তবে নাচওয়ালীদের একবার—

সায়েস্তা। না থাক্, তুমিত জান আমি ওসব পছন্দ করিনা—

আনোয়ারী। নিশ্চয় জানি, তবে আপনার জন্যত বলছিনা, বলছি আপনার মনের জন্য—

সায়েস্তা। আমার মনের জন্য—

আনোয়ারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, জল ঝড়ের রাতে আপনার মনের ভিতরটা একবারে নবেজান হয়ে পড়েছে, তাই একটু সুরের ঝঙ্কারে তাকে চাঙ্গা করে নিন্।

সায়েস্তা। আচ্ছা তবে ওদের—

আনোয়ারী। কইগো হুরীর দল—

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

আনোয়ারী। ভাল করে একবার জনাবকে খুসি করে দাও—বহুত পুরস্কার পাবে—

গীত

নর্ত্তকীগণ :—

বরসাতের এই নিঝুম রাতে
দাওগো সাকী দাও শরাব।
হায় সাকি এ লাল পানিতে
দিল ভরে দাও খুন খারাব॥
নিঝুম রাতের করুণ দিনে
নাও গো শরণ পানশালায়।
আজকে রাতে পরাণ মাতে
বে দিল হিয়ায় দিল কাবাব॥

নেপথ্যে যশোবন্ত। ভিতরে আসতে পারি খাঁ সাহেব?

সায়েস্তা। আসুন মহারাজ! আনোয়ারি এদের—

আনোয়ারী। এই তফাৎ যাও—সব তফাৎ যাও—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

যশোবন্ত সিংহের প্রবেশ।

যশোবন্ত। খাঁ সাহেব বেশ আছেন দেখ্‌ছি।

সায়েস্তা। এই জলা-জঙ্গল দেশে বর্ষায় কিছু ভাল লাগেনা মহারাজ—

আনোয়ারী। তাই জল ঝড়ের রাতে ওদের নিয়ে একটু—

সায়েস্তা। এই চুপ রও—

আনোয়ারী। জী হ্যাঁ,—

যশোবন্ত। আমি বলছিলাম কি খাঁ সাহেব, এইভাবে আর চুপ্-চাপ বসে না থেকে এখন আমাদের মারহাঠা দুর্গ আক্রমণ করাই উচিৎ।

সায়েস্তা। আমার মতে শিবাজীকে আর না ক্ষেপিয়ে সন্ধির ছলে তাকে বন্দী করাই উচিৎ।

যশোবন্ত। শিবাজী নির্ব্বোধ নয় খাঁ সাহেব—যে এক কথায় আপনি তার হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে দেবেন।

সায়েস্তা। নির্ব্বোধ নয়—চতুর শাখা-মৃগ—

আনোয়ারী। জনাব একেবারে খাঁটী কথা বলেছেন। ব্যাটা বুনো বানর ছাড়া আর কিছু নয়।

যশোবন্ত। বানরের সাহায্যেই রামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করেছিলেন।

সায়েস্তা। মহারাজের মাথা খারাপ হয়েছে, তাই তিনি পার্ব্বত্য মূষিককে ভয় করছেন।

যশোবন্ত। দেখবেন সেই পার্ব্বত্য মূষিক শেষ পর্য্যন্ত না খাঁ সাহেবের প্রাসাদের মধ্যে গর্ত্ত কেটে বেরিয়ে পড়ে।

সায়েস্তা। এখানেও দিল্লীর শত শত নখায়ুধ বিড়াল আছে—পার্ব্বত্য মূষিক বধ করতে তারা জানে।

আনোয়ারী। কেরামৎ কেরামৎ—

যশোবন্ত। আমি শেষবার বলছি খাঁ সাহেব, দুর্গই শিবাজীর বাহুবল, আমরা যদি তার দুর্গ অধিকার করতে পারি তার বাহু ভেঙ্গে যাবে।

সায়েস্তা। আমি শিবাজীকে আক্রমণ করবো না।

যশোবন্ত। আমি আপনার মনোভাব আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি না।

সায়েস্তা। বুঝতে পারবেন তখন, যখন সেই ধূর্ত্ত পার্ব্বত্য মুষিককে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে যাব।

যশোবন্ত। এ আপনার আকাশ-কুসুম কল্পনা।

সায়েস্তা। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ—

যশোবন্ত। সত্য কথা বল্‌তে যশোবন্ত সিংহ ভয় পায়না খাঁ সাহেব—

সায়েস্তা। আমি আপনার নামে সম্রাটের কাছে অভিযোগ করবো।

যশোবন্ত। আপনার যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই।

সায়েস্তা। ভাল কথা, আজ্ থেকে আপনার সৈন্যদের পুনার দ্বারে প্রহরায় থাক্‌তে হবে।

যশোবন্ত। না, এখনি আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমি গোয়ার পথে চলে যাব।

সায়েস্তা। মহারাজ আমীর—উল—ওমরাহ সায়েস্তা খাঁর আদেশ—

যশোবন্ত। আমীর—উল—ওমরাহ সায়েস্তাখাঁর আদেশ তার বেতনভোগী গোলামের জন্য, যোধপুরাধিপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের জন্য নয়।

[প্রস্থান।

সায়েস্তা। আনোয়ারি—

আনোয়ারী। জনাব—

সায়েস্তা। যশোবন্ত সিংহের ওই দর্প আমায় খর্ব্ব করতে হবে।

আনোয়ারী। নিশ্চয়ই হবে জনাব।

সায়েস্তা। সম্রাটকে জানাতে হবে যশোবন্ত সিংহ বিশ্বাস ঘাতকতা করে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

আনোয়ারী। ব্যাস্ ব্যাস্—এই এক চালেই কিস্তীমাৎ হবে জনাব—

[হঠাৎ সানাই বাজিয়া উঠিল]

সায়েস্তা। ও কিসের বাজনা?

আনোয়ারী। ও সেই হিন্দুদের সাদীর বাজনা জনাব।

সায়েস্তা। ও রাত্রি অনেক হয়ে গেছে—

আনোয়ারী। হ্যাঁ জনাব—

সায়েস্তা। আচ্ছা, আমি এখন বিশ্রাম কক্ষে চল্লাম। [প্রস্থান।

আনোয়ারী। ওই বিশ্রামই আপনার কাল হবে জনাব! দুর্গদ্বার ঠিকই আছে, আমি এখন এইখানেই থাকি।

[আপাদ মস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিল]

ছদ্মবেশে তানাজী ও চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

তানাজী। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। আদেশ করুন—

তানাজী। সব প্রস্তুত?

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ রন্ধনশালার দ্বার ভেঙ্গে আমরা চল্লিশ জনই ভিতরে প্রবেশ করেছি।

তানাজী। শিব্বা কোথায়?

চন্দ্ররাও। তিনি সায়েস্তাখাঁর শয়ন কক্ষের দিকে গেছেন।

তানাজী। মালজী—যশোজী—

চন্দ্ররাও। তারা সমস্ত সৈন্য নিয়ে দুর্গের পেছন দিকে অপেক্ষা করছে।

দ্রুত রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। সেনাপতি—

তানাজী। কি সংবাদ রঘুনাথ?

রঘুনাথ। আমাদের পদশব্দে দুর্গের লোকজন জেগে উঠেছে। আর অপেক্ষা করা উচিত নয়।

তানাজী। না আর অপেক্ষা নয়—"জয় মা ভবানী" বলে এইবার তোমরা আক্রমণ কর।

রঘুনাথ। আপনি কোথায় যাবেন ?

তানাজী। আমি দুর্গের পেছন দিক থেকে মোগল সৈন্যের উপর আক্রমণ চালাব। [দ্রুত প্রস্থান।

উভয়ে। জয় মা ভবানী—

আনোয়ারী। [সহসা উঠিয়া] ডাকাত—ডাকাত—জনাব প্রাসাদে ডাকাত পড়েছে—

চন্দ্ররাও। চুপ রহ্ শয়তান—

[নেপথ্যে—ডাকাত ডাকাত প্রাসাদে ডাকাত]

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্রুত সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ।

সায়েস্তা। কই কোথায় ডাকাতদল—

চন্দ্ররাও। ডাকাতদল তোমার সম্মুখে—

সায়েস্তা। তোমরা মারহাঠী—

চন্দ্ররাও। শুধু মারহাঠী নয়—তোমার যম।

সায়েস্তা। শয়তান শিবাজী—

চন্দ্ররাও। সাবধান সায়েস্তাখাঁ—

সায়েস্তা। বর্ব্বর শিবাজীর এই অন্যায়ের এমন শাস্তি দেবো—

চন্দ্ররাও। তার পূর্ব্বে তোমার জীবন দিতে হবে সায়েস্তাখাঁ।

সায়েস্তা। সায়েস্তাখাঁ তোমাদের মত কাপুরুষ নয় কাফের। সৈন্যগণ এই বর্ব্বর মারহাঠীদের আক্রমণ কর।

[উভয়ে যুদ্ধ]

রঘুনাথ জয় শিবশঙ্কর—

[নেপথ্যে—জয় মহারাজ শিবাজীর জয়]

আনোয়ারী। জনাব ব্যাপার খারাপ। চারিদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করেছে—কোন রকমে সরে পড়ি চলুন। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে] শিবাজী। হা—হা—হা—

[সায়েস্তাখাঁ ও রঘুনাথ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

[নেপথ্যে] সায়েস্তা। আনোয়ারী শিবাজী মানুষ নয়, শয়তানের অবতার—

দ্রুত শিবাজী ও রঘুনাথের প্রবেশ।

শিবাজী। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করবার জন্যই বিধাতা জগতে শিবাজী সৃষ্টি করেছেন।

সায়েস্তা। [নেপথ্যে] পুত্র গেল, হাতের আঙ্গুল গেল।

চন্দ্ররাও। ওই দেখুন প্রভু, সায়েস্তাখাঁ পালিয়ে যাচ্ছে।

শিবাজী। যাবার সময় শুনে যাও সায়েস্তাখাঁ! দাক্ষিণাত্যের নির্য্যাতীত বিজাতিত বিজীত হিন্দুদের রক্ষা করতে, মারহাঠার চল্লিশ হাজার দুরন্ত ছেলে জীবন পণ করে প্রবল প্রতাপশালী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। শত শত বর্ষ তোমরা এই দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করেছ, তার প্রতিশোধে—আমরা বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে—চুরমার করে দেবো।

রঘুনাথ। প্রভু এইবার আমরা তূর্য্যধ্বনি করি?

শিবাজী। না, একটু অপেক্ষা কর রঘুনাথ! উত্তর পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখ—কি দেখ্‌ছো।

রঘুনাথ। আলো! আলো দেখে মোগল সৈন্যগণ পাহাড়ে উঠেছে। অন্ধকারে পিছন থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে তারা উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে। সমস্ত আলো নিভে গেল। মোগল কামান গর্জ্জন থেমে গেল।

শিবাজী। রঘুনাথ—চন্দ্ররাও! এইবার ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করে দাও, সায়েস্তাখাঁ পলায়িত—মোগল সৈন্য পরাজিত। মোগল অধিকৃত মায়ি জিজাবাঈয়ের সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র পুনা প্রাসাদ আজ থেকে আমাদের অধিকারে।

সকলে। জয় মা-ভবানী—জয় মা-ভবানী—জয় মা-ভবানী।

[সকলে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লী প্রমোদ উদ্যান।

বাঈজীগণ।

গীত

বাঈজীগণ :—

আজকে মোদের নাগর এলো
নাই অভাব আর নাই অভাব॥
তরুণ প্রেমিক বন্ধু যে গো
পিয়ালা ভরি দাও শরাব॥
প্রেমের নেশায় পাগল হিয়া
বাসবো ভাল হৃদয় দিয়া
নূতন সুরের প্রেমের গানে
আড় নয়নের আঁখি বানে
ছুটিয়ে দেব মদের নেশার বদ্-খোয়াব॥

মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। তোমাদের ওই পুরানো পচা গান আর একঘেয়ে নাচ আমার ভাল লাগেনা। তোমরা যাও।...হ্যাঁ সেই নওজোয়ানী কাশ্মিরী বাঈজীকে একবার এখানে কাছে পাঠিয়ে দেবে। বুঝলে?

১ম বাঈজী। জী—হ্যাঁ। [বাঈজীগণের প্রস্থান।

মোয়াজীম। পিতা আমায় কাশ্মীর যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। উদ্ধত কাশ্মীর রাজ পরাজিত হল, কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হল—কিন্তু প্রকৃত জয় হলো কার?

সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। আমারু—

মোয়াজীম। চমৎকার—

সুরাইয়া। বলুন, আমার কথা ঠিক কিনা?

মোয়াজীম। সেইতো—ঠিক বুঝতে পারছিনা।

সুরাইয়া। বুঝতে পারছেন না?

মোয়াজীম। না—

সুরাইয়া। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মোয়াজীম। কি রকম?

সুরাইয়া। নীল পিয়ালায় লাল শরাব,
আর আমার আঁখির বে-হিসাব।

[মোয়াজীমকে সুরা দিলেন]

মোয়াজীম। [সুরাপান করিলেন] সুরাইয়া সত্যই তুমি চমৎকার।

সুরাইয়া। আমাকে আপনার ভাল লাগে?

মোয়াজীম। তোমার জন্যই তো দুনিয়ায় বেঁচে আছি।

সুরাইয়া। কই তার নিদর্শন—

মোয়াজীম। কি চাই বল ?

সুরাইয়া। বেগম নূরজাহানের মত সম্রাজ্ঞী হতে চাই।

মোয়াজীম। সে কি করে সম্ভব হয়—

সুরাইয়া। ভালবাসা থাকলে সবই সম্ভব। আপনি সম্রাট হলেই আমি হব সম্রাজ্ঞী।

মোয়াজীম। পিতা ঔরংজেব বর্ত্তমানে আমি সম্রাট হব কি করে ?

সুরাইয়া। সম্রাট সাজাহান বর্ত্তমানে আপনার পিতা ঔরংজেব কি করে সম্রাট হলেন ?

মোয়াজীম। সম্রাট সাজাহান দুর্ব্বল ছিলেন, তাই পিতা তাঁকে বন্দী করে সিংহাসনে বসেছিলেন।

সুরাইয়া। আপনিও পিতার আদর্শ গ্রহণ করুন—

মোয়াজীম। পিতা ঔরংজেব জীবিত থাকতে যে সম্রাট হতে চাইবে, তাকেই আগেই কবরে যেতে হবে।

সুরাইয়া। না, আপনি একেবারে অচল—

মোয়াজীম। সব খবরটা শুনে তবে আমার বিচার কর।

সুরাইয়া। কি খবর ?

মোয়াজীম। পিতামহ সম্রাট সাজাহান ময়ূর সিংহাসন তৈরী করিয়েছিলেন। পিতার বিচারে তিনি গেলেন কারাগারে। দারা সিংহাসন চাইলেন,—পিতা তাঁকে পাঠালেন কবরে। সুজা সিংহাসন চাইলেন পিতা তাঁকে তাড়িয়ে আরাকানের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন। যাঁর সাহায্যে পিতা সিংহাসন জয় করলেন সেই বেচারী মাতাল মোরাদকে পিতা হত্যা করলেন। ভাই মহম্মদ সিংহাসন চেয়েছিল পিতা তাকে

বন্দী করলেন। ভাই আকবর সিংহাসন চেয়েছিল পিতা তাকে এমন তাড়া করলেন যার জন্য তাকে ভারতবর্ষ ছেড়ে পারস্যে গিয়ে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হল, এখন বুঝে দেখ ময়ুর সিংহাসন কি ভয়ঙ্কর চীজ্।

দ্রুত দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। একি! দিলীর খাঁ আপনি এখানে?

দিলীর। আমি বোধ হয় সাহাজাদার শান্তি ভঙ্গ করলাম।

মোয়াজীম। না—না—তা নয়, তবে—এখানে আসবার আগে একটু সংবাদ দিয়ে এলে ভাল হত।

দিলীর। আচ্ছা, আমি এখন আসি।

মোয়াজীম। না—না কি বলতে এসেছেন একেবারে বলেই যান।

দিলীর। আমি জানতে এসেছি—আমায় না বলে আপনি কাশ্মীর ত্যাগ করে চলে এলেন কেন?

মোয়াজীম। সে কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে প্রস্তুত নই—

দিলীর। ভুলে যাবেন না সাহাজাদা যে সম্রাটের ফারমান বলে আমি কাশ্মীর যুদ্ধের সেনাপতি।

মোয়াজীম। স্মরণ রাখবেন সেনাপতি আপনি আমার পিতার বেতনভোগী গোলাম।

দিলীর। সমদর্শী সম্রাট ঔরংজেবের সাম্রাজ্যে পিতা পুত্র, ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন সবাই সমান।

মোয়াজীম। ও—সেই বুঝেই আপনি আমার কাছে কৈফিয়ৎ নিতে এসেছেন?

দিলীর। না, আমি শুনেছি—আপনি এক নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সামরিক নীতি ভঙ্গ করে তাকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

মোয়াজীম। আপনার আর কিছু বলবার আছে ?

দিলীর। ওই নারীকে এখনি ত্যাগ করতে হবে।

মোয়াজীম। একি সেনাপতি দিলীর খাঁর আদেশ ?

দিলীর। না, এ আদেশ স্বয়ং সম্রাটের—

মোয়াজীম। ও—

সুরাইয়া। সাহাজাদা এখন উপায় ?

মোয়াজীম। তোমার কোন ভয় নেই সুরাইয়া—

সুরাইয়া। সম্রাটের যে আদেশ—

মোয়াজীম। সম্রাটের আদেশে যদি তোমায় ত্যাগ করতে হয়,—তবে আমি সম্রাটকেই ত্যাগ করে চলে যাব।

দিলীর। এ ঐশ্বর্য্যের মায়া আপনি ত্যাগ করতে পারবেন ?

মোয়াজীম। রূপসী নারীর প্রেমের কাছে এ রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ।

দিলীর। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। যাকে প্রাণ ভরে ভালবেসেছি—আপনার রক্ত-চক্ষু ভয়ে তাকে আমি ত্যাগ করতে পারবো না।

দিলীর। আমার উপর সম্রাটের আদেশ আছে ওই নারীকে এখুনি কারাগারে নিয়ে যেতে হবে।

মোয়াজীম। আমার আদেশ, যান আপনি আমার হারেম থেকে বেরিয়ে যান।

দিলীর। এ নারীকে আপনি ত্যাগ করবেন কিনা ?

মোয়াজীম। না—

দিলীর। সম্রাটের আদেশ পালন করবেন কিনা ?

মোয়াজীম। না—

দিলীর। যদি এই মুহূর্ত্তে আপনি ওই বার-বনিতাকে না ত্যাগ করেন, আমি ওকে জোর করে কারাগারে নিয়ে যাব।

মোয়াজীম। সাহাজাদা মোয়াজীম দুর্ব্বল নয় দিলীর খাঁ।

দিলীর। সাহাজাদা—

সুরাইয়া। বাদশাহের বেতনভোগী গোলাম হয়ে বাদশাজাদাকে চোখ রাঙানো নিছক্ মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়—

দিলীর। সাবধান বাঈজী—

মোয়াজীম। এই সুন্দরী কাশ্মীরি বাঈজীর জন্যই আমি কাশ্মীরে গিয়েছিলাম, যা চেয়েছি তা যখন পেয়েছি—তখন সর্ব্বস্ব গেলেও আর আমার কোন দুঃখ নেই দিলীর খাঁ।

সুরাইয়া। আদাব খাঁ সাহেব—

[সুরাইয়াকে লইয়া মোয়াজীমের প্রস্থান।

দিলীর। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছি। একটা সামান্য নারীর জন্য আমার এত উত্তেজিত হওয়া উচিত হয়নি।......না—না ওই সুন্দরী কাশ্মীরি বাঈজীকে আমার চাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লী প্রাসাদ।

ঔরংজেব।

ঔরংজেব। অপরাধী কে? মাতুল সায়েস্তাখাঁ—না—মহারাজ যশোবন্ত সিংহ? সায়েস্তাখাঁ বলেন যশোবন্ত সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যশোবন্ত সিংহ বলেন সায়েস্তাখাঁর মূর্খতার জন্যই আমাদের পরাজিত হতে হয়েছে। তবে কি এরা দুজনেই অপরাধী—?

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করেছেন?

ঔরংজেব। হ্যাঁ—মহারাজ! সীমান্তের উপজাতীয় পাঠানদের দমন করে আপনি আমার যে উপকার করেছেন, সেজন্য চিরদিন আপনার নাম আমার স্মরণ থাকবে।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা, রাজপুত মুখে যা বলে—কাজেও তাই করে।

ঔরংজেব। সত্য মহারাজ, কিন্তু মহারাজ যশোবন্ত সিংহের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

জয়সিংহ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এখন কোথায়?

ঔরংজেব। তিনি দাক্ষিণাত্যেই আছেন।

জয়সিংহ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ শিবাজীকে দমন করতে পারলেন না?

ঔরংজেব। না মহারাজ! মোগল সাম্রাজ্যের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনি ছাড়া আমার আর প্রকৃত বন্ধু কেউ নাই। তাই আমি শিবাজী দমনের ভার এবার আপনার হাতেই অর্পণ করতে চাই।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! হিন্দু হয়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে ভারতের ইতিহাসে চিরদিন আমায় কলঙ্কিত হয়ে থাকতে হবে।

ঔরংজেব। এইকি রাজপুতের বন্ধুত্বের নিদর্শন—?

জয়সিংহ। জাঁহাপনা, যদি রাজপুতের বন্ধুত্বের পরিচয় চান্—তবে আমাকে কাবুল, কান্দাহার, মধ্য চীন, কিম্বা খোরসান্ অভিযানে নিযুক্ত করুন, দেখবেন এই স্থবির রাজপুত এসিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মোগলের বিজয় নিশান উড়িয়ে দেবে।

ঔরংজেব। প্রভুর আদেশ অমান্য করাই বুঝি মহারাজের রাজভক্তি?

জয়সিংহ। সম্রাট! রাজভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখতে হবে? আপনি আপনার পিতা সম্রাট সাজাহানকে বন্দী করে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন। আর আমি আমাদের রাজা ঔরংজেবের জন্য দেশ, ধর্ম্ম, জাতি সব ভুলে তাঁর গোলাম হয়ে আছি।

ঔরংজেব। তাইতো আপনাকে শিবাজী দমনে নিযুক্ত করে, আপনার রাজভক্তিটা একবার যাচাই করে নিতে চাই।

জয়সিংহ। সম্রাটের এ আদেশ আমি পালন করতে পারলাম না।

ঔরংজেব। তাহলে কি জানবো—মহারাজ জয়সিংহ বিদ্রোহী?

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—জয়সিংহ যদি বিদ্রোহী হতো তাহলে ময়ূর সিংহাসনে ঔরংজেব না বসে সাহাজাদা দারাই বসতেন।

ঔরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। রক্ত চক্ষুতে রাজপুত বস হয় না সম্রাট!

ঔরংজেব। আমি শেষবার জানতে চাই আপনি দাক্ষিণাত্যে যাবেন কিনা?

জয়সিংহ। না—। শেষ বয়সে আমি রাজপুত জাতির মুখে কলঙ্কের ছাপ মেরে দিতে পারবো না।

ঔরংজেব। ও—আচ্ছা, শিবাজী দমনের ভার আমি সম্পূর্ণ আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। আপনার যেরূপ অভিপ্রায় আপনি তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করবেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—?

ঔরংজেব। শিবাজীকে যদি আপনি মোগলের আনুগত্য স্বীকার করাতে পারেন, আপনার খাতিরে আমি তাকে মোগলের বন্ধু বলে স্বীকার করব। মহারাজ, আপনি আমায় ভুল বুঝতে পারেন; কিন্তু আমি আপনাকে ভুল বুঝিনা।

জয়সিংহ। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য !

ঔরংজেব। হ্যাঁ একটা কথা মহারাজ। আপনি যতদিন দাক্ষিণাত্যে থাকবেন, ততদিন আপনার পুত্র কুমার রামসিংহকে এখানে থাকতে হবে।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা কি আমায় বিশ্বাস করতে পারলেন না ?

ঔরংজেব। মহারাজ চতুর—তাঁর সঙ্গে চাতুরি করা বৃথা।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা। অলিক সন্দেহের বসে রাজপুত জাতিকে অবিশ্বাস করে নিজের অমঙ্গল ডেকে আনবেন না। রাজপুত যার কাছে একবার আনুগত্য স্বীকার করে তার-জন্য জীবন দেয় কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকতা করে না।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। জয়সিংহের মুখ দেখে মনে হয়, তার মনের মধ্যে বিষের ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে···না ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয়।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। এই যে দিলীর খাঁ ! তোমাকে আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন।

দিলীর। গোলামের প্রতি জাঁহাপনার অসীম করুণা।

ঔরংজেব। শিবাজীকে দমন করবার জন্য আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই দিলীর—

দিলীর। জাঁহাপনা ! সাহাজাদা মোয়াজীমের বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে।

ঔরংজেব। পরে শুনব সেনাপতি ! এখন তুমি দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।···হ্যাঁ তোমার সঙ্গে মহারাজ জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যে যাবেন।

দিলীর। জাঁহাপনা কি মনে করেন আমি একা শিবাজীকে দমন করতে পারবো না ?

ঔরংজেব। হিন্দুকে দিয়ে হিন্দুর দমন যতটা সহজ হয় তোমার পক্ষে ঠিক্ ততটা সহজ হবেনা দিলীর।

দিলীর। শিবাজী দমনে জয়সিংহকেই যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে আমাকে পাঠাবার উদ্দেশ্য ?

ঔরংজেব। জয়সিংহ হিন্দু, তাই তাকে আমি বিশ্বাস করিনা। তুমি আমার স্বজাতি—ইস্‌লামের দরদী বন্ধু! তাই তোমাকে আমি এ যুদ্ধের সর্ব্বাধিনায়ক করে পাঠাতে চাই।

দিলীর। জাঁহাপনা মহানুভব—

ঔরংজেব। তুমি, সর্ব্বদাই জয়সিংহের উপর লক্ষ্য রাখবে। সে যেন কোন রকমে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিতে না পারে। দিলীর তুমি যদি সেই উদ্ধত মারাঠা দস্যুকে বন্দী করে দিল্লী পাঠিয়ে দিতে পার—আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে দেব।

দিলীর। জাঁহাপনার আদেশ পালনে প্রয়োজন হলে এই বান্দা জীবন দেবে।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। শিবাজীর উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাজ জয়সিংহ। যদি জয়সিংহ শিবাজীর সঙ্গে যোগ দেয়—তার জন্য প্রহরী থাকল দিলীর খাঁ—যদি দিলীর খাঁ বিদ্রোহী হয় তাহলে উপায় ?

মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। পিতা, আমায় ডেকেছেন ?

ঔরংজেব। হ্যাঁ, শুনেছ বোধ হয়, দক্ষিণ ভারতে এক জায়গীরদারের পুত্র বিদ্রোহী হয়েছে ?

.মোয়াজ্জীম। শুনেছি পিতা—

ঔরংজেব। সেই বিদ্রোহী শিবাজীকে দমন করবার জন্য আমি তোমাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে পাঠাতে চাই।

মোয়াজ্জীম। আমি একা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে—কি করবো—

ঔরংজেব। একা নও—তোমার অধীনে অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ আর আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁকে নিযুক্ত করেছি।

৩। মোয়াজ্জীম। জয়সিংহ, দিলীরখাঁর সঙ্গে আমাকে পাঠাবার উদ্দেশ্য।

ঔরংজেব। জয়সিংহ কাফের—দিলীর খাঁ পাঠান, এদের দুজনকেই আমি বিশ্বাস করতে পারিনা। তাই মোগলের প্রকৃত দরদীবন্ধুরূপে আমি তোমাকেই দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই।

মোয়াজ্জীম। জয়সিংহ, দিলীরখাঁ দুইজনেই যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে ?

ঔরংজেব। তাই দাক্ষিণাত্যে গিয়ে প্রথমে তোমাকে বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে হবে।

মোয়াজ্জীম। বিজাপুর সুলতান তাতে যদি রাজী না হয় ?'

ঔরংজেব। মোগল অধিকৃত বিজাপুরের সমস্ত দুর্গ ফিরিয়ে দিয়ে, তুমি বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করবে, আর জয়সিংহ দিলীর খাঁর উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

মোয়াজ্জীম। এই গুরুভার আমি বহন করতে পারব ?

ঔরংজেব। পারতেই হবে পুত্র, কারণ তোমাকেই ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে বসে বিশাল ভারতবর্ষ শাসন করতে হবে।

মোয়াজ্জীম। ,না পিতা,—সিংহাসনে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নাই—সিংহাসন আমি কোনদিনই চাইনা।

ঔরংজেব। অবুঝ হয়োনা মোয়াজীম—

মোয়াজীম। আমি যেন চিরদিন অবুঝ হয়েই থাকি। সিংহাসনের নেশা যেন কোনদিন আমায় বর্ব্বর পশু করে তুলতে না পারে।

ঔরংজেব। মোয়াজীম—

মোয়াজীম। পিতা, সিংহাসনের এমন ভীষণ আকর্ষণ যে, তার মোহে পড়ে মানুষ পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু সব ভুলে যায়। তাই আমি ওই একটা সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে জগতের সবাইকে আপন করে দুদিনের দুনিয়ায় সুখের সংসার পেতে বাস করতে চাই।

ঔরংজেব। তোমার ধারণা তোমাতেই থাক্ পুত্র!

মোয়াজীম। আপনার নীতি আপনার মধ্যেই থাক্ পিতা—সেই বিষাক্ত নীতির বিষ ছড়িয়ে জগতের সরল মানুষকে আব অমানুষ করে তুলবেন না।

ঔরংজেব। তাহলে তুমি দাক্ষিণাত্যে যাবেনা?

মোয়াজীম। যাব, তবে সিংহাসনের লোভে নয়,—পিতার অনুগত পুত্র হয়ে দাক্ষিণাত্যে যাব,—বিদ্রোহী শিবাজীকে দমন করতে।

ঔরংজেব। আমি সাগ্রহে তোমার বিজয় সংবাদের জন্য অপেক্ষা করব।

মোয়াজীম। পিতা, জগতে সবাই আপনার মত পিতৃদ্রোহী পুত্র নয়। বিষের চোখে আপনি দুনিয়াটাকে বিষাক্ত দেখছেন। আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো, যে বিষের সংসারেও অমৃত পাওয়া যায়।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। মোয়াজীম কি সত্যই সরল—না এ তার কপটতা? যাক্, এখন সে বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। শিবাজী দমনই এখন আমার একমাত্র চিন্তা। যদি শিবাজী বিন্ধ্যাচলের এপারে আসতে

পারে, তাহলে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন করেই হোক্ তাকে দমন করতে হবে। যদি জয়সিংহ বিদ্রোহী হয়, দিলীরখাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে আমি তাদের·········না থাক্—দেখি এই চালে কি হয়—।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রতাপগড় ভবানীমন্দির প্রাঙ্গন।

সরযূর প্রবেশ।

গীত

সরযূ।—

কি দারুণ বুকে ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতি কথা॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধ্বনি পিরীতি করে
তুষের অনল যেন মজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥

সহসা রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। সরযূ—

সরযূ। একি! সৈনিক পুরুষ হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

রঘুনাথ। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

সরযূ। কি কথা? সস্তা—না দামি?

রঘুনাথ। দামি কথা।

সরযূ। আচ্ছা, অভয় দিলাম বলতে পার।

রঘুনাথ। আমার কথার সত্য উত্তর দেবে তো?

সরযূ। আগে প্রশ্নটা শুনি,—তারপর উত্তর দেওয়া নাদেওয়া সেটা আমার ইচ্ছা। নাও চট্‌পট্ বল কি বলতে চাও।

রঘুনাথ। তুমি কি সত্যই ব্রাহ্মণ কন্যা—

সরযূ। ও হরি এই কথা! তারজন্য এত ব্যস্ত কেন?

রঘুনাথ। তোমার সত্য পরিচয় জানতে পারলে মনটাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারি।

সরযূ। ধর, যদি আমার পরিচয় না পাও—

রঘুনাথ। তাহলে একটা দারুণ অশান্তি নিয়ে এ মাটির মায়া ত্যাগ করে মরণের মুখে চলে পড়তে হবে।

সরযূ। সেকি?

রঘুনাথ। আশ্চর্য্য হলে? কেন তুমি শোননি, যে দিল্লীশ্বরের সেনাপতি অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ আর আফ্‌গান সেনাপতি দিলীর খাঁ মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেছেন।

সরযূ। তোমরা তাদের বাধা দিতে পারছো না?

রঘুনাথ। দিল্লীশ্বরের বিশাল বাহিনীকে বাধা দিতে গিয়ে আমাদের অর্দ্ধেক দুর্গ হারাতে হয়েছে।

সরযূ। মহারাজ শিবাজী কোথায় ?

রঘুনাথ। রায়গড়ে।

সরযূ। তিনি এবার কি করতে চান্ ?

রঘুনাথ। সে বিষয়ে তিনি এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। তবে আমরা বুঝতে পারছি, এবার যা হবে তাতে ভারতের বুক থেকে মহারাষ্ট্রের নাম মুছে যাবে।

সরযূ। না—না মহারাষ্ট্রের নাম মুছে যাবেনা। মহারাষ্ট্র থাকবে—মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী থাকবেন,—তুমি থাকবে আমি থাকব—

রঘুনাথ। বল সরযূ সত্যই কি তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা ?

সরযূ। না, পিতা বলেন আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। আমার মা মারা যাবার সময় আমাকে জনার্দ্দন পণ্ডিতের কাছে দিয়ে গেছেন।

রঘুনাথ। সরযূ! তুমি আমায় গভীর চিন্তার দায় থেকে মুক্তি দিলে।

সরযূ। না সখা মুক্তি আমি তোমায় দেবনা—

রঘুনাথ। তবে—

সরযূ। তোমায় আজীবন বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমার সুরক্ষিত হৃদয়দুর্গে—!

রঘুনাথ। [সরযূর হাত ধরিয়া] সরযূ—

সরযূ। [হাত ছিনাইয়া লইয়া] আজ নয় প্রিয়তম, মোগল যুদ্ধের শেষে আমরা রচনা করবো আমাদের মিলন বাসর।

রঘুনাথ। যদি এ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়—

সরযূ। তোমার এই অনিন্দ্য সুন্দর রূপ ধ্যান করে হাসিমুখে আমি তোমার সঙ্গে সহমরণে যাব। স্বাধীন দেশের মেয়ে আমরা আত্মসুখে মত্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে কতকগুলো গোলাম প্রসব করে যাবনা। [প্রস্থান।

রঘুনাথ। সরযূ মানবী না দেবি। না—সে সত্য কথাই বলেছে—স্বাধীন দেশের ছেলে আমরা, আগে চাই আমাদের দেশের স্বাধীনতা। মোগলের শাসন-শৃঙ্খল থেকে, হিন্দুজাতিকে মুক্ত করতে যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রাণ দেব, তবু পরাধীনতার হীনতা সহ্যকরে আমরা বেঁচে থাকতে চাহিনা।

[প্রস্থান।

দ্রুত শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। মোগলের প্রবল প্রতাপে নবীন মহারাষ্ট্র এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। মা বিশ্বজননী ভবানি! তুই যে আমায় অভয় দিয়েছিলি মা, আমারই শক্তিতে, নির্য্যাতীত ভারতে, এক শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠবে। মা এই কি তোর অভয়বাণী? বিধর্ম্মিরা বলে তুই পাষাণী! কিন্তু আমি তো জানি তুই শক্তিময়ী বিশ্বজননী, পার্ব্বতী ঈশাণী। তবে এই অধম সন্তানের সঙ্গে কেন তোর এই ছলনা? কেন আমায় অস্ত্র দিয়েছিলি? কেন আমার মনে স্বাধীন সাম্রাজ্য গঠনের আশা জাগিয়ে দিলি? কেন আমায় দিল্লীশ্বরের শত্রু করে গড়ে তুল্‌লি? বল্‌ মা বল্‌ এখন আমি কি করি? একি এখনো তুই নীরব! তবে মোগল আক্রমণে মহারাষ্ট্র ধ্বংস হবার আগেই আমি তোর পায়ে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন দেব। [আত্মহত্যা করিতে উদ্যত]

ভবানীর আবির্ভাব।

গীত

[শিবাজীর অস্ত্র ধরিয়া]

ভবানী।—

তুমি ভুল করোনা।
অভয়া দিয়েছে অভয় যারে
পরাজয় কভু তার হয়না॥

জীবনে যদি গো জয় চাও
বিশ্বাস বুকে লয়ে চলে যাও,
প্রলয় ঝঞ্চা যবে ঘেরিবে তোমায়
রাখিবে সদা তুমি স্মরণে আমায়,
সাধনা তোমার করুণা আমার
ব্যর্থ হবেনা—ব্যর্থ হবেনা ॥　　　　[অন্তর্দ্ধান]

শিবাজী। শরণাগত দীনার্ত্ত পবিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি মাতর্ভবানি নমোঽস্তুতে ॥

দ্রুত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। মহারাজ—

শিবাজী। কি সংবাদ তানাজী ?

তানাজী। অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ আমাদের সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

শিবাজী। সেকি !

তানাজী। দশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে আফগান সেনাপতি দিলীরখাঁ আমাদের পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করেছেন।

শিবাজী। পুরন্দর দুর্গ রক্ষক মুরাররাজীর সংবাদ ?

তানাজী। মুরাররাজী আর চন্দ্ররাও প্রাণপণে পুরন্দর রক্ষার চেষ্টা করছে—

শিবাজী। সিংহগড়ের সংবাদ ?

তানাজী। মোগল সেনাপতি দাযুদ খাঁ সিংহগড় অধিকার করেছে।

শিবাজী। মায়ি জিজাবাঈ—

তানাজী। রায়গড থেকে নেতাজী পলকর সংবাদ দিচ্ছে—কুমার শম্ভাজীকে সঙ্গে নিয়ে মায়ি রাতের অন্ধকারে সিংহগড় দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেছেন !

শিবাজী। কোথায় গেছেন মায়ি ?

তানাজী। সে সংবাদ এখনো পায়নি।

শিবাজী। তানাজী, মোগল সৈন্য যদি আমার মাকে বন্দী করে ?

তানাজী। সে হতে পারেনা মহারাজ—

শিবাজী। পারে বন্ধু। স্মরণ কর বিজাপুর সুলতান আদিলশাহের কথা। পুত্রকে শাস্তি দেবার জন্য অকৃতজ্ঞ আদিলশাহ আমার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেছিল।

তানাজী। মহারাজ নিজের কৌশলে পিতাকে মুক্ত করেছিলেন।

শিবাজী। করেছিলাম—কারণ তখন মোগলের সঙ্গে আমার শত্রুতা ঘটেনি! আজ মোগল আমার পরম শত্রু। এই সময় তারা যদি একবার আমার মাকে হাতে পায় আমার বাহু ভেঙ্গে দেবে।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। শিবাজীর মাকে বন্দী করবার মত শক্তি মোগলের নাই।

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। শিবা! রাজগড়, সিংহগড়, বিশালগড়, পুনা, রোহিয়া সমস্ত দুর্গ ই মোগল কেড়ে নিলে ?

শিবাজী। উপায় নেই মা! মোগলের সুশিক্ষিত সেনাদল আর অসংখ্য কামান বন্দুকের কাছে আমাদের সমর-সম্ভার অতি তুচ্ছ। তাই এবার আমাদের এই পরাজয় বরণ করে নিতে হবে।

জিজাবাঈ। মোগলের প্রতাপে শঙ্কিত হবার জন্যই কি আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছিলাম ?

শিবাজী অবুঝ হয়োনা মা! সম্মুখ যুদ্ধে যদি আমি মোগলকে বাধা দিতে যাই—তবে এই শিশু মহারাষ্ট্র একদিনেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জিজাবাঈ। সেই ভয়েতেই তুমি নীরবে বসে আছ ?

শিবাজী। না মা, আমি মোগল আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করছি। যদি জয়সিংহ একবার সম্মত হন—

জিজাবাই। তুমি তার পায়ে ধরে সন্ধি প্রার্থনা করবে ?

শিবাজী। সন্ধি ছাড়া বর্ত্তমানে আমাদের অন্য উপায় নেই মা !

শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। ধনতন্ত্রবাদী মোগলের সঙ্গে দীন-দরিদ্র মারহাঠীর সন্ধি হতে পারেনা পিতা !

শিবাজী। শম্ভা—

শম্ভাজী। সিংহগড় দুর্গে যা দেখেছি তাতে বুঝেছি, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মারহাঠী সৈন্যগণ প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

শিবাজী। স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিয়ে জাতিয় গৌরব অর্জ্জন করা যায়—কিন্তু জাতি গঠন করা হয়না।

শম্ভাজী। পিতা !

শিবাজী। রাজস্থানের দিকে চেয়ে দেখ পুত্র, বীরত্বের অহঙ্কারে শক্তি সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একটা শক্তিশালী জাতি আজ মোগলের দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। তাই আমি বলি, মহারাষ্ট্রকে ধ্বংস হতে না দিয়ে এবার আমাদের মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই প্রয়োজন।

তানাজী। মোগল যে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়না !

শিবাজী। সন্ধি করবে তানাজী এক সর্ত্তে—

জিজাবাঈ। কি সে সর্ত্ত ?

দ্রুত চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। মহারাজ !

শিবাজী। চন্দ্ররাও ! পুরন্দরের সংবাদ—?

চন্দ্ররাও। মহারাজ, পুরন্দর দুর্গ দিলীর খাঁর অধিকারে।

শিবাজী। মুরারবাজী—

চন্দ্ররাও। পুরন্দর রক্ষার জন্য বীরবর মুরারবাজী প্রাণপণে যুদ্ধ করে সেইখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সকলে। মুরারবাজী নাই !!

শিবাজী। মহারাষ্ট্রের বীর সৈনিক মুরারবাজী আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেল মা !

জিজাবাঈ। মুরারবাজীর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রের যে ক্ষতি হল তা কোনদিন পূরণ হবেনা।

শিবাজী। মা ! এইবার তুমি অনুমতি দাও, মোগলের সঙ্গে আমি সন্ধি করি।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। অনুমতি দাও মা—আমি যাই ?

জিজাবাঈ। না,—হ্যাঁ যাও—

শিবাজী। মা—

জিজাবাঈ। না—না আমি শুধু তোমার একার মা নই, এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি নির্য্যাতীত বিজাতি-বিজিত দীন-দরিদ্র হিন্দুর মা আমি। সেই কোটি কোটি সন্তানের মুক্তির জন্য একটা সন্তানকে আমি হাসিমুখে বলি দিতে পারি।

[প্রস্থান।

শিবাজী। চল তানাজী, আমি নিজে জয়সিংহের শিবিরে যাব।

শম্ভাজী। না পিতা, জয়সিংহের শিবিরে আপনার যাওয়া হবেনা।

শিবাজী। শম্ভা ! শিবাজীর পুত্র তুমি ! বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যখনই জীবনে কর্ত্তব্যের আহ্বান আসবে—তখনই তাকে সাদর সম্ভাষণ

জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেনা। যাও—আমার এই আদেশ আজীবন মনে রাখবে।

শম্ভাজী। আপনার আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে পালন করব পিতা।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। মুরারবাজীর হত্যাকারী মোগলের সঙ্গে সন্ধি হতে পারেনা।

শিবাজী। সন্ধি ছাড়া বর্ত্তমানে আমাদের অন্য উপায় নেই।

চন্দ্ররাও। মহারাষ্ট্র আপনাব একার নয় মহারাজ!

শিবাজী। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। আমাদের সমবেত শক্তিতেই আপনি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছেন!

শিবাজী। আমি তো রাজা হতে চাইনা ভাই! রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে গুরু রামদাসের আদেশে গৈরিক বসন পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে মহারাষ্ট্রের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ঘুরেছি। তোমরা যদি আমায় না চাও, কেড়ে নাও তোমাদের রাজদণ্ড, খুলে নাও বাজবেশ! আবার আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে মহানন্দে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করি।

তানাজী। মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা হিন্দুর মহান নেতা শিবাজীকে বাদ দিয়ে মহারাষ্ট্র বাঁচতে চায়না!

শিবাজী। মহারাষ্ট্র যখন আমায় চায়না—তখন এ রাজ্যে আর এক মুহূর্ত্ত আমি থাকতে চাইনা।

তানাজী। মহারাজ! তুমি জ্ঞানী! অজ্ঞানের এই অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর।

শিবাজী। তাহলে তোমরা আমায় অনুমতি দাও—আমি মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করি?

চন্দ্ররাও। মহারাজ! মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই আপনার স্থির সিদ্ধান্ত?

শিবাজী। হ্যাঁ চন্দ্ররাও, কারণ মহারাষ্ট্র রাজপুতনার মত শ্মশান হতে চায়না। হিন্দুর দেশ এই বিশাল ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গঠন করে পৃথিবীর বুকে আদর্শ জাতি হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। শত্রুর হুঙ্কারে—বীরত্বের অহঙ্কারে মরণকে বরণ করে জাতির কোন মঙ্গল হবেনা ভাই! যদি কোন ছলে এবার মোগলের সঙ্গে সন্ধি কবতে পারি—তারপর রাজপুতনার গৌরবহারি হিন্দু নিয্যাতনকারী মোগল শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল্লীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেবো—

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

গীত

জনার্দ্দন।—

বাজে গরজি বিষাণ বাজে।
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন মাঝে॥
অরাতি দলিতে দূর্ণিবার
ধরায় আসিল শিব-অবতার
প্রলয়ের কালে জাগে মহাকাল
ভীম ভয়ঙ্কর ভৈরব সাজে॥

[সকলে জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন]

শিবাজী। প্রভু অনুমতি করুন আমি যাই?

জনার্দ্দন। মা ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি তুমি কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসো।

শিবাজী। চন্দ্ররাও, তুমি প্রতাপগড় রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে। দেখো ভাই তোমরা বর্ত্তমানে মোগল যেন আমার ভবানী মন্দির চূর্ণ করতে না পারে। এসো তানাজী—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পুরন্দর মোগল শিবির।

মোয়াজীম ও আনোয়ারীর প্রবেশ।

মোয়াজীম। না, এদেশে আর ভাল লাগেনা—

আনোয়ারী। তাহলে কি করবো বলুন?

মোয়াজীম। একটা বড় রকমের যুদ্ধ না হলে মনটা বেশ শান্ত হবেনা।

আনোয়ারী। এই কথা? আচ্ছা, আমি এখুনি তার ব্যবস্থা করছি।

মোয়াজীম। তুমি কি ব্যবস্থা করবে?

আনোয়ারী। আজ্ঞে আমিই তো সব ব্যবস্থা করি।

মোয়াজীম। আচ্ছা, তুমি এখানে কোথা থেকে আমদানী হলে?

আনোয়ারী। আজ্ঞে, আমি আগে পুনায় থাকতাম। মহাবীর সায়েস্তাখাঁ যখন পুনায় এলেন, আমি তাঁর কাছে একটা চাকরীর জন্য আর্জি করেছিলাম। তিনি দয়া করে আমায় এই চাকরী দিয়ে গেছেন।

মোয়াজীম। কিসের চাকরী?

আনোয়ারী। আজ্ঞে, দিল্লী থেকে যেসব আমীর-ওমরাহ, সাহাজাদা, রাজা, মহারাজা দাক্ষিণাত্যে আসবেন আমায় হরদম্ তাঁদের তদারক করতে হবে।

মোয়াজীম। কি রকম তদারক করবে চাঁদবদন?

আনোয়ারী। আজ্ঞে, আপনাদের অজানা দেশ অচেনা পথ-ঘাট। তাই আপনাদের যখন যা প্রয়োজন হবে আমায় এনে দিতে হবে।

মোয়াজীম। ঠিক্ আছে তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে—

আনোয়ারী। জনাবের জন্য এ গোলাম সর্ব্বদাই হুজুরে হাজির আছে।

মোয়াজীম। আচ্ছা তুমি খানিকটা সিরাজির ব্যবস্থা কর, দেখি তুমি কেমন কাজের লোক।

আনোয়ারী। জনাবের হুকুম তামিল করতে আমি প্রস্তুত।

মোয়াজীম। হ্যাঁ যাও, এখন খানিকটা সিরাজি নিয়ে এস।

আনোয়ারী। যো হুকুম জনাব। [প্রস্থান।

মোয়াজীম। সিরাজি আসবে, কিন্তু শূন্য মনে নূতন প্রেরণা দিতে সুরাইয়া এখানে কোথায় পাব ?

সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। সুরাইয়া হুজুরে হাজির আছে জনাব।

মোয়াজীম। একি ! তুমি এখানে কি ক'রে এলে ?

সুরাইয়া। সেনাপতি দিলীর খাঁর বেগমের বাঁদী হয়ে, দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে চলে এলাম।

মোয়াজীম। আমার উপর দেখ্ছি তোমার বেজায় টান। তা এতদিন থাকা হয়েছিল কোথায় ?

সুরাইয়া। দিলীর খাঁর বেগম মহলে। বাবাঃ মহলের পরদা আমার কাছে যেন গারদখানার কপাট মনে হয়েছিল।

মোয়াজীম। হঠাৎ মহল ছেড়ে আজ এখানে এসে হাজির হলে কি মনে করে ?

সুরাইয়া। আপনার জন্য—

মোয়াজীম। আমার জন্য ?

সুরাইয়া। হ্যাঁ, আপনাকে ছেড়ে আমি বেহেস্তে যেতেও রাজী নই—

মোয়াজীম। তুমি শুনেছ বোধ হয় আমি এখানে যুদ্ধ করতে এসেছি ?

সুরাইয়া। সেই শুনেই তো আমি দিল্লী থেকে ছুটতে ছুটতে দাক্ষিণাত্যে এলাম।

মোয়াজীম। এখানে তুমি কি করতে এলে ?

সুরাইয়া। প্রেমালাপ করতে।

মোয়াজীম। এখানে ভাল প্রেম জমবেনা।

সুরাইয়া। নির্জ্জন জঙ্গলে—উঁচু পাহাড়ে—প্রেমালাপ খুব ভাল জমে।

মোয়াজীম। তুমি তো আচ্ছা বেয়াদপ, আমি তোমায় বারণ করে এলাম, তবু তুমি এখানে এলে।

সুরাইয়া। আসবনা মানে ? কত খোস্‌নসীবের জোরে বাদশাজাদার বাঁদী হয়েছি, সহজে কি তার সঙ্গ ছাড়তে পারি।

মোয়াজীম। যাও তোমায় নিয়ে আর পারিনা।

সুরাইয়া। আচ্ছা, এই বান্দা সিরাজি—

মোয়াজীম। সিরাজি ?

সুরাইয়া। হ্যাঁ এই যে একটু আগে বান্দাকে সিরাজি আনতে বললেন—

সিরাজি লইয়া আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। জনাব, সিরাজি হাজির—

সুরাইয়া। দাও—আমায় দাও—

[আনোয়ারীর নিকট হইতে সুরার পাত্র লইয়া, মোয়াজীমকে সুরা দিলেন।

আনোয়ারী। শুধু সিরাজি নয় বিবিজান, সেই সঙ্গে এই বান্দা একটা জরুরী খবর বহন করে এনেছে।

মোয়াজীম। কি খবর ? [সুরাপান করিতে লাগিলেন]

আনোয়ারী। মহারাজ জয়সিংহ আপনার সঙ্গে দর্শনপ্রার্থী।

মোয়াজীম। কোথায় তিনি?

[সহসা সুরা পাত্র রাখিয়া দিলেন]

আনোয়ারী। বাহিরে অপেক্ষা করছেন—

মোয়াজীম। আচ্ছা,—তুমি তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি এখুনি যাচ্ছি।

আনোয়ারী। জো হুকুম খোদাবন্দ।

[প্রস্থান।

মোযাজীম। সিরাজি আর সুরাইয়া তোমরা এইখানেই থাক্। আমি এখুনি আসছি।

সুরাইয়া। মনে থাকে যেন অনেক দিনেব বিরহেব পব আজ প্রথম মিলন।

মোয়াজীম। নিশ্চযই মনে থাকবে—তোমায় কি আমি ভুলতে পারি।

সুরাইয়া। এক পিয়ালা—

মোয়াজীম। না,—থাক্, দ্বারে মহারাজ জয়সিংহ।

[প্রস্থান।

সুরাইয়া। আমার আশা পূর্ণ হবেনা? এত চেষ্টা এত পরিশ্রমে কী আমি মোগল রাজবংশ—না—না—কোথায় দাঁড়িয়ে আমি কী বলছি!

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। সাহাজাদা!—একি তুমি এখানে?

সুরাইয়া। আপনার মহলে বেশ সুবিধা হ'লনা, তাই এখানে চলে এলাম।

দিলীর। আমার কী ত্রুটী হ'ল?

সুরাইয়া। আপনি তো হরদম আপনার বেগমদের তদ্বির করতেই ব্যস্ত। আমার দিকে কখন নজর দেবেন বলুন ?

দিলীর। আমার চোখে ধূলো দিয়ে তুমি সাহজাদাকে নিয়ে মজা লুটবে ভেবেছ ?

সুরাইয়া। ইচ্ছাটা তা ঠিক ছিলনা, আপনাকে যদি পেতাম—তাহলে আর সাহাজাদার মহলে আসতাম না।

দিলীর। আমায় পাবে, চল আমার মহলে—

সুরাইয়া। যেতে পারি এক সর্ত্তে—

দিলীর। কী সর্ত্ত ?

সুরাইয়া। আমাকে বেগম করে নূরজাহানের মত সিংহাসনে বসাতে হবে।

দিলীর। না,—সে আমি পারবনা।

সুরাইয়া। তাহলে আর আপনার মহলে যাওয়া হলোনা।

দিলীর। ও,—তুমি সিংহাসনের লোভেই কাশ্মীর থেকে সাহাজাদার সঙ্গ নিয়েছ ?

সুরাইয়া। হ্যাঁ,—সেই আশাতেই তো সাহাজাদার সঙ্গে বাসা বেঁধেছি।

দিলীর। আমার মহলে গিয়েছিলে কিজন্য ?

সুরাইয়া। সাহাজাদা আমায় নিয়ে এলেন না—তাই দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে আসবার জন্য আমি আপনার বেগম মহলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

দিলীর। তুমি খুব চতুর ! কিন্তু সুন্দরি, চাতুরী করে তুমি বাদশার বেগম হতে পারবেনা।

সুরাইয়া। কেন, সাহাজাদা মোয়াজ্জীমই তো এখন সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

দিলীর। আমার চক্রান্তে তোমার সব আশা সমূলে বিনাশ হবে।

সুরাইয়া। সেকি ?

দিলীর। এই রক্ষীশূন্য কক্ষে যদি আমি তোমায় হত্যা করি ?

সুরাইয়া। দিলীর খাঁ—আপনি এত হৃদয়হীন—

দিলীর। কাশ্মীরের রূপসী নারী! আমায় উপেক্ষা করে আমি তোমায় সম্রাজ্ঞী হ'তে দেবনা।

সুরাইয়া। দিলীর খাঁ—

দিলীর। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞীর জীবন-প্রদীপ এইখানেই চিরতরে নিভে যাক্।

[সুরাইয়াকে হত্যা করিতে উদ্যত]

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। বিবিজান্—বিবিজান, সাহাজাদার সঙ্গে মহারাজ জয়সিংহ এখানে আসছেন। একি !

[সহসা উভয়ের মাঝে বসিয়া পড়িলেন]

দিলীর। সেকি ?

আনোয়ারী। আরে বাবাঃ! এ'ত বড় তাজ্জব ব্যাপার, একেবারে ঘরের মধ্যে খুন-খারাপির ব্যবস্থা।—

সুরাইয়া। সাহাজাদা কোথায় ?

আনোয়ারী। দাঁড়ান্,—আগে জান্ ঠাণ্ডা করি—তারপর বলছি—

সুরাইয়া। আগে বল—সাহাজাদা কোথায় ?

আনোয়ারী। মহারাজের সঙ্গে তিনি এইদিকে আসছেন, আপনাকে ভেতরে যেতে বললেন।

সুরাইয়া। ঠিক্ আছে,—দিলীরখাঁ আপনার এই ঔদ্ধত্য আমার মনে থাকবে। [প্রস্থান।

দিলীর। হা—হা—হা—একটা তুচ্ছ বাঁদীর রক্ত চক্ষুতে আফ্‌গান সেনাপতি দিলীরখাঁ ভয় পায়না।

[প্রস্থান।

আনোয়ারী। যাক্! খুব একটা প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছি। মন তুই নফর হয়ে নক্‌রী নিয়েছিস্, দেখিস্ শেষ পর্য্যন্ত যেন নিজেকে ভুলে যাস্‌নি!—যতদূর সংবাদ পেয়েছি তাতে মনে হয়—আজই যা হয় একটা হয়ে যাবে, দেখি কতদূর কি হয়? [প্রস্থান।

মোয়াজীম ও জয়সিংহের প্রবেশ।

মোয়াজীম। শিবাজীর বিষয় আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন, তাতেই আমার সমর্থন পাবেন।

জয়সিংহ। শিবাজীর বহু দুর্গ আমরা জয় করেছি। মোগলের প্রচণ্ড আক্রমণে ভীত হয়ে বার বার সে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে আমরা যদি তার সঙ্গে সন্ধি করে বিজাপুর আক্রমণ করি তাতে মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল হবে।

মোয়াজীম। শিবাজী যদি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে আপনি, তার সঙ্গে সন্ধি করতে পারেন।

জয়সিংহ। কিন্তু দিলীর খাঁ যদি এই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত না হন?

মোয়াজীম। মহারাজ, সম্রাটের ফারমান প্রাপ্ত দাক্ষিণাত্যের সুবেদার সুলতান মোয়াজীমের আদেশ—এই মুহূর্ত্তে আপনি আপনার ইচ্ছামত সর্ত্তে শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হোন্।

জয়সিংহ। যদি তাতে আমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়?

মোয়াজীম। ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর মহারাজ জয়সিংহের জন্য সাহাজাদা মোয়াজীম জীবন দেবে—তবু তার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় লাগতে দেবেনা। [প্রস্থান।

জয়সিংহ। ঔরংজেব! তুমি যাই হও তবু তুমি ভাগ্যবান। এমন পুত্ররত্ন লাভ করা সত্যই পিতার পক্ষে গৌরব।

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। মহারাজের জয় হোক্!

[অভিবাদন]

জয়সিংহ। কে তুমি?

তানাজী। মারহাঠা দূত।

জয়সিংহ। এখানে কি প্রয়োজন?

তানাজী। রাজা শিবাজীর পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আমি মহারাজের কাছে এসেছি।

জয়সিংহ। শিবাজী নিজে আসবেন না?

তানাজী। তিনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

জয়সিংহ। তিনি স্বয়ং আমার কাছে না এলে সন্ধি হবেনা।

তানাজী। এই কি মহারাজের সিদ্ধান্ত?

জয়সিংহ। হ্যাঁ, তোমার প্রভুকে বলো—আমি তাঁর জন্য সপ্তাহকাল এখানে অপেক্ষা কর্‌ছি! এখনো যদি তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন, ভবিষ্যতে তাঁর পক্ষে খুব ক্ষতি হবে।

তানাজী। মহারাজ, রাজা শিবাজীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন সেটা—জানতে পারি কি?

জয়সিংহ। জয়সিংহ রাজা, একটা সামান্য দূতের কাছে সে তার মনভাব প্রকাশ করেনা!

তানাজী। আমি দূত হলেও মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর প্রধান সহচর।

জয়সিংহ। যুবক—

তানাজী। মহারাজ! হিন্দু হয়ে আর কতদিন আপনি হিন্দুর সর্ব্বনাশ করবেন?

জয়সিংহ। যুবক!

তানাজী। আমি আপনার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, আপনার শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি সব মোগলের পায়ে ডালি না দিয়ে তার একটুখানি স্বজাতির মঙ্গলের জন্য দান করুন। দেখবেন আপনার ইঙ্গিতে মহোল্লাসে কোটি কোটি হিন্দু তরবারি গর্জ্জে উঠে, মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে, এই ভারতে সত্যিকারের সাম্যের নিশানধারী এক শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠ্‌বে।

জয়সিংহ। যুবক!… না তুমি যাও! শিবাজীর সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি আমার অভিমত প্রকাশ করবনা।

তানাজী। মহারাজের জয় হোক্! হ্যাঁ, মনে রাখবেন আপনি মোগল নন্। আপনি ভারত গৌরব মহাবীর রাজা জয়সিংহ।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। ভগবান! তুমি আমায় রক্ষা কর দয়াময়। বহুকাল পরে আমার দ্বারে আজ নির্য্যাতীত জাতির কাতর আহ্বান! অন্যদিকে দিল্লীশ্বরের আদেশ পালন। আমি রাজপুত; না—না—সে অসম্ভব—যে আমায় বিশ্বাস করেছে, আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবোনা। তাতে যদি প্রয়োজন হয় শিবাজীকে বন্দী করে—

সহসা শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। মহারাজ জয়সিংহের বন্দী হ'তে শিবাজী সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

জয়সিংহ। রাজা শিবাজী!!

শিবাজী। আপনি আমার পিতৃতুল্য, জীবনে যদি কোন অন্যায় করে থাকি, অপরাধী পুত্রকে শাস্তি দিন্! [পদতলে বসিলেন]

জয়সিংহ। শাস্তি নয় রাজা! তুমি হিন্দু-গৌরব। তোমার স্থান মোগল সেনাপতির পায়ের তলায় নয়, তোমার স্থান—ভারত বিজয়ী বীর জয়সিংহের বক্ষে! [শিবাজীকে আলিঙ্গন]

শিবাজী। মহারাজ! আপনি কেন দাক্ষিণাত্যে এসেছেন?

জয়সিংহ। দিল্লীশ্বরের আদেশে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন করতে এসেছি।

শিবাজী। মহারাজ, আপনি দিল্লী ফিরে যান্।

জয়সিংহ। না রাজা, দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যখন সন্ধি করেছি—তখন তাঁর আদেশ পালন করাই আমার ধর্ম্ম!

শিবাজী। কিন্তু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে এসে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

জয়সিংহ। সে তাঁর জীবনের কলঙ্ক। তিনি যদি ষড়যন্ত্র না করে প্রকাশ্যে ঔরংজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেন আমি তাঁকে পূজা করতাম।

শিবাজী। ঔরংজেবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলে—আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।

জয়সিংহ। যুদ্ধে মরণই ক্ষত্রিয়ের গৌরব।

শিবাজী। জানি মহারাজ, কিন্তু এই বিশ বছর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে স্বাধীনতার যে মহামন্ত্র আমি জপ করেছি, যুদ্ধে প্রাণ দিলে কি আমি সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবো।

জয়সিংহ। বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা রক্ষা না হয়, তবে চাতুরিতেও রক্ষা হবেনা।

শিবাজী। চাতুরি করে মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যদি অন্যায় করে থাকি, আপনার কাছে আমি তার শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

মহারাজ। মোগলের পরম শত্রু, আজ শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার অব্যর্থ বর্শায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে মোগল সাম্রাজ্যের কণ্টক দূর করে ভারতের বুক থেকে মারহাঠার নাম মুছে দিয়ে আপনি বিজয় গর্ব্বে দিল্লী ফিরে যান।

জয়সিংহ। ওরে মহারাষ্ট্রের শিশু রাজা, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাইনা! আমি চাই—মোগলের সঙ্গে মারহাঠার সন্ধি স্থাপন করে হিন্দুর লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আন্‌তে।

শিবাজী। মোগল মারহাঠায় সন্ধি! সে সন্ধির সর্ত্ত বোধ হয় মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন?

জয়সিংহ। না, মারহাঠা অধিকৃত মোগল দুর্গ ফিরিয়ে দিলেই—দিল্লীশ্বর তোমায় মহারাষ্ট্রের রাজা বলে স্বীকার করবেন।

শিবাজী। তারপর—

জয়সিংহ। বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয়ে মোগল সম্রাটকে তোমায় সাহায্য করতে হবে।

শিবাজী। তার বিনিময়ে সম্রাট আমায় কি দেবেন?

জয়সিংহ। সম্রাট তোমার বালক পুত্রকে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার পদে নিযুক্ত করবেন।

শিবাজী। আপনি নিজে আমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

জয়সিংহ। রাজপুত জীবন দেয় কিন্তু সত্যের অপলাপ করেনা। তুমি এই সর্ত্তে সন্ধি করতে প্রস্তুত?

শিবাজী। মহারাজের আদেশ পালন করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

জয়সিংহ। রাজা! একটা কথা স্মরণ রাখবে। লুণ্ঠনে-পীড়নে স্বাধীনতা আসেনা। তুমি একটা জাতির বাল্য-গুরু—তাই তোমায়

বলি, তোমার জাতিকে এমন শিক্ষা দিয়ে যাবে—যাতে ভবিষ্যতে সে জাতি সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, ভারতের আদর্শ হয়ে উঠে।

শিবাজী। মহারাজ! জীবনে পিতার উপদেশ পাইনি! আজ শত্রুরূপে আপনাকে সম্মুখে পেয়ে যে শিক্ষালাভ করলাম, আমার জাতিকে আমি সেই শিক্ষাই দেবো।…কিন্তু আর তাতে কোন লাভ হবেনা; আজ যে আমি আমার জাতির আশা-আকাক্ষার সমাধি করে দিয়ে গেলাম। মহারাজ সবই আমার স্বপ্ন হয়ে গেল! স্বপ্নঘোরেই বাল্যকালে ভবানীর কাছে অস্ত্র পেয়েছিলাম! স্বপ্নঘোরেই যৌবনে মাতৃজাতির ধর্ম্ম রক্ষা করতে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলাম। স্বপ্নঘোরেই ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ মহারাষ্ট্র গঠন করেছি। মহারাজ আমার মুখের একটি কথায় আজ আমার সবই স্বপ্ন হয়ে গেল।

জয়সিংহ। স্বপ্ন নয—স্বপ্ন নয়, চারিদিকে যত দেখি মনে হয় মোগল সাম্রাজ্য আর থাকবেনা। ঔরংজেবের হিন্দু নির্য্যাতনে হিন্দুস্থান আজ পরিত্রাহি রবে চীৎকার করছে। তাই আজ যুগ-সন্ধিক্ষণে বিধাতা তোমায় পাঠিয়েছেন, ঔরংজেবের নির্য্যাতন থেকে এই পতিত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করতে।

শিবাজী। আপনি জীবিত থাক্‌তে আমার জয় অসম্ভব।

জয়সিংহ। এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর আর বেশীদিন থাক্‌বেনা রাজা!

শিবাজী। না—না ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—আপনি দীর্ঘজীবি হোন্।

জয়সিংহ। না—না এ কলঙ্কিত জীবন নিয়ে আর আমি বাঁচতে চাইনা। আমার মৃত্যুই এখন মঙ্গল। মাঝে মাঝে মনে হয়, মোগলের গোলামী করে হিন্দুজাতির কি সর্ব্বনাশই আমি করেছি! শিবাজী তুমি হিন্দু-গৌরব—তোমার দ্বারাই পৃথিবীর আদি সনাতন

হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা পাবে। যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতের প্রতিটী হিন্দুর গৃহে তোমার মূর্ত্তি পূজা হবে। হিন্দুস্থানের হিন্দুজাতি সমস্বরে গাইবে—"জয়তু শিবাজী।"

শিবাজী। পিতা! আজ আমি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে আপনার কাছে শিক্ষা নিয়ে গেলাম! যদি দিন পাই প্রকৃত পুত্রের মত আপনার চরণ তলে বসে ওই যুগল চরণ বন্দনা করে রাজনীতি শিক্ষা নেবো।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। ঈশ্বর! তোমার কাছে আমার শুধু এই প্রার্থনা দয়াময়! হিন্দু-গৌরব শিবাজীকে তুমি দীর্ঘজীবি কর। দেশ, জাতির কল্যাণে সে যেন তার গৌরবময় জীবন উৎসর্গ করতে পারে। তারই বিজয়ে হিন্দুর গৌরব গানে যেন হিন্দুস্থানের আকাশ বাতাস ভরে যায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্ররাওয়ের বাটী।

চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও। না, সে হবেনা। আমরা জীবন দিয়ে, দুর্গের পর দুর্গ জয় করবো, আর মোগল সম্রাট দিল্লীতে বসে সেই জয়ের গৌরব অনুভব করবেন। মহারাজ শিবাজী!—বিজাপুরের দুর্ভেদ্য রুদ্রমণ্ডল দুর্গ জয় করে তুমি মোগল সম্রাটের কাছে ধন্যবাদ নিতে চাও? তোমার সে আশা আমি সমূলে নিরাশ করেছি!

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। কার আশা নিরাশ করে দিলে?

চন্দ্ররাও। কারও নয়······আমার নিজের!

লক্ষ্মীবাঈ। নিজের! কি করেছ তুমি?

চন্দ্ররাও। যাই করি, তোমার সব কথা জানবার প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মীবাঈ। আমি তোমার সহধর্ম্মিনী, আমায় গোপন করতে যেওনা—পারবেনা। বল কি হয়েছে তোমার?—

চন্দ্ররাও। মহারাজ শিবাজী আমায় অপমান করেছেন।

লক্ষ্মীবাঈ। তিনি রাজা, যদি কিছু বলেই থাকেন তাতে তোমার অভিমান করা উচিত নয়।

চন্দ্ররাও। না, আমি অপমান সহ্য করতে পারবোনা। প্রথম অপমান করেছিল তোমার পিতা, তার অর্দ্ধেক প্রতিশোধ নিয়েছি তোমায় বিবাহ করে। আর অর্দ্ধেক বাকি আছে।

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি যত পার আমায় আঘাত কর; আমার ভাই বালক, তাকে তুমি ক্ষমা কর।

চন্দ্ররাও। চন্দ্ররাও ক্ষমা করতে জানেনা।

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী!

চন্দ্ররাও। লক্ষ্মী—তুমি আমার স্ত্রী, তোমায় হয়তো ক্ষমা ক'রে ভালবাসতে পারি। কিন্তু রঘুনাথকে ক্ষমা করতে পারিনা। সে আমায় তোরণা দুর্গে যে অপমান করেছে—

লক্ষ্মীবাঈ। ক্ষমা কর. আমি তোমার পায়ে ধরে তার-জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি! [চন্দ্ররাওযের পদ ধারণ]

চন্দ্ররাও। পা ছেড়ে দাও!

লক্ষ্মীবাঈ। আগে বল তুমি রঘুনাথকে ক্ষমা করবে?

চন্দ্ররাও। ক্ষমা করতে পারি এক সর্ত্তে—

লক্ষ্মীবাঈ। কি সর্ত্তে? [পা ছাড়িয়া দিলেন]

চন্দ্ররাও। আজ যদি সে যুদ্ধে না যায়।

লক্ষ্মীবাঈ। রঘুনাথ যুদ্ধে না গেলে কি হবে?

চন্দ্ররাও। রুদ্রমণ্ডলে মহারাজ শিবাজীর পরাজয় হবে।

লক্ষ্মীবাঈ। রঘুনাথ যুদ্ধে না গেলে মহারাজ শিবাজীর যুদ্ধে জয় হবেনা!

চন্দ্ররাও। না, রঘুনাথ ছাড়া মহারাজ শিবাজীর সৈন্যদলে এমন সাহসি যোদ্ধা নাই যে চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত সতর্ক পাঠান সৈন্যের কবল থেকে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ অধিকার করতে পারে।

লক্ষ্মীবাঈ। পাঠান সৈন্য দুর্গ আক্রমণের সংবাদ পেলে কি করে?

চন্দ্ররাও। আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমিই দুর্গ রক্ষক রহমৎখাঁকে সংবাদ দিয়েছি।

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি মহারাজ শিবাজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত!

চন্দ্ররাও। চুপ্! একথা প্রকাশ হলে রঘুনাথের প্রাণ যাবে।

লক্ষ্মীবাঈ। না—না, একথা আমি কাউকে বলবোনা। তুমি আমায় বিশ্বাস কর; আমি যেমন করে পারি আজ রাত্রে তাকে আট্‌কে রাখ্‌বো!

চন্দ্ররাও। পারবে তুমি আজ রাত্রে রঘুনাথকে আট্‌কে রাখ্‌তে?

লক্ষ্মীবাঈ। আমার দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে আমি তাকে বাধা দেব! সেযে আমার সহোদর ভাই! প্রয়োজন হলে তারজন্য আমি নিজে প্রাণ দেব, তবু জেনে-শুনে আমি তাকে ঘাতকের খড়্গতলে ফেলে দিতে পারিনা।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। কিন্তু আমি জানি শত চেষ্টাতেও আজ রাত্রে রঘুনাথকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারবেনা। মহারাজ শিবাজীর ডাকে সে যুদ্ধে যাবে, আর আমার চক্রান্তে হয় শিবাজীর পরাজয় হবে, নয় রঘুনাথের প্রাণদণ্ড হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন।

সরযূ।

সরযূ। মনের মধ্যে কেন যে এমন হয় তা কিছুই বুঝতে পারিনা। যাই সে দূরে চলে যায়, অমনি মন তাকে কাছে পেতে চায়। যাই সে কাছে আসে কত কথা বলতে চায়, অম্‌নি আমার চোখে-মুখে লজ্জা'র পাহাড় জমে যায়।

গীত

সখিরে।

মনের বেদন কাহারে কহিব
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পীরিতি ঝুরি দিবারাতি
সদাই চমকে চি'ত॥
কুল তেযাগিনু ভরম ছাড়িনু
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যেজন যা বল আমারে বল
ছাড়িতে নারিব কালা॥

দ্রুত রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। পণ্ডিত মশাই! পণ্ডিত মশাই!—ও সরযূ—

সরযূ। নয়তো কি বনের পাখী?

রঘুনাথ। তাড়াতাড়িতে দেখ্‌তে পাইনি তাই! পণ্ডিতমশাই কোথায়?

সরযূ। বল্‌বোনা যাও—

রঘুনাথ। শীঘ্র বল বড জরুরী দরকার—

সরযূ। ওইখানে চুপ্‌টী করে দাঁড়াও, আগে ভেবে দেখি।

রঘুনাথ। এখানে আছেন কিনা—এর-জন্য আবার ভেবে দেখ্‌তে হবে ?

সরযূ। সময়ে অনেক কিছু ভাবতে হয়! এই ধর তুমি কিজন্য এসেছ না বললে তোমায় পিতার সংবাদ নাও দিতে পারি।

রঘুনাথ। এসেছি তাঁকে একটা প্রণাম করতে—

সরযূ। হঠাৎ প্রণাম—না—না এ বড় সোজা কথা নয়—

রঘুনাথ। আরে সোজা কথা। যুদ্ধে যেতে হবে তাই তাঁকে একটা প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছি!

সরযূ। যুদ্ধ—প্রণাম—বিদায়—না এসবই গোলমালে ব্যাপার—

রঘুনাথ। বলনা পণ্ডিতমশাই কোথায় ?

সরযূ। খুব তাড়াতাড়ি দরকার ?—

রঘুনাথ। হ্যাঁ, মহারাজ যুদ্ধে যাচ্ছেন আমায় এখনি তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। বল পণ্ডিতমশাই কোথায় ?

সরযূ। অত তাডাতাড়ি করলে আমি বলতে পারবোনা!

রঘুনাথ। ধ্যেৎ—

[সহসা সরযূর মাথার ফুল তুলিয়া লইল]

সরযূ। তুমি আমার ফুল তুলে নিলে কেন ?

রঘুনাথ। আমার কথার উত্তর দিচ্ছনা কেন ?

সরযূ। দিচ্ছি, আগে আমার ফুল দাও—

রঘুনাথ। দিচ্ছি, আগে আমার কথার উত্তর দাও।

সরযূ। ফুল না দিলে আমি বলবোনা।

রঘুনাথ। না বললেও আমি ফুল দেবোনা।

সরযূ। আচ্ছা আমি বলি আর সেই সঙ্গে তুমি আমার হাতে ফুল দাও।

রঘুনাথ। বেশ বল—

সরযূ। পিতা—

রঘুনাথ। বল—

সরযূ। এইমাত্র—

রঘুনাথ। কোথায়—

সরযূ। বল্‌বোনা—

[রঘুনাথের হাত হইতে ফুলটী ছিনাইয়া লইল]

রঘুনাথ। তবেরে— [সরযূকে জড়াইয়া ধরিল]

সরযূ। এই ছেড়ে দাও বল্‌ছি।

রঘুনাথ। এইবার কেমন?

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। সরযূ—

সরযূ। এই পিতা!

[উভয়ে উভয়দিকে সরিয়া গেল এবং নিজ নিজ কাপড়-চোপড় ঠিক করিতে ছিল]

রঘুনাথ। তারপর ·····একদিন নিষাদ পুত্র একলব্য কৌরব পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য উপস্থিত হলেন।

সরযূ। একলব্য আবার কে!

রঘুনাথ। আরে এতক্ষণ তবে বল্‌লাম কী?

সরযূ। কই ওসব কথা কিছু—

জনার্দ্দন। ওসব ও বুঝতে পারবেনা। তারপর তুমি এখানে কী মনে করে?

রঘুনাথ। যুদ্ধে যাব কিনা তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

জনার্দ্দন। তুমি যুদ্ধে যাবে তা এখনো এখানে দাঁড়িয়ে কেন? শিবা যে অনেকক্ষণ চ'লে গেছে।

রঘুনাথ। আমি যে এতক্ষণ আপনাকে খুঁজে পাইনি—তাইতে আমার দেরী হ'য়ে গেল।

সরযূ। না পিতা উনি এতক্ষণ এখানে—

রঘুনাথ। চুপ্ [ইঙ্গিতে]। পণ্ডিতমশাই আমি এখন আসি।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

জনার্দ্দন। আহা রঘুনাথ ছেলেটা বড ভাল—

সরযূ। ভাল না ছাই. ও ভারি দুষ্টু, এই দেখনা আমার এমন সুন্দর ফুলটাকে যা-তা করে দিয়ে গেল। এমন হয়ে গেল একে এখন আর মাথায় দেব কী ক'রে?

দ্রুত লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। রঘুনাথ—রঘুনাথ। কই এখানে তো নেই।

জনার্দ্দন। কাকে চাও মা?

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাজ শিবাজীর দেহরক্ষী সৈনিক রঘুনাথকে।

সরযূ। তিনি যে এইমাত্র চলে গেলেন।

লক্ষ্মীবাঈ। কোথায়?

সরযূ। বিজাপুরের রুদ্রমণ্ডল দুর্গ জয় করতে।

লক্ষ্মীবাঈ। চলে গেছে? হা ভগবান! এত কষ্ট ক'রেও আমি তাকে রক্ষা করতে পারলাম না।

সরযূ। কি হয়েছে তাঁর?

লক্ষ্মীবাঈ। না, হয়নি কিছু—

জনার্দ্দন। রঘুনাথ তোমার কে হয় মা ?

লক্ষ্মীবাঈ। না—না সে আমার কেউ নয়। তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—

জনার্দ্দন। তবে তারজন্য তোমার এত চিন্তা কেন ?

লক্ষ্মীবাঈ। একটা চক্রান্ত থেকে তাকে রক্ষা করতে এসেছিলাম। সে যখন চ'লে গেছে তখন আর কোন উপায় নেই।—

সরযূ। রঘুনাথের বিরুদ্ধে কে চক্রান্ত সৃষ্টি করেছে ?

লক্ষ্মীবাঈ। সেকথা আমি বলতে পারবোনা।

জনার্দ্দন। শিবাজীর আরাধ্যা দেবী মা-ভবানীর মন্দির প্রাঙ্গনে দ াঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ।

লক্ষ্মীবাঈ। যত পাপ হয় হোক—তবু তার নাম আমি বলতে পারবোনা—

জনার্দ্দন। বালিকা—

লক্ষ্মীবাঈ। ব্রাহ্মণ, আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা, যদি পারেন রঘুনাথকে বিপদে রক্ষা করবেন। আর বলবেন·· ·· না—না কোন কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

সরযূ। সত্য বল তিনি তোমার কে ?

লক্ষ্মীবাঈ। আমাদের পরিচয় প্রকাশ হলে তার অমঙ্গল হবে। একটা কথা বলে যাই—যদি তাকে ভালবেসে থাক, কোনদিন কোন কারণে তাকে যেন ঘৃণা ক'রোনা।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দন। সরযূ—

সরযূ। পিতা—

জনার্দ্দন। ওই মেয়েটীর কথা কিছু বুঝতে পারলি ?

সরযূ। না পিতা, শুধু ভাবছি—একটা ভাবি অমঙ্গল বুঝি রঘুনাথকে গ্রাস করতে আসছে।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দন। মা-ভবানি! রঘুনাথের মঙ্গল কর মা! রাত্রি শেষ হয়ে আস্‌ছে। সত্যই কি রঘুনাথ কোন বিপদে পড়েছে? না—শিবাজীর রাজ্যে রঘুনাথের কোন বিপদ হ'তে পারেনা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও। কাজ শেষ! বিজাপুরের রুদ্রমণ্ডল দুর্গ মারহাঠার অধিকারে! দুর্গরক্ষক রহমৎখাঁ পরলোকে! রহমৎখাঁকে আমি যে পত্র লিখে সংবাদ দিয়েছিলাম সেকথা প্রকাশ হবার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। চন্দ্ররাও! মহারাজ জয়সিংহকে দুর্গ জয়ের সংবাদ দিয়েছ?

চন্দ্ররাও। দিয়েছি মহারাজ!

শিবাজী। তিনি কি বললেন?

চন্দ্ররাও। তিনি এখুনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

শিবাজী। মহারাজ জয়সিংহ আমার শিবিরে আসবেন?

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ মহারাজ!

শিবাজী। চন্দ্ররাও, আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত। ভারত বিখ্যাত বীর মহারাজ জয়সিংহ আমার অতিথি হবেন—এ আমার গৌরব।

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। মহারাজ দ্বারে অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ।

শিবাজী। আসুন মহারাজ!

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। রাজা শিবাজী! তুমি দিল্লীশ্বরের পক্ষে যোগ দিয়ে তাঁর রাজ্য বিস্তারে সাহায্য ক'রে যে কষ্ট স্বীকার করেছো—সেজন্য দিল্লীশ্বরের পক্ষ থেকে আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাই।

শিবাজী। মহারাজের আশীর্ব্বাদে আমি জয়ী—

জয়সিংহ। একরাত্রে যে একটা দুর্গ জয় করতে পারে, আমি আশা করি তার সাহায্যে অবিলম্বে আমরা বিজাপুরকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারব।

শিবাজী। বাল্যকাল থেকে দুর্গ জয় শিক্ষা করেছি, তাই দুর্গ জয়ের উপায় আমি জানি। কিন্তু এতদিন আমি যেভাবে দুর্গ জয় করেছি—আজ সে নীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে।

জয়সিংহ। কেন?

শিবাজী। বিজাপুরের রুদ্রমণ্ডল দুর্গে সৈন্যদের নিদ্রিত পাব এই আশাতেই আমি মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করেছিলাম, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখ্‌লাম, দুর্গের সমস্ত সৈন্য সশস্ত্রে জাগ্রত।

জয়সিংহ। এখন যুদ্ধের সময় সেইজন্য বোধ হয় তারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে?

শিবাজী। এই দাক্ষিণাত্যে শত শত দুর্গ আমি জয় করেছি—কোথাও এমন প্রস্তুত দেখি নাই।

জয়সিংহ। শিক্ষালাভ করে ক্রমেই তারা সতর্ক হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম, যে সতর্কই থাক, রাজা শিবাজীর গতিরোধ করা অসাধ্য, শিবাজীর জয় অনিবার্য্য।

শিবাজী। মহারাজ—

জয়সিংহ। রাজা! এইবার তুমি দিল্লী যাবার আয়োজন কর।

শিবাজী। দিল্লী যাবার আয়োজন আমার প্রস্তুত। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি আমার কোন বিপদ হয়?

জয়সিংহ। সম্রাটের পত্র অনুসারে আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দিল্লীতে গিয়ে সম্রাটকে নজরাণা দিলেই তোমার আর কোন বিপদ হবেনা।

শিবাজী। সম্রাট আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন!

জয়সিংহ। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয়ে সম্রাটকে তুমি যে সাহায্য করেছ, তার প্রতিদানে সম্রাট তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন!

শিবাজী। আপনি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবেন—

জয়সিংহ। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমার দিল্লী যাবার আদেশ নাই।

শিবাজী। সম্রাটের সঙ্গে কে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?

জয়সিংহ। দিল্লীতে আমার প্রতিনিধিরূপে, আমার পুত্র কুমার রামসিংহ আছে! আমি তাকে পত্র লিখে দেব সেই তোমায় সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে!

শিবাজী। আমার সঙ্গে কে যাবেন?

জয়সিংহ। সাহজাদা মোয়াজীম আর সেনাপতি দিলীর খাঁ—

শিবাজী। সম্রাট যদি আমায় আয়ত্তে পেয়ে কোন অসদ্ ব্যবহার করেন?

জয়সিংহ। তারজন্য দায়ী রইলো'এই শুভ্র রাজপুত শির—

শিবাজী। মহারাজ !

জয়সিংহ। সম্রাট যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে তোমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করেন, তাহ'লে চল্লিশ হাজার মারহাঠীর সঙ্গে একলক্ষ রাজপুত তরবারি সূর্য্যোকিরণের মত ঝল্‌সে উঠে মোগল সাম্রাজ্যটাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে ! [প্রস্থান।

শিবাজী। চন্দ্ররাও তানাজী কোথায় ?

চন্দ্ররাও। তাঁকে তো এ শিবিরে দেখি নাই—

শিবাজী। রঘুনাথ—তানাজীকে সংবাদ দাও—

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। তানাজী উপস্থিত মহারাজ !

শিবাজী। এতক্ষণ কোথায় ছিলে বন্ধু ?

তানাজী। রুদ্রমণ্ডল দুর্গ থেকে যেসব কাগজপত্র পেয়েছি সেগুলো মন্ত্রীমশাইকে দেখাচ্ছিলাম !

শিবাজী। কাগজপত্র দেখিয়ে কিছু পেলে ?

তানাজী। পেয়েছি !

শিবাজী। কি ?

তানাজী। আমাদের কোন বিশ্বস্ত সেনা, কাল রাত্রে রহমৎখাঁকে দুর্গ আক্রমণের সংবাদ দিয়েছিল ! তাই পাঠান সৈন্যগণ সারারাত্রি জেগে দুর্গ পাহারা দিচ্ছিল ! যার ফলে আমাদের তিনশত মারহাঠী বন্ধুকে অকালে বলি দিতে হয়েছে।

শিবাজী। সেই শয়তানের নাম জান্‌তে পেরেছ ?

তানাজী। না, পত্রে কোন নাম সাক্ষর নাই ! শুধু লেখা আছে তোমার মারহাঠী বন্ধু !

শিবাজী। কাল রাত্রে কোন্ কোন্ সেনাপতির অধীনে সৈন্য ছিল ?

তানাজী। তুমি, আমি, নেতাজী, যশোজী, চন্দ্ররাও, রঘুনাথ! এই ছয়জন ছিলাম কালরাত্রের যুদ্ধের সেনাপতি !

শিবাজী। আমি দুর্গ আক্রমণ করবো একথা তোমরা কখন জেনেছিলে ?

চন্দ্ররাও। রাত্রি দেড় প্রহরের সময়—

শিবাজী। দেড় প্রহরের পর থেকে দুর্গ আক্রমণ পর্যন্ত তোমরা সকলে এক সঙ্গে ছিলে ?

চন্দ্ররাও। না মহারাজ, একজন দুর্গ আক্রমণ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলনা।

শিবাজী। কে সে ?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ।

শিবাজী। [সরোষে] চন্দ্ররাও! এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ। যে নির্ভীক তরুণ যোদ্ধার বীরত্বে দুর্ভেদ্য রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আমরা জয় করেছি, তাকেই তুমি অপরাধী সাব্যস্থ করতে চাও ?

চন্দ্ররাও। মহারাজ! আমার অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করুন ?

শিবাজী। রঘুনাথ—

রঘুনাথ। সত্য মহারাজ! কাল দুর্গতলে আসতে আমার একটু বিলম্ব হয়েছিল !

শিবাজী। কেন ?

রঘুনাথ। মহারাজ !

[ইতস্ততঃ ভাবিয়া নীরব হইল]

শিবাজী। নীরব কেন বল ?……তবে কি আমি বিশ্বাস করব যে, কাল রাত্রে তুমিই রহমৎখাঁকে দুর্গ আক্রমণের সংবাদ দিয়েছিলে ?

রঘুনাথ। না মহারাজ সে দোষে আমি নির্দোষ—

শিবাজী। কেন তুমি দুর্গতলে যথা সময়ে উপস্থিত্ হওনি ?

রঘুনাথ। মহারাজ !

শিবাজী। মিথ্যাবাদী কপট—

রঘুনাথ। মহারাজ ! কপটতা ছলনা আমার বংশের নীতি নয় !

শিবাজী। স্তব্ধ হও ! পরিত্রাণের চেষ্টা বৃথা। ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মুখ থেকে পরিত্রাণ পেতে পার, কিন্তু ন্যায় দণ্ডধর শিবাজীর রাজ্যে উৎকোচ গ্রহণকারীর মুক্তি নাই ! জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে যে নিজের স্বার্থসিদ্ধ করতে চায় তার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

রঘুনাথ। ক্ষত্রিয়ের ছেলে মরতে ভয় পায়না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে বলে যাব—আমি কোন অন্যায় করিনি।

শিবাজী। বিদ্রোহী শয়তান—　　[রঘুনাথকে হত্যায় উদ্যত]

তানাজী। [সহসা শিবাজীর তরবারি ধরিলেন] মহারাজ !

শিবাজী। ছেড়ে দাও তানাজী ! আমার রাজ্যে উৎকোচ গ্রহণ-কারীর মুক্তি নাই !

তানাজী। মহারাজ ! বন্ধু ! তুমি ন্যায় দণ্ডধারী সুবিচারক ! এই বালক সত্যই যদি কোন অপরাধ করে থাকে, তবে বিচার কর বিচারক ! এই অল্প বয়সে মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ও বহুবার জীবন বিপন্ন করেছে। কাল রাত্রে ওরই পরাক্রমে আমরা জয়ী !

শিবাজী। তানাজী—

তানাজী। তোমার বাল্য বন্ধু, তানাজীর প্রার্থনা এ বালককে তুমি ক্ষমা কর—!

শিবাজী। রঘুনাথ ! মহারাষ্ট্রের একনিষ্ঠ কর্ম্মী,—বন্ধু তানাজীর অনুরোধে আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। কিন্তু যে তরবারি আমি

তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, আজ থেকে সে তরবারি ধারণে তোমার কোন অধিকার নাই।

রঘুনাথ। মহারাজ!

শিবাজী। চন্দ্ররাও! কেড়ে নাও বিদ্রোহির হাত থেকে স্বাধীন মহারাষ্ট্রের শাণিত তরবারি।

চন্দ্রবাও। দাও বন্ধু, তরবারি ফিরিয়ে দাও—

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও! শয়তানের চক্রান্তে আজ আমি বিদ্রোহী প্রমাণ হয়েছি সত্য! কিন্তু প্রকৃত যদি আমি কোন অন্যায় না করে থাকি, যদি আমি হিন্দু গৌরব মহারাজ শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহারাষ্ট্রের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে থাকি, যদি ভগবান সত্য হয়— যদি রাজপুত রক্তে আমার জন্ম হয়ে থাকে, তবে নিজের শক্তিবলে আমার সততা প্রমাণ করে যাব! যার ফলে আবার একদিন মহারাজ শিবাজীকে এই তরবারি আমার হাতেই তুলে দিতে হবে!

[শিবাজীর পদতলে তরবারি রাখিয়া শিবাজীকে প্রণাম করিলেন]

তানাজী। রঘুনাথ—

রঘুনাথ। রঘুনাথের নাম আজ থেকে ভুলে যান সেনাপতি। যদি কোনদিন নিজের জীবন দিয়ে মহারাজের বিন্দুমাত্র উপকার করতে পারি, তবেই আবার মহারাজের কাছে ফিরে আসব। নতুবা এই শেষ বিদায়—।

[প্রস্থান।

শিবাজী। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। আদেশ করুন মহারাজ—

শিবাজী। যাও তুমি আমার দিল্লী যাবার আয়োজন কর।

চন্দ্ররাও। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

তানাজী। তাহ'লে দিল্লী যাওয়াই তোমার স্থির ?

শিবাজী। হ্যাঁ বন্ধু, মহারাজ জয়সিংহের অনুরোধে সম্রাটের এ নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা, তাই আমায় দিল্লী যেতেই হবে।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। না তোমার দিল্লী যাওয়া হবেনা।

শিবাজী। দিল্লী আমায় যেতেই হবে মা।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

তানাজী। মায়ির আদেশ লঙ্ঘন ক'রে তোমার যাওয়া হবেনা।

শিবাজী। তোমার ভুল হচ্ছে বন্ধু—

তানাজী। ভুল আমার নয়—ভুল তোমার। যে ব্যক্তি সিংহাসনের লোভে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করতে পারে, সহোদর ভাইদের হত্যা করতে পারে তার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের বন্ধুত্ব স্থাপন হতে পারেনা।

জিজাবাঈ। ঔরংজেব মূর্খ নয় শিব্বা! সে তোমার সাহায্যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করেছে, এইবার তোমায় দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে দিল্লীর কারাগারে বন্দী করে ভারতের বুক থেকে মহারাষ্ট্রের নাম মুছে দেবে!

শিবাজী। মা-ভবানীর চরণে যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে শত ঔরংজেবও আমায় বন্দী করে রাখতে পারেনা।

[জিজাবাঈয়ের পদধূলি লইলেন]

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। তুমি অনুমতি দাও মা! সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি দিল্লী যাই,—

তানাজী। সম্রাট যদি হাতে পেয়ে তোমায় বন্দী করেন ?

শিবাজী। তাহ'লে চল্লিশ হাজার মারহাঠার পাশে এসে দাঁড়াবে এক লক্ষ রাজপুত তরবারি। সম্রাটের সেই অন্যায়ের শাস্তি দিতে, মারাঠা মোগলের যুদ্ধে ভারতে রক্তনদী সৃষ্টি হবে! অনুমতি দাও মা, আমি যাই—

জিজাবাঈ। আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি যাও—

শিবাজী। যদি অনুমতি দিয়েছ তবে আমার অনুপস্থিতির কার্য্যভার তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

জিজাবাঈ। দেশ-জাতির মঙ্গলের জন্য এ ভার আমি সানন্দে গ্রহণ করবো।

তানাজী। মায়ি!

জিজাবাঈ। তানাজী! পুত্রের প্রয়োজনে মা যদি তাকে সাহায্য করতে না পারে, তবে এ জগতে মা হওয়াই বৃথা।

শিবাজী। মোগলের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে আপাততঃ আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নাই। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা যদি মহারাষ্ট্র আক্রমণ করে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করতে যেন ত্রুটী না হয়।

জিজাবাঈ। তুমি নির্ভয়ে দিল্লী যাও পুত্র! যতক্ষণ তোমার মায়ের শিরায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে, ততক্ষণ পৃথিবীর কোন রাজশক্তি তোমার রাজ্যের এক কণা ধূলাও অধিকার করতে পারবেনা। তোমার রাজ্য রক্ষায় প্রয়োজন হ'লে রাণী দুর্গাবতীর মত জীবন বিসর্জ্জন দেবো— তবু জীবিত থেকে তোমার রাজ্য বিকিয়ে দেবনা।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

গীত

জনার্দ্দন।— জাগে নারী—জাগে মাতৃরূপা
জাগে অন্তরে নিদ্রিতা শক্তিমাতা॥

জননীর মাঝে জাগে ঈশাণী
খর্পর ধৃত দানব দলনী
আর নাহি ভয় হবে তব জয়—
মৃণ্ময়ী মাঝে জাগে চিন্ময়ী মাতা ॥

দ্রুত শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। পিতা! দিল্লী যাবার সব আয়োজন প্রস্তুত! আমিও প্রস্তুত—

জিজাবাঈ। তুমিও যাবে?

শম্ভাজী। যাবনা—আমি না গেলে পিতাকে দেখবে কে?

শিবাজী। মা! শম্ভাকেই ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রের শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। তাই ওকে আমি দিল্লী নিয়ে গিয়ে সেখানকার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই!

জিজাবাঈ। শম্ভা আমার একমাত্র মাতৃহারা বংশধর! ওকে আজ যেমনভাবে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছ—ঠিক তেমনিভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবাজী। তোমার আদেশ তো আমি কোনদিন অমান্য করিনি মা!

জিজাবাঈ। ঠাকুরমশাই, শুভক্ষণ স্থির করুন।

জনার্দ্দন। আমি দিন স্থির করেছি মায়ি! আজ পুষ্যা নক্ষত্র। যদি যেতে হয় আজই যাওয়া উচিত।

শিবাজী। মা এইবার আমায় বিদায় দাও—

শম্ভাজী। আসি ঠাকুরমা—

জিজাবাঈ। এসো ভাই—জয়-মা ভবানী।

সকলে। জয়-মা ভবানী—

[শিবাজী, তানাজী, শম্ভাজী, জিজাবাঈ ও জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন, জিজাবাঈ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জনার্দ্দন ও জিজাবাঈ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জনার্দ্দন। আসুন মায়ি আমরা মন্দিরে যাই—

জিজাবাঈ। মা-ভবানী তোর শিব্বাকে তুই রক্ষা কর মা।

জনার্দ্দন। ভয় নেই মায়ি—। শিব্বা যে তোর শিব-অবতার। কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন।

চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। হাঃ—হাঃ—হাঃ প্রতিশোধ! এইবার শিবাজীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। বিজাপুর স্থলতানের সঙ্গে যোগ দিয়ে মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে বসতে হবে।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। কি বল্‌লে?

চন্দ্ররাও। লক্ষ্মী! তুমি এত রাত্রে এখানে কি চাও?

লক্ষ্মীবাঈ। মা-ভবানীর কাছে একটা প্রার্থনা আছে।

চন্দ্ররাও। পাথরে মাথা ঠুকে কোন লাভ হবেনা। তারচেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে—কাজ হবে।

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী আর নয়, এইখানেই তোমার চক্রান্তের অবসান কর।

চন্দ্ররাও। আমি তোমার কাছে যুক্তি চাইনা।

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি না চাইলেও তোমাকে যুক্তি দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

চন্দ্ররাও। স্বামীর ভালবাসা না পেয়ে লোক-দেখানো তাকে ভালবেসে তোমার কোন ফল হবেনা। আমি চল্‌লাম—

লক্ষ্মীবাঈ। কোথায়—

চন্দ্ররাও। বিজাপুরে—

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী বার বার তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি—তুমি ফিরে এসো, সাধ করে নিজের অমঙ্গল ডেকে এনে আমায় বিধবা সাজিওনা।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। গজপতিসিংহের কন্যা বিধবা হ'লে মৃত্যুর পরেও আমার আনন্দ হবে।

দ্রুত সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। রঘুনাথ! রঘুনাথ!……ও—আপনি!

চন্দ্ররাও। কে তুমি?

সরযূ। আমি জনার্দ্দন পণ্ডিতের কন্যা—

চন্দ্ররাও। এত রাত্রে এখানে কি প্রয়োজন?

সরযূ। না কিছুনা! শুধু একজনের সংবাদ—

চন্দ্ররাও। কাকে চাই তোমার?

সরযূ। রঘুনাথ—

চন্দ্ররাও। হা—হা—হা—

সরযূ। ওকি! আপনি এমন করে হাসছেন কেন?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ আজ আর মহারাষ্ট্রে নাই!

সরযূ। নাই—

চন্দ্ররাও। না। সে লম্পট—মদ্যপ—বিদ্রোহী, তাই মহারাজ শিবাজী তাকে পদচ্যুত করেছেন।

সরযূ। রঘুনাথ বিদ্রোহী।

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ, তাই মহারাজ তাকে মহারাষ্ট্র থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

সরযূ। না—না সে হতে পারেনা।

চন্দ্ররাও। তোমার যদি বিশ্বাস না হয়—আমার সঙ্গে এসো, দশজনকে ডেকে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

সরযূ। আপনি যান্—আমি যাবনা—

চন্দ্ররাও। তোমায় যেতে হবে—

সরযূ। কোথায় ?

চন্দ্ররাও। আমার উদ্যানবাটীতে।

সরযূ। না, আমি যাবনা !

চন্দ্ররাও। যেতে হবে—

[সরযূর হাত ধরিল]

সরযূ। এ আপনি কি করছেন ! আমার হাত ছেড়ে দিন।

চন্দ্ররাও। চুপ্—বাধা দিলে কিম্বা চীৎকার করে কাউকে ডাক্‌লে আমি তোমায় হত্যা করবো।

[অসি নিষ্কাসন]

সহসা রঘুনাথের প্রবেশ ও চন্দ্ররাওয়ের হস্ত ধারণ।

চন্দ্ররাও। একি—রঘুনাথ ?

রঘুনাথ। হ্যাঁ—চম্‌কে উঠ্‌লেন যে ?

চন্দ্ররাও। মহারাজ শিবাজীর আদেশ অমান্য করে তুমি আজও মহারাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে আছ ?

রঘুনাথ। আমি কোন রাষ্ট্রের উপর দাঁড়িয়ে নাই। একমনে একধ্যানে আমি আজ সপ্তাহকাল পড়ে আছি বিশ্বজননী ভবানীর চরণে।

চন্দ্ররাও। তা হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

রঘুনাথ। একটা নারীর কাতর আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম, ধ্যান ভেঙে গেল, তাই এদিকে ছুটে এলাম।

চন্দ্ররাও। ও—হ্যাঁ হ্যাঁ কি জঘন্য ব্যাপার দেখ! আমি জানি, এই বালিকা তোমার বাগদত্তা স্ত্রী। যেই তুমি মহারাজের আদেশে পদচ্যুত হয়ে মহারাষ্ট্র থেকে নির্ব্বাসিত হলে, ওই নারী তোমার প্রেম-ভালবাসা ভুলে প্রতিদিন রাত্রে আমায় এখানে ডেকে নিয়ে আসে—! কি বলি বল এখন তোমায় ভুলে গিয়ে আমায় বিবাহ করতে চায়!

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও। সত্য মিথ্যা যা হয় ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও-তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। [প্রস্থান।

রঘুনাথ। সরযূ একথা কি সত্য?

সরযূ। না মিথ্যা। মহারাজ শিবাজী তোমায় পদচ্যুত ক'রে মহারাষ্ট্র থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন, একথা কি সত্য?

রঘুনাথ। সত্য।

সরযূ। তুমি বিদ্রোহী—

রঘুনাথ। না।

সরযূ। তবে কেন মহারাজ তোমায় দণ্ড দিলেন?

রঘুনাথ। তোমার জন্য মহারাজের দেওয়া দণ্ড আমায় মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়েছে।

সরযূ। আমার জন্য?

রঘুনাথ। হ্যাঁ—সেদিন যুদ্ধে যাবার সময় তোমার কাছে বিদায় নিতে এসে আমার যেতে দেরী হওয়ায় আমার উপর মহারাজের সন্দেহ হয়!

সরযূ। সত্য কথা তুমি বলতে পারলেনা ?

রঘুনাথ। না, লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে গেল।

সরযূ। নিজের শক্তিতে তোমার সততা প্রমাণ করতে পারলেনা ?

রঘুনাথ। জীবন পণ করে যুদ্ধে জয়লাভ করলাম—তবুও আমায় এই দণ্ড গ্রহণ করতে হলো।

সরযূ। দণ্ড যখন গ্রহণ করেছ—তখন সেই দণ্ডাদেশ তোমায় পালন করতেই হবে।

রঘুনাথ। দণ্ডাদেশ পালন করতে আমি প্রস্তুত ! এসো প্রিয়তমে, তোমায় নিয়ে মহারাষ্ট্রের বাহিরে গিয়ে আমি নূতন সংসার রচনা করি।

সরযূ। না, আমি তোমার সঙ্গে যাবনা।

রঘুনাথ। সরযূ—

সরযূ। আমি রাজপুতের মেয়ে, জীবন থাকতে দেশদ্রোহীর গলায় বরমাল্য দেবনা।

রঘুনাথ। সরযূ—এত সহজে তুমি আমায় ভুলতে পারলে ?

সরযূ। রাজদণ্ডে দণ্ডিত তুমি, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। [দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল] জীবনের প্রথম প্রভাতে শিউনির ভবানী মন্দিরে অষ্টাদশ বর্ষীয় রঘুনাথের যে দেব-দুর্লভ রূপ আমি দেখেছি—সেই মূর্ত্তি, ওগো বন্ধু—সেই মূর্ত্তি ধ্যান করে আমি আজীবন অনূঢ়া থাকব, তবু দেশদ্রোহীর গলায় বরমাল্য দেবনা।

রঘুনাথ। সরযূ, নিজের শক্তিতে যদি আমি কোনদিন আমার সততা প্রমাণ করতে পারি, তবেই আমি তোমার কাছে ফিরে আসবো; যার আকর্ষণে তোমাকেই ছুটে আসতে হবে—সাগ্রহে আমার গলায় বরমাল্য দিতে।—

[প্রস্থান।

সরযূ। সেই হবে আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য। মা ভবানি, আমার আশা ব্যর্থ ক'রে দিওনা মা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দেওয়ানি আম—দরবার কক্ষ।

[মৃদু সামরিক বাদ্য বাজিতেছে, দ্বারে দুইজন নপুংসক অস্ত্রধারী—দণ্ডায়মান, একে একে সভাসদগণ আসিলেন।]

দ্রুত যশোবন্ত সিংহ ও দিলীর খাঁর প্রবেশ।

যশোবন্ত। শিবাজী রাজা দরবারে এসেছেন ?

দিলীর। না মহারাজ!

যশোবন্ত। কোথায় তিনি ?

দিলীর। যমুনায় স্নান ক'রলে আপনাদের কি পুণ্য হয়—তিনি সেই পুণ্য অর্জ্জন করতে গিয়েছেন।

যশোবন্ত। যাই হোক আপনার বাহাদুরী আছে খাঁ সাহেব—

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। খাঁ সাহেবের এতে বিন্দুমাত্র বাহাদুরী নেই! বাহাদুরী আছে মহারাজ জয়সিংহের।

যশোবন্ত। জয়সিংহের ?

আনোয়ারী। হ্যাঁ, তিনিইতো কলে-কৌশলে শিবাজীকে দিল্লী চালান ক'রেছেন। হ্যাঁ, এ, কথাও ব'লতে হবে যে এতে শিবাজীর খানিকটা মত ছিল।

মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। শিবাজী রাজা এখনো দরবারে আসেননি?

দিলীর। না—সাহাজাদা।

মোয়াজীম। এত দেরি হবার কারণ কি?

যশোবন্ত। স্নান ক'রে পূজা-সেরে তবে আসবে—

মোয়াজীম। এ দিকে যে পিতার দরবারে আসবাব সময় হ'লো।

[নাকৃড়া বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে নকীব হাঁকিল, দ্রুত গতিতে সামরিক বাদ্য বাজিতে লাগিল এবং কামান গর্জ্জন হইল]

নেপথ্যে নকীব। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা শাহানশাহ হিন্দুস্থান কাবুল কান্দাহার কো, বাদশাহ গাজী-মালিক আঁলমগীব।"

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। কুমার রামসিংহ এখনো দববারে আসেন নাই?

যশোবন্ত। না জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। সাহাজাদা মোয়াজীম।

মোয়াজীম। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। তোমার ন্যায়-নিষ্ঠার ফলেই দাক্ষিণাত্যে আজ মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত! তোমার এই নিষ্ঠার পুরস্কাররূপে আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের স্থায়ি সুলতান নিযুক্ত করলাম।

মোয়াজীম। জাঁহাপনা! পুরস্কারের লোভে আমি কিছু করি নাই! আমি যা করেছি সে শুধু পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করেছি।

ঔরংজেব। তোমার কর্ত্তব্য-বোধকে সম্রাট ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

দিলীর। জাঁহাপনা, আপনার পুণ্য জন্মদিনে—আফ্‌গানিস্থানের আমীর আপনাকে একখানি পত্র দিয়েছেন।

ঔরংজেব। পত্র দাও! (দিলীরের হাত হইতে পত্র নিলেন)।

নেপথ্যে নকীব। শিবাজী রাজা।

[রক্ষী, প্রহরী, সভাসদ্‌গণ সকলে অস্ত্র ঠিক করিয়া লইল]

দ্রুতপদে শিবাজী ও রামসিংহের প্রবেশ।

শিবাজী। কুমার রামসিংহ।

[দরবার কক্ষের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। রক্ষিগণ ও সভাসদগণ একদৃষ্টে শিবাজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন!]

রামসিংহ। মহারাজ—

[ঔরংজেব একমনে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন]

শিবাজী। এই মোগল দরবার—

রামসিংহ। হ্যাঁ মহারাজ! [সম্রাটের দিকে অগ্রসর হইয়া কুর্ণিশ করিয়া] জাঁহাপনা! শিবাজী রাজা দরবারে এসেছেন।

ঔরংজেব। [বক্রদৃষ্টিতে একবার শিবাজীর দিকে চাহিয়া কহিলেন] এসো রাজা শিবাজী—!

রামসিংহ। মহারাজ! এইবার সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করুন।

শিবাজী। বশ্যতা স্বীকার করব কেন? আপনার পিতা মহারাজ জয়সিংহ আমায় সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পাঠিয়েছেন।

ঔরংজেব। কুমার রামসিংহ! শিবাজী রাজা বোধ হয় মোগল দরবারের নীতি অবগত নয়। দরবারের নীতি শিখিয়ে তারপর ওকে এখানে আনা উচিত ছিল।

রামসিংহ। যান্ মহারাজ, সম্রাটকে কুর্ণিশ করুন।

শিবাজী। দেবী ভবানী—জননী জিজাবাঈ আর গুরু রামদাস ব্যতীত এ জীবনে অন্য কারও কাছে আমি মাথা নত করি নাই।

রামসিংহ। মোগল দরবারে যখন প্রবেশ করেছেন, তখন দরবারের নীতি আপনাকে মানতে হবে।

শিবাজী। দরবারের নীতি মানতে গিয়ে আমায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে ?

৮০\ মোয়াজীম। উত্তেজিত না হয়ে মোগল দররারের নীতি আপনি পালন করুন মহারাজ !

শিবাজী। ভাল ! এতদূর যখন এসেছি—তখন মোগল সভ্যতার সবটুকু পরীক্ষা নিয়ে যাব। [কয়েক পা অগ্রসর হইয়া তিনবার সম্রাটকে কুর্ণিশ করিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন] দেবী ভবানী, জননী জিজাবাঈ, গুরু রামদাস।—

ঔরংজেব। শিবাজী রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে আমার পাঁচহাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত করলাম।

শিবাজী। আমি সম্রাটের পাঁচহাজারী মনসবদার! আমার বালক পুত্রের সঙ্গে আমি সমান ? এই কি সম্রাটের বন্ধুত্ব স্থাপনের নমুনা ?

ঔরংজেব। সিংহের সঙ্গে শৃগালের বন্ধুত্ব হয়না শিবাজী।

শিবাজী। ও! কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী সিংহকে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয়ের সময় এই শৃগালের দ্বারে গিয়েই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল।

ঔরংজেব। কুমার রামসিংহ! সামান্য একটা অসভ্য বন্য রাজার সঙ্গে বাক্য ব্যয় করে অর্দ্ধ এসিয়ার একছত্র সম্রাট তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করতে পারেন না।

শিবাজী। এই সামান্য বন্য রাজা একদিন মোগল সাম্রাজ্যের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঔরংজেব। শিবাজী—

শিবাজী। শিবাজী মোগল সম্রাটের গোলাম নয়, কাজেই তার রক্ত-চক্ষুতে ভয় পায়না।

ঔরংজেব। জেনে রাখ শিবাজী—যে ঔরংজেব কাউকে ক্ষমা করেনা।

শিবাজী। শিবাজীও কাউকে ভয় করেনা।

ঔরংজেব। তুমি যদি এখনো আমার বশ্যতা স্বীকার কর, আমি তোমায় পাঁচহাজারী মন্‌সবদারী দিতে পারি।

শিবাজী। যার নিজের হাতে গড়া চল্লিশ হাজার ফৌজ আছে—সে সম্রাটের দয়ার দান পাঁচহাজারী মন্‌সবদারীর জন্য লালায়িত নয়।

ঔরংজেব। সাবধান শিবাজী—

শিবাজী। ভয় দেখিয়ে শিবাজীকে বসে আনতে পারবেন না সম্রাট! বাল্যকাল থেকে সে অশ্বপৃষ্ঠে অসি হাতে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে-পর্ব্বতে, অরণ্যে, নদীতটে ছুটে বেড়িয়েছে। মা-ভবানীর ভীমা মূর্ত্তির সাধনা ক'রে পাঁচশত বছরের মুস্লিম শাসনে দলিত নিষ্পেষিত হিন্দু জাতিকে মুক্তির মহামন্ত্রে জাগিয়ে তুলে, সবলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, যে নিজ বাহুবলে একটা স্বাধীন রাজ্য গঠন করতে পারে—সে সম্রাটের ভ্রূকুটিতে ভয় পায়না।

ঔরংজেব। উত্তম! সভাসদ্‌গণ, ওমরাহগণ, আমার মনে হয় শিবাজী মোগল দরবারের ঐশ্বর্য্য দেখে তার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে! অতএব, আমাদের কর্ত্তব্য তাকে বিশ্রামের অবসর দেওয়া। কুমার রামসিংহ! শিবাজী রাজা অসুস্থ, তাকে তার আবাস গৃহে নিয়ে

যান। পরে সুস্থ হলে আমাদের সংবাদ দেবেন। আমরা অনুমতি দিলে তবে তাকে দরবারে হাজির করবেন। যান্—

শিবাজী। উত্তম, সভাসদ্‌গণ! সম্রাট আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে দাক্ষিণাত্য থেকে আগ্রায় নিয়ে এসে নিজের আয়ত্তে পেয়ে আজ আমার সঙ্গে যে ব্যবহাব করলেন সেজন্য পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই লজ্জিত হবে। বন্ধুগণ! আমি এই মোগল দরবারে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, এবার মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে এমন সমরানল প্রজ্বলিত করব, যার লেলিহান অগ্নিশিখায় দিল্লীর সৌধ-শিখর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[রামসিংহ ও শিবাজীর প্রস্থান।

ঔরংজেব। হা—হা—হা দিল্লীর সৌধ-শিখর পুড়বেনা শিবাজী। দিল্লীর কারা······সভাসদ্‌গণ! শিবাজী রাজা আর আমাদের অতিথি নয়—বন্দী।

সকলে। শিবাজী বন্দী!!!

ঔরংজেব। হ্যাঁ বন্দী······হাবিলদার—

আনোয়ারী। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। শিবাজী যে আবাস গৃহে আছে, সেই হবে তার কারাগার। তার চারিদিকে কামান সাজিয়ে রাখবে! আর খোরসানি সৈন্যগণ সেই কারাগৃহের প্রহরী থাকবে।

আনোয়ারী। জাঁহাপনার হুকুম তামিল করতে বান্দা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

মোয়াজীম। পিতা, বিজাপুর, গোলকুণ্ডার যুদ্ধে শিবাজীর সাহায্যেই আমরা জয়ী।

ঔরংজেব। তা আমি জানি—

মোয়াজীম। মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে তিনি যে যে সর্ত্তে সন্ধি করেছিলেন, তার কিছুমাত্র লঙ্ঘন করেন নাই।

ঔরংজেব। সেও আমার অজ্ঞাত নয়—

মোয়াজীম। তবে শিবাজীকে আপনি মুক্তি দিন!

ঔরংজেব। সাহাজাদা কি ভুলে গেলেন যে শিবাজী দরবারে দাঁড়িয়ে মোগল সম্রাটকে শাসন ক'রে গেল?

মোয়াজীম। শিবাজী পাহাড়িয়া জাতি, মোগল দরবারের নীতি সে জানে না। তাই আমি প্রার্থনা করি আপনি নিজগুণে তাঁর অজ্ঞাত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তাঁকে মুক্তি দিন!

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! এই যশোবন্তসিংহ জীবনে কোনদিন নিজের জন্য আপনার কাছে কৃপাভিক্ষা করে নাই। আজ শিবাজীর জন্য আমি জাঁহাপনার কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করছি! আপনি তাকে মুক্তি দিন!

মোয়াজীম। মুক্তি দিন পিতা—শিবাজীকে আপনি মুক্তি দিন।

ঔরংজেব। সাহাজাদার অনুরোধে সম্রাট তাঁর কর্ত্তব্য ভুলে যাবেন না।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। মহারাজের কাতর প্রার্থনাতেও নয়—

দিলীর। জাঁহাপনা শিবাজীর সাহায্যে আমরা দাক্ষিণাত্যে জয়ী! তাঁর বীরত্বে আমরা মুগ্ধ, তাই আমি জাঁহাপনার কাছে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করি।

ঔরংজেব। আফ্‌গান সেনাপতির মিনতিতেও নয়—

মোয়াজীম। পিতা! নিমন্ত্রিত অতিথিকে বন্দী ক'রে আজ যে অন্যায় আপনি করলেন, তার ফলে আপনার সারা জীবনের সুখ-শান্তি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

ঔরংজেব। মূর্খ পুত্র জানেনা যে শিবাজীকে উপলক্ষ্য ক'রে একটা জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়! এই তার শিশুকাল, এই সময় যদি তার মাথায় পদাঘাত করা না হয়—

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। ও—হ্যাঁ।……মহারাজ অখণ্ড হিন্দুস্থানের উপর অবাধে আমার বিজয় রথ চালিয়ে এসেছি! কোথাও বাধা পাইনি। আজ বাধা পেয়েছি—পরাজিত হয়েছি এই শিবাজীর কাছে। হিন্দুস্থানের মস্‌নদে বসে সামান্য একটা জায়গীরদারের পুত্রের পরাক্রমে ভীত হয়ে, যদি আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করি, তাহ'লে সারা হিন্দুস্থানের রাজা, মহারাজা, নবাব, সুলতান সবাই আমার মাথায় পা দিয়ে দাঁড়াবে। মহারাজ! শুধু মস্‌নদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে আজ আমি শিবাজীকে বন্দী করেছি! আমি জানি এ আমার অন্যায়, কিন্তু এ ছাড়া আমার মর্য্যাদা রক্ষার আর অন্য কোন উপায় নাই!

[প্রস্থান।

সকলে। জয় ভারত সম্রাট ঔরংজেবের জয়—

[সভাসদগণ ও ওমরাহগণের প্রস্থান।

যশোবন্ত। ঔরংজেব! তোমার এই মহাপাপেই তোমার হাতেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কারাগার।

শিবাজী।

শিবাজী। ঔরংজেব এতদিনে তার মনোসাধ পূর্ণ করলে। ছলনায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসে আমায় বন্দী করে—আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি ক'রে দিলে। মা ভবানি! তোর কাছে আমি কি অপরাধ করেছি মা! যার জন্য আমায় এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। মা আমার সারা জীবনের সাধনার এই কি প্রতিদান?

[সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন]

ভবানীর আবির্ভাব।

গীত

ভবানী।—

ওরে মায়ের ছেলে।
আয় ফিরে আয় মায়ের কোলে॥
কেন তুই ভেবে আকুল
মা যে তোর সদাই ব্যাকুল
পূজা আমার হয়নি যে-রে তোরই দেওয়া ফুলে॥
আমার পূজার তরে
মুক্তি নিতে হবে তোরে
বিজয় ডঙ্কা বাজায়ে যেতে হবে ফিরে মায়ের কোলে॥

[নিদ্রাঘোরেই ভবানীর সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।]

শিবাজী। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে মাতর্ভবানি নমোঽস্তুতে॥ [প্রণাম]

ভবানী। শিব! বহুদিন আমার পূজা হয়নি, আমি উপবাসী। তোমার দেওয়া ফুলে আমার পূজা চাই!

শিবাজী। আমি যে বন্দী, কি ক'রে তোমার পূজা করবো মা?

ভবানী। আজ অমাবস্যা তিথি; আমার পূজার জন্য আজই তোমায় মুক্তি নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে।

[অন্তর্দ্ধান]

শিবাজী। মুক্তি! [সহসা উঠিয়া] হাঁ—আমার মুক্তি চাই। আমার আরাধ্যা দেবী-ভবানী উপবাসী! ভবানীর পূজার জন্য আমায় মুক্তি নিতে হবে।

শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। আমাদের শত অনুরোধেও সম্রাট আপনাকে মুক্তি দেবেন না।

শিবাজী। সম্রাটের দেওয়া মুক্তি আমি চাইনা—

শম্ভাজী। তাহ'লে উপায়?

শিবাজী। ভবানীর কৃপায় মুক্তির উপায় আমি নিজেই ক'রে নেব। আমার সৈন্যগণ কোথায়?

শম্ভাজী। সম্রাটের আদেশে তাঁরা দিল্লী ত্যাগ করে মহারাষ্ট্র যাত্রা করেছেন।

শিবাজী। এতক্ষণ তারা কতদূর গেছে?

শম্ভাজী। দিল্লীর সীমা পার হ'য়ে গেছে।

শিবাজী। তানাজী কোথায়?

শম্ভাজী। দিল্লীর ওমরাহগণের বাড়ীতে মিষ্টান্ন পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন!

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায়?

শম্ভাজী। কারারক্ষী পোলাদখাঁর সঙ্গে কি পরামর্শ করছেন।

শিবাজী। সম্রাট আমার অসুখের সংবাদ শুনেছেন?

শম্ভাজী। শুনেছেন। সম্রাট জানেন আপনি আজ সপ্তাহকাল শয্যাশায়ী—

শিবাজী। শম্ভা। সম্রাট যেমন আমাদের সঙ্গে শয়তানি করেছেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে তেমনি শয়তানি করেই চলে যাব।

সন্ন্যাসীবেশে রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। যাবার আয়োজন সব প্রস্তুত—

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর—

রঘুনাথ। এখানে সন্ন্যাসী নয় মহারাজ! এখানে আমি রাজবৈদ্য।

শিবাজী। কেন এখানে কেউ আসছেন নাকি?

রঘুনাথ। হ্যাঁ—

শিবাজী। কে?

রঘুনাথ। সাহাজাদা মোয়াজীম। দাক্ষিণাত্যে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।

শিবাজী। এত রাত্রে আমার কক্ষে—

রঘুনাথ। সম্রাটের আদেশ—দিনের আলোয় তাঁর এখানে প্রবেশ নিষেধ। তাই গোপনে রাতের অন্ধকারে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে দাক্ষিণাত্যে চলে যাবেন। নিন্ প্রস্তুত হয়ে নিন্।

শিবাজী। শম্ভা আমার আলোয়ান—

[শম্ভাজী একখানি চাদর দিলেন, শিবাজী আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন]

রঘুনাথ। ব্যস্ ঠিক আছে, দিন হাতটা দিন—

[রঘুনাথ শিবাজীর নাড়ী দেখিতে লাগিলেন]

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। মহারাজ! সাহাজাদা মোয়াজীম এসেছেন।

শিবাজী। ঠিক্ আছে।

ছদ্মবেশে মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। আনোয়ারি—

আনোয়ারী। জনাব—

মোয়াজীম। কেমন আছেন মহারাজ?

আনোয়ারী। আমাকে জিজ্ঞাসা করে আর কি হবে! আপনার সামনে বৈদ্য, রোগী দুই রয়েছেন, ওঁদেরই জিজ্ঞাসা করুন।

মোয়াজীম। এখন কেমন দেখ্‌ছেন বৈদ্যমশাই?

রঘুনাথ। বেশ ভাল নয়! আজ রাত্রিটা না কাটলে কিছু বোঝা যাবেনা। হয়তো শেষ রাত্রেই মারা যেতে পারেন।

মোয়াজীম। মহারাজ শিবাজী!

শিবাজী। আদেশ করুন সাহজাদা—

মোয়াজীম। আমরা আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী নিয়ে এসেছিলাম, সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারার জন্য—আপনি আমাদের ক্ষমা করুন!

শিবাজী। আপনাদের কোন দোষ নেই সাহাজাদা, এই আমার অদৃষ্ট!

মোয়াজীম। সম্রাটের উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারি নাই মহারাজ! তাই আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

শিবাজী। সেজন্য আমি দুঃখিত নই সাহাজাদা, দুঃখ এই যে, বিনা দোষে আমায় বন্দী হয়ে মরতে হবে।

মোয়াজীম। সেজন্য আমরা সকলেই লজ্জিত মহারাজ। সম্রাট যদি আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আজীবন বন্দী ক'রে রাখতেন তাতে

আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিলনা; দুঃখ এই যে তিনি আমাদের দিয়ে আপনাকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে কৌশলে বন্দী করলেন।

শিবাজী। সাহাজাদা—

[উঠিবার চেষ্টা করিলেন]

রঘুনাথ। আ-হা আপনি উঠবেন না।

আনোয়ারী। থাক্ থাক্ উঠবার কোন প্রয়োজন নাই! উঠতে গিয়ে ফস্ করে একটা কিছু হ'য়ে গেলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে।

মোয়াজীম। মহারাজ শিবাজী যদি আপনি জীবিত থাকেন, তবে নিশ্চয়ই একদিন মুক্তি পাবেন। আর যদি এই কারাগারে আপনার শেষ নিশ্বাস পড়ে তার পূর্ব্বে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে যাবেন—এ শঠের রাজ্য যেন অচিরেই ধ্বংস হ'য়ে যায়। [প্রস্থান।

আনোয়ারী। সাহাজাদা চলে গেছেন মহারাজ!

শিবাজী। [সহসা বিদ্যুৎবেগে লাফাইয়া উঠিলেন] আবাজী—

আনোয়ারী। না—না আনোয়ারী—

শিবাজী। হ্যাঁ—আনোয়ারী! আজ রাত্রে আমি--

আনোয়ারী। ঠিক্ আছে! আমিও ওদিকে কারারক্ষীদের সব ভাঙ্গ খাইয়ে ফেলে রেখে দেব!

শিবাজী। তারপর যদি তোমার কোন বিপদ হয়?

আনোয়ারী। যখন তাদের নেশা ছুটবে, তখন আমি দিল্লী থেকে বহুদূর দক্ষিণে চলে যাব! বিদায় মহারাজ। [দ্রুত প্রস্থান।

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর—

রঘুনাথ। আমি প্রস্তুত মহারাজ! দিল্লীর তোরণ দ্বারে একটি দ্রুতগামী অশ্ব থাকবে; সেই অশ্বে আরোহণ ক'রে আপনি দিল্লী থেকে চলে যাবেন। আমরাও গোপনে আপনার সঙ্গে যাব।

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর, যদি দিন পাই, আপনার এ ঋণ আমি পরিশোধ করবো।

রঘুনাথ। তার কোন প্রয়োজন নাই! আমি যা করছি, সবই আমার নিজের পণ মুক্তির জন্য!

শিবাজী। কিসের পণ?

রঘুনাথ। বলব—আজ নয় আর একদিন।

[দ্রুত প্রস্থান।

শিবাজী। শম্ভা—প্রস্তুত হও।

দ্রুত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। ব্যস্ সব ঝুড়ি ভর্ত্তি হয়েছে!

শিবাজী। যে দু'টী ঝুড়ি খালি রাখতে বলেছিলাম।

তানাজী। রেখেছি। একটায় তোমায়, আর একটায় কুমারকে চাপিয়ে কারাগার থেকে বার ক'রে নিয়ে যাব।

শিবাজী। তানাজী তুমি ঝুড়ি প্রস্তুত কর—আমি যাচ্ছি।

তানাজী। জয় মা-ভবানি! তোমার নাম স্মরণ ক'রে বিপদকে বরণ করলাম; তুমি রক্ষা কর মা।

[দ্রুত প্রস্থান।

শম্ভাজী। পিতা! সত্যই আমরা আবার মহারাষ্ট্রে ফিরে যাব?

শিবাজী। মহারাষ্ট্র আমায় ডাকছে শম্ভা! আমার জন্মস্থান, আমার বাল্যের সুখ-স্মৃতি বিজড়িত, আমার যৌবনের কর্ম্মকেন্দ্র, আমার বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মহারাষ্ট্র আজ আমায় ডাক দিয়েছে। ওরে শম্ভা, শয়তান ঔরংজেব শত চেষ্টাতেও আর আমায় বন্দী ক'রে রাখতে পারবেনা।

পুনঃ সন্ন্যাসীবেশে দ্রুত রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। চলে আসুন মহারাজ! প্রহরীরা সব ভাঙের নেশায় মাটীর বুকে ঢলে পড়েছে।

শিবাজী। কোতোয়াল পোলাদখাঁ—

রঘুনাথ। আজ আর সন্দেহ ক'রে সে ঝুড়ি পরীক্ষা করবেনা।

শিবাজী। আমার আবাল্য-সহচর তানাজী—

রঘুনাথ। আপনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এখান থেকে চলে যাবেন।

শিবাজী। দিল্লী থেকে আমি কোন্ পথে যাব?

রঘুনাথ। সোজা দাক্ষিণাত্যের পথে যাওয়া হবেনা! আপনাকে যেতে হবে মথুরায়—

শিবাজী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাব মথুরা, যাব বৃন্দাবন, দেখবো রাধাশ্যামের অপূর্ব্ব মিলন! তারপর কাশীর বিশ্বনাথ-বিশ্বেশ্বরী দর্শন ক'রে স্বদেশের পথে অগ্রসর হব! ঔরংজেব! তোমার সতর্ক প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে শিবাজী তোমার কারাগার থেকে চলে যাচ্ছে। তুমি যখন এ সংবাদ পাবে, আমি তখন দিল্লী থেকে বহুদূরে চলে যাব।

[শম্ভাজীকে লইয়া প্রস্থান।

রঘুনাথ। জয় মা-ভবানী! তোর কৃপায় আজ আমি পণমুক্ত!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর প্রাসাদ।

ঔরংজেব।

ঔরংজেব। শিবাজী অসুস্থ! যদি মারা যায় মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল হবে; যদি না মরে—আমি তাকে সুদূর আফ্‌গানিস্থানে পাঠিয়ে দেব।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—

[ঔরংজেবকে অভিবাদন করিলেন]

ঔরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ! আপনি হঠাৎ দাক্ষিণাত্য ছেড়ে দিল্লী ফিরে এলেন কেন মহারাজ?

জয়সিংহ। জাঁহাপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে দাক্ষিণাত্য থেকে ছুটে এসেছি।

ঔরংজেব। এমন কি কথা, যার জন্য এতদিন পরে মহারাজকে সম্রাটের আদেশ অমান্য করতে হলো?

জয়সিংহ। শিবাজী কি সত্যই বন্দী?

ঔরংজেব। মহারাজ কি সম্রাট ঔরংজেবের কাছে তার কাজের কৈফিয়ৎ চান্?

জয়সিংহ। আপনি নিজেই আপনার কাজের কৈফিয়ৎ নিতে আমায় বাধ্য করেছেন!

ঔরংজেব। ঔরংজেব এক খোদা ভিন্ন দুনিয়ায় অন্য কোন মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ দেবেনা।

জয়সিংহ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সহজ সরল ভাষায় বলতে হবে—কেন আপনি শিবাজীকে বন্দী করেছেন ?

ঔরংজেব। বলবোনা—

জয়সিংহ। শিবাজীকে মুক্তি দিতে হবে—

ঔরংজেব। দেবনা।

জয়সিংহ। আমি তাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাব—

ঔরংজেব। সাবধান মহারাজ।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! জয়সিংহ জীবনে এই প্রথম অবাধ্য হয়েছে। তাই যতক্ষণ তার হাতে তরবারি থাকবে, ততক্ষণ সে আপনার রক্ত-চক্ষুতে ভয় পাবে না।

ঔরংজেব। মহারাজ—জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান! তাঁর এইভাবে উত্তেজিত হওয়া শোভা পায়না।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! কেন আপনি আমায় সহজভাবে শিবাজীকে বন্দী করতে বললেন না ? আমি পারতাম সম্মুখ যুদ্ধে তাকে পরাজিত ক'রে বন্দী করতাম, নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ ক'রে যেতাম।

ঔরংজেব। মহারাজ! খোদার ইচ্ছাতেই মারাঠা মূষিক শিবাজী আজ দিল্লীর কারাগারে বন্দী।

দ্রুত দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। শিবাজী মুক্ত—

ঔরংজেব। সেকি ?

দিলীর। রাতের অন্ধকারে সে তার শিশু পুত্রকে নিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে।

ঔরংজেব। দিলীর খাঁ—

দিলীর। শিবাজীর ছল আমরা বুঝতে পারিনি জনাব। সে ধূর্ত্ত! অসুখের ভান ক'রে পড়েছিল, আজ সুযোগ পেয়ে মিষ্টান্নের পেটিকায় চেপে পালিয়েছে। এরজন্য আমরা কেউ অপরাধী নই।

ঔরংজেব। অপরাধ কার সে বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। যাও সারা হিন্দুস্থানে আমার আদেশ প্রচার ক'রে দাও, যে কেউ পলাতক শিবাজীকে ধরে দিতে পারবে, আমি তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব।

দিলীর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যেমন ক'রে পারি শিবাজীকে বন্দী ক'রে জাঁহাপনার কাছে নিয়ে আসব।

জয়সিংহ। এ আপনার দুরাশা দিলীর খাঁ—

দিলীর। মহারাজ!—

জয়সিংহ। শিবাজীকে আর কোনদিনই আপনি বন্দী করতে পারবেন না।

দিলীর। আফ্‌গান সেনাপতি কাপুরুষ নয়—

জয়সিংহ। আফ্‌গান সেনাপতি বীর কিন্তু—শিবাজী মূর্খ নয়!

ঔরংজেব। শিবাজী চতুর! সে যদি নিরাপদে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে পারে, আর তাকে পাওয়া যাবেনা।

দিলীর। জাঁহাপনা, আমার হাতে যতক্ষণ তরবারি থাকবে—ততক্ষণ আমি শিবাজীকে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে দেবনা।

ঔরংজেব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তাই চাই। দিলীর তুমি যেমন ক'রে পার—শিবাজীকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে নিয়ে এসো—আমি তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেব।

দিলীর। জাঁহাপনার আদেশে আমি ঝঞ্ঝার মত আর্য্যাবর্ত্তের পথে-প্রান্তরে ছুটে যাব। নদ-নদী, গিরি-কান্তার পার হ'য়ে দুর্ব্বার-গতিতে ছুটে গিয়ে পলাতক শিবাজীর অন্বেষণ করব। শিবাজীর জন্য যদি প্রয়োজন হয় হিন্দুস্থানের গ্রাম, নগর, সহর পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেব,—তবু শিবাজীকে আমি দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করতে দেবনা। [প্রস্থান।

জয়সিংহ। দিলীরখাঁ শত চেষ্টাতেও আর শিবাজীকে বন্দী করতে পারবেনা জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। মহারাজ!

জয়সিংহ। শিবাজীর সঙ্গে অসদ্ ব্যবহার ক'রে সম্রাট এ জীবনের মত তাঁর একজন শক্তিশালী হিতৈষী বন্ধুকে হারালেন।

ঔরংজেব। আমি তা জানি মহারাজ! কিন্তু রাজনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে আমি তাকে বন্দী করেছিলাম।

জয়সিংহ। যে শিবাজী সরল বিশ্বাসে দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীতে এসে আপনার বশ্যতা স্বীকার করলে—কেন আপনি তার সঙ্গে অসদ্ ব্যবহার করলেন?

ঔরংজেব। সেইখানেই আমার ভুল হয়ে গেছে মহারাজ, শিবাজীকে যদি বন্দী না ক'রে হত্যা করতাম—

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। হঁ্যা, যদি আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতাম তাহ'লে আজ আমায় এইভাবে অপমানিত হ'তে হতনা। মহারাজ! আমার চিন্তার কোন কারণ থাকবেনা, যদি আপনি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শিবাজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

জয়সিংহ। শিবাজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আর আমি দাক্ষিণাত্যে যাবনা।

ঔরংজেব। মহারাজ আমার রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রথম প্রভাতে যেমন আপনার সাহায্য পেয়েছিলাম, আজ আমার জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে আপনাকে ঠিক সেইভাবেই পেতে চাই।

জয়সিংহ। সম্রাট!

ঔরংজেব। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি জানি এই দুর্দ্দিনে একমাত্র আপনি আমায় রক্ষা করতে পারেন! তাই আজ আমি আপনার সাহায্য চাই। মহারাজ আপনি আমায় সাহায্য করুন বিনিময়ে আমি আপনাকে "খানদেশ" প্রদেশ দান করবো।

জয়সিংহ। বিনিময়ের আশায় আমি কোনদিন সম্রাটের উপকার করি নাই। সম্রাটের সঙ্গে যখন সন্ধি করেছি,—তখন এ জীবনে কোনদিন সম্রাটের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করবনা। মনে রাখিবেন সম্রাট, রাজপুত নেমকহারাম জাতি নয়! প্রভুর আদেশে তারা শত্রুর উন্নত শির মাটিতে লুটিয়ে দেয় কিম্বা শত্রুর শাণিত কৃপাণতলে নিজের শির নিজেই বলি দেয়।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। শিবাজী আজ পলাতক তাই আমায় ওই কাফেরের রক্ত-চক্ষু সহ্য করতে হলো। শিবাজীকে যদি বন্দী না ক'রে হত্যা করতাম, তাহ'লে ওই রাজপুত জাতিটাকে আমি কবরে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু ওই শিবাজী! হিন্দুর উত্থান! ঔরংজেব জীবিত থাকতে সে অসম্ভব!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রায়গড় দুর্গ।

সরযূ।

গীত

সরযূ।—

হে বিজয়ী বীর
ফিরে এসো এসো ফিরে ॥
তোমার লাগিয়া কাঁদিছে প্রিয়া
ভাসিছে বয়ান অশ্রুনীরে ॥
তোমারে ভালবেসেছি—
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার
ভুলিতে পারিনা ভোলা যে যায়না
এই সুর উঠিয়া মনের দুয়ারে
হিয়ার মাঝারে হানিছে আঘাত
বারে বারে ॥

ফুলের সাজি হস্তে জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। সরযূ—

সরযূ। মায়ি—

জিজাবাঈ। পুরনারীদের সংবাদ দাও—মন্দিরে যাবার সময় হয়েছে।

সরযূ। সংবাদ দিয়েছি মায়ি! তারা বোধ হয় এতক্ষণ সকলে মন্দিরে পৌছে গেছে—

জিজাবাঈ। চল, আমরাও যাই—

সরযূ। মহারাজের কোন সংবাদ পেয়েছেন মায়ি ?

জিজাবাঈ। আগ্রায় পৌছবার পর আর কোন সংবাদ পাইনি।

সরযূ। মহারাজ কি তবে—

দ্রুত লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাজ শিবাজী বন্দী !

জিজাবাঈ। শিব্বা—বন্দী !

[হাত হইতে ফুলের সাজি পড়িয়া গেল]

সরযূ। এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন ?

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাজের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন—তাঁরা ফিরে এসেছেন।

জিজাবাঈ। ধূর্ত্ত ঔরংজেব আমার শিব্বাকে হাতে পেয়ে বন্দী করলে ! আমার শম্ভা—আমার শিব্বা আর মহারাষ্ট্রে ফিরে আসবেনা ? মা-ভবানী এ তুই কি করলি মা !

সরযূ। মায়ি ! আপনার এত চঞ্চল হওয়া সাজেনা। ভুলে যাবেন না মহারাজ আপনার উপর গুরুভার দিয়ে গেছেন।

জিজাবাঈ। হ্যাঁ, শিব্বার রাজ্য আমায় শাসন করতে হবে। কিন্তু শিব্বাকে হারিয়ে মহারাষ্ট্র যে বাঁচতে পারবেনা মা !

লক্ষ্মীবাঈ। ভবানীর কৃপায় মহারাজ ঠিক দেশে ফিরে আসবেন।

জিজাবাঈ। শয়তান ঔরংজেব একবার যাকে বন্দী করে—সে জীবনে আর-তাকে মুক্তি দেয়না।

দ্রুত জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। মহারাজ শিবাজী মুক্ত—

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ !

জনার্দ্দন। আমি গোদাবরী তীরে গুরু রামদাসের আশ্রমে গিয়েছিলাম। শিব্বা আগ্রা থেকে এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে "আমি কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছি।"

জিজাবাঈ। শিব্বা এখন কোথায় ?

জনার্দ্দন। গুরুদেব বললেন, শিব্বা এখন ছদ্মবেশে আর্য্যাবর্ত্তের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিজাবাঈ। আমার রাজ-রাজেশ্বর শিব্বা! আজ কাঙ্গালের মত আর্য্যাবর্ত্তের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মোগলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত! হিংস্র জন্তুর মত পর্ব্বতে, অরণ্যে, প্রান্তরে সর্ব্বদাই তারা ওৎ পেতে বসে আছে। যদি তারা আমার শিব্বা—শম্ভাকে চিনতে পারে, আবার তাদেব বন্দী ক'রে দিল্লী নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মীবাঈ। মায়ি, ভবানীর কৃপায় মহারাজ যখন একবার মুক্তি পেয়েছেন—তখন শত চেষ্টাতেও মোগল আর তাঁকে বন্দী করতে পারবেনা।

জিজাবাঈ। স্তোকবাক্যে আমায় ভোলাতে পারবেনা।

জনার্দ্দন। মায়ি—

জিজাবাঈ। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রাহ্মণ! মহারাষ্ট্রের রাজা শিবাজী ব্যাঘ্রতাড়িত মৃগের মত শিশুশাবকে বুকে নিয়ে বন হতে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করছে, আর পিছনে পিছনে ছুটে আসছে, শত শত রক্তলোলুপ হিংস্র মোগল সৈন্য!

লক্ষ্মীবাঈ। আপনি শান্ত হন্ মায়ি! আপনার এই দুর্ব্বলতার সুযোগে মহারাষ্ট্রের শত্রুগণ প্রবল হ'য়ে উঠবে।

জিজাবাঈ। একমাত্র পুত্রকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে কোন মা-কি শান্ত হ'তে পারে ?

জনার্দ্দন। মায়ি! আমি মহারাজের সন্ধানে যাচ্ছি।

জিজাবাঈ। আপনি আমার শিব্বাকে, শম্ভাকে মহারাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

জনার্দ্দন। মায়ি! হিন্দু-গৌরব শিবাজীকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি, এ ব্রাহ্মণ আর মহারাষ্ট্রে ফিরে আসবেনা।

[প্রস্থান।

জিজাবাঈ। মা-ভবানী আমার শিব্বাকে ফিরিয়ে দে-মা।

[নেপথ্যে—জয় বিজাপুর সুলতান মহম্মদআলিশাহ কি জয়।]

দ্রুত চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। মায়ি! বিজাপুর সৈন্য রায়গড় আক্রমণ করেছে।

জিজাবাঈ। সেকি?

চন্দ্ররাও। মহারাজ শিবাজীর অনুপস্থিতির সুযোগ বুঝে বিজাপুর সুলতান মহারাষ্ট্র জয় করতে চায়।

জিজাবাঈ। এ তার দুরাশা। চন্দ্ররাও! উদ্ধত বিজাপুর সুলতান জানেনা যে শিবাজীর মা এখনো জীবিত আছে।

চন্দ্ররাও। মায়ি, মহারাজ দেশে নাই—তাই এখন যুদ্ধ ক'রে শক্তি ক্ষয় না ক'রে বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিৎ।

জিজাবাঈ। বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি! চন্দ্ররাও, যে বিজাপুর সুলতান আমার বৃদ্ধ স্বামীকে বন্দী করেছিল! আমার শিব্বাকে হত্যা করবার জন্য যে সারা জীবন চেষ্টা করছে! যার আদেশে বিজাপুর সেনাপতি আফজলখাঁ আমার ভবানী মন্দির চূর্ণ করেছিল—সেই বিজাপুরের সঙ্গে আমি করব সন্ধি?

চন্দ্ররাও। সন্ধি ছাড়া এখন আমাদের অন্য কোন উপায় নাই।

জিজাবাঈ। কেন, মহারাষ্ট্রের সেনাপতিগণ কি মৃত?

চন্দ্ররাও। সেনাপতিগণ জীবিত, কিন্তু আজ তারা কেউ রায়গড়ে নাই। উদ্ধত সিদ্ধিরাওকে শাস্তি দেবার জন্য সেনাপতিগণ আজ সন্ধ্যায় বিশালগড় দুর্গে সেনা-সমাবেশ করতে গেছেন।

জিজাবাঈ। তুমিতো রয়েছ,—তোমার সৈন্যদল নিয়ে রায়গড় আক্রমণকারী ওই বিজাপুর সৈন্যদলকে বাধা দাও—

চন্দ্ররাও। আমি একা বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবনা, তাই আমি বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করতে চাই।

জিজাবাঈ। সন্ধি হবেনা—

চন্দ্ররাও। মায়ি—

জিজাবাঈ। তোমাকে এখুনি সৈন্য চালনা করতে হবে।

চন্দ্ররাও। এ আদেশ পালন করতে আমি অক্ষম।

জিজাবাঈ। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। চন্দ্ররাও পুরুষ, সে সামান্যা একটা নারীর ইঙ্গিতে চলবেনা।

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী, মায়ি জিজাবাঈয়ের আদেশ তুমি অমান্য করোনা।

চন্দ্ররাও। তুমি নারী, এ রাজনীতি তুমি বুঝতে পারবেনা।

লক্ষ্মীবাঈ। আমি কিছু বুঝতে চাইনা! শুধু জানতে চাই, তুমি মায়ির আদেশ পালন করবে কিনা?

চন্দ্ররাও। মায়ি যদি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেন, তবে আজ আমি মহারাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্রধারণ করবোনা।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। কি হবে মায়ি?

জিজাবাঈ। ভয় নেই লক্ষ্মীবাঈ, মায়ি জিজাবাঈ যতক্ষণ জীবিত থাকবে—ততক্ষণ শত্রুপক্ষ রায়গড় দুর্গ কেড়ে নিতে পারবেনা।

[নেপথ্যে—জয় বিজাপুর সুলতান কি জয়]

সরযূ। বিজাপুর সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে।

জিজাবাঈ। দুর্গদ্বার বন্ধ ক'রে দাও। পুরনারীদের দুর্গশীর্ষে সমবেত কর।

লক্ষ্মীবাঈ। শত্রু কবল থেকে দুর্গ রক্ষা করবে কে?

জিজাবাঈ। তুমি—আমি, এই দুর্গের সমস্ত পুরনারী দুর্গশীর্ষে সমবেত হয়ে ওই রায়গড় আক্রমণকারী বিজাপুর সৈন্যদলকে ধ্বংস করবো। মূর্খ বিজাপুর সুলতান জানেনা যে শিবাজীর রাজধানী রায়গড় দুর্গে একশত কামান প্রস্তুত আছে!—লক্ষ্মীবাঈ—সরযূবাঈ—

উভয়ে। আদেশ করুন মায়ি—

জিজাবাঈ। দুর্গশীর্ষ থেকে শত্রুপক্ষের উপর গুলি চালাও—কামান দাগ! শত্রুপক্ষকে বুঝিয়ে দাও যে হিন্দুনারী দুর্বলা নয়।

উভয়ে। জয় মায়ি জিজাবাঈ কি জয়।

[কামান গর্জ্জন ও সকলে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মথুরা-পথ।

চারিদিক দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ ভিখারীর বেশে শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। মোগল সৈন্যের ভয়ে চোরের মত আর্য্যাবর্ত্তের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি! বিশাল মোগলবাহিনী আমায় বন্দী করতে ছুটে আসছে। আমি এখন কি করি? কোথা যাই? মোগল সৈন্য যদি আমার সন্ধান পায়—আবার আমায় বন্দী ক'রে দিল্লী নিয়ে যাবে...... না—না আমায় হত্যা করে হিন্দুর সব আশা সমূলে বিনাশ করে দেবে।

ভবানীর আবির্ভাব।

গীত

ভবানী।—

এত ভয় কেন তব মনে ॥
মা যে রে তোর আছে সদা সনে ॥
ভোলাসাথে সতী ভবানী সাজিয়া
ফিরিছে পথে পথে তোমার লাগিয়া
বিধাতৃ সৃজিত হে রুদ্রদূত—
শত্রু রবে তব চরণ স্মরণে ॥

[অন্তর্দ্ধান।

শিবাজী। সর্ব্ব মঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে—
শরণ্যে ত্র্যম্বকে শিবে সীমন্তিনী ভবানি নমোঽস্তুতে ॥ [প্রণাম]

দ্রুত ছদ্মবেশে শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। পিতা। শত শত সৈন্য নিয়ে সেনাপতি দিলীরখাঁ আমাদের বন্দী করতে আসছে।

শিবাজী। তানাজী কোথায় ?

শম্ভাজী। আমরা পাহাড়ের এপারে আসবার পর আর তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

[নেপথ্যে—জয় সম্রাট আলমগীরের জয়।]

শম্ভাজী। ওই দেখুন পিতা মোগল সৈন্য এদিকে ছুটে আসছে।

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায় ?

সম্ভাজী। সে কোথায় পালিয়েছে—

শিবাজী। না শম্ভা, যে আমাদের দিল্লী থেকে মুক্ত ক'রে এতদূর নিয়ে এসেছে—সে আমাদের বিপদে ফেলে পালাতে পারেনা।

শম্ভাজী। তবে তিনি গেলেন কোথায় ?

দিলীরখাঁ ও সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ।

দিলীর। হো মুসাফির খাড়া রও!

[শিবাজী দিলীরকে দেখিয়া সহসা লাঠির উপর ভর করিয়া বোবা, কালা ভিখারীর অভিনয় আরম্ভ করিলেন।]

শম্ভাজী। বাবা একটি পয়সা দাও—বাবা একটি পয়সা দাও!

দিলীর। এই তোমাদের নাম কি?

শম্ভাজী। আমরা ভিখারী আমাদের আবার নাম—

দিলীর। সত্য বল, নতুবা আমি তোমাদের হত্যা করবো!

শম্ভাজী। হত্যা করলেতো আমরা বেঁচে যাই বাবা! এই বোবা-কালা বাপ্‌কে ধরে ধরে আর আমায় লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়না!

দিলীর। সত্য বলছ তোমরা ভিখারী?

শম্ভাজী। দেখে বুঝতে পারছেন না যে আমরা আপনাদের পলাতক আসামী নই!

দিলীর। এই তোমার নাম কি?

শিবাজী। [বিকৃত স্বরে] বো—বো—বো—

শম্ভাজী। বাবার নাম ভগবান দাস—

দিলীর। কোথা থেকে আসছ তোমরা?

শম্ভাজী। আমরা এই মথুরায় থাকি বাবা? আর বাপ্‌-ব্যাটায় ভিক্ষে ক'রে খাই।

দিলীর। আচ্ছা বলতে পার ওই পাহাড়ের উপর থেকে শর-বর্ষণ করছিল কারা?

শম্ভাজী। ওসব আমরা কি ক'রে জানবো বাবা,—আমরা ভিক্ষে করি পয়সা পাই—চলে যাই! দাওনা বাবা—আমাদের একটা পয়সা দাওনা!

দিলীর। আচ্ছা এই পথ দিয়ে কোন ঘোড়সওয়ারকে যেতে দেখেছো ?

শম্ভাজী। ঘোড়সওয়ার······হ্যাঁ দেখেছি, কিন্তু সে-তো একা যায়নি—তার সঙ্গে আমার মত একটা ছেলে আছে।

দিলীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ কোনদিকে গেল বলত ?

শম্ভাজী। এই যে একটু আগে এই পথে চলে গেল।

দিলীর। ওই পথ দিয়ে গেছে ?

শম্ভাজী। হ্যাঁ, আহা-হা এমন জানলে চীৎকার ক'রে আপনাকে জানিয়ে দিতাম।

দিলীর। এই নাও তোমার পুরস্কার! হ্যাঁ······যদি সেই ঘোড়-সওয়ারকে ধরতে পারি, আমি তোমাদের প্রচুর পুরস্কার দেব। সৈন্যগণ, ওই পথ দিয়ে দ্রুত চলে যাও! হয়তো পথের মাঝখানেই শিবাজীকে দেখতে পাবে। [দ্রুত প্রস্থান।

শিবাজী। শম্ভা—

শম্ভাজী। [দূরের দিকে দেখিতেছিল] পিতা, দিলীরখাঁ তার অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে ওই পথেই চলে গেল!

শিবাজী। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, পুত্র তুমি দীর্ঘজীবি হও! আজ তোমার বুদ্ধি-চাতুর্য্যেই আমার জীবন রক্ষা হলো।

শম্ভাজী। পিতা! আমার সৌভাগ্য যে আমি হিন্দু-গৌরব মহারাজ শিবাজীর পুত্র!

সন্ন্যাসীবেশে ক্লান্ত রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। দিলীরখাঁ! যদি আর একটা তীর পেতাম—

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর—

রঘুনাথ। মহারাজ—

শম্ভাজী। এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন?

রঘুনাথ। ওই পাহাড়ের উপরে—

শিবাজী। পাহাড়ের উপর থেকে আপনিই মোগল সৈন্যের উপর শর-বর্ষণ ক'রেছিলেন?

রঘুনাথ। হ্যাঁ মহারাজ—

শিবাজী। সন্ন্যাসী—

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। কই কোথায় সন্ন্যাসী?

শিবাজী। তানাজী, এই সন্ন্যাসীর কৃপায় আজও আমার জীবন রক্ষা হলো!

তানাজী। মহারাজ! এ সন্ন্যাসী নয়—ব্রাহ্মণ নয়—

শিবাজী। কি বলছ বন্ধু?

তানাজী। ঠিকই বলছি মহারাজ! আমি স্বচক্ষে এর শর বর্ষণ দেখেছি! ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীর বাহুতে এত শক্তি থাকতে পারেনা—যে একা শর্ বর্ষণ ক'রে দুইশত মোগল সৈন্যকে বিনাশ করতে পারে।

শিবাজী। সত্য বলুন—কে আপনি সন্ন্যাসীর বেশে বারে বারে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার জীবন রক্ষা করছেন?

শম্ভাজী। বলুন সন্ন্যাসী ঠাকুর আপনি আমাদের কে?

রঘুনাথ। আমি মহারাজ শিবাজীর দাস রঘুনাথ।

[ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিল]

শিবাজী। রঘুনাথ!

রঘুনাথ। অলীক সন্দেহে মহারাজের আদেশে মহারাষ্ট্র থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে, গুর্জ্জরের পথে প্রথম যেদিন শুনলাম মহারাজ শিবাজী মুসলমানের কারাগারে বন্দী, সেদিন হ'তে সন্ন্যাসী বেশে, রাজবৈদ্য

সেজে মহারাজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছি। মহারাজ একদিন আমায় অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। আপনারি শিক্ষায় আজ আপনাকে মুক্ত করেছি! মহারাজ, এইবার আমায় মুক্তি দিন।

শিবাজী। ওরে মহারাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবক তোকে বাদ দিয়ে আমার স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হ'তে পারেনা!

রঘুনাথ। মহারাজ আমায় গ্রহণ করতে পারেন না—তাঁরই আদেশে আমি মহারাষ্ট্র থেকে নির্ব্বাসিত!

শিবাজী। রাজা শিবাজী সেদিন তোমায় নির্ব্বাসন দিয়েছে, আজ মানুষ শিবাজী তোমায় সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে! এসো বীর—এসো স্বাধীন মহারাষ্ট্রের জাগ্রত সৈনিক—এসো ভাই—এসো তুমি তোমার অপরাধী রাজার বাহুবন্ধনে।

[রঘুনাথকে আলিঙ্গন]

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

গীত

জনার্দ্দন।—

স্বদেশের পথে চল বীর—চল বীর।
তোমার বিরহে কাঁদিছে সবে—
ফেলিছে অশ্রুনীর॥
গুরু আছে তব আশা-পথ চেয়ে
দুয়ারে দাঁড়ায়েছে "মা" মঙ্গল দীপ ল'য়ে
পুরনারী যবে শঙ্খ ক'রে—
ঘিরিয়া রয়েছে তোমার সাধনা মন্দির॥

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

রায়গড় দুর্গ।

সরযূ।

সরযূ। এক বৎসর কেটে গেল, কই রঘুনাথতো ফিরে এলোনা। মহারাজ! তিনিও কি তবে আর ফিরে আসবেন না?

চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। না, মহারাজ শিবাজী আর ফিরে আসবেন না।

সরযূ। আপনি এখানে কি চান্?

চন্দ্ররাও। আমার কিছু চাইনা—শুধু তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি।

সরযূ। কি কথা?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ খুব অসুস্থ—

সরযূ। কোথায় রঘুনাথ?

চন্দ্ররাও। সিংহগড়ে।

সরযূ। কি হয়েছে তার?

চন্দ্ররাও। বিজাপুরে যুদ্ধে সে আহত হয়েছে—

সরযূ। মহারাজ শিবাজীর নিষেধ সত্ত্বেও সে মহারাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্রধারণ করলে?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ বীর যোদ্ধা—তাই মহারাষ্ট্রের বিপদের দিনে সে নীরবে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেনা। অস্ত্র করে রণক্ষেত্রে ছুটে গেল, শত্রুপক্ষ পরাজিত হলো, কিন্তু রঘুনাথকে বোধ হয় এবার আমাদের চরদিনের মত হারাতে হয়।

সরযূ। সত্য বলছেন রঘুনাথ আহত ?

চন্দ্ররাও। আমাকে বিশ্বাস করবার কোন প্রয়োজন নাই! স্বচক্ষে দেখলেই সব বুঝতে পারবে।

সরযূ। চলুন আমি আপনার সঙ্গে সিংহগড়ে যাব।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। না তোমার যাওয়া হবেনা।

সরযূ। দিদি, রঘুনাথ আজ মৃত্যুশয্যায়—আমায় যেতেই হবে!

লক্ষ্মীবাঈ। না, তুমি যেতে পাবেনা—

চন্দ্ররাও। বুঝলাম, মৃত্যু যাকে ডাক দেয় মানুষ শত চেষ্টাতেও তাকে ধরে রাখতে পারেনা।

সরযূ। আমি যাব—আমি রঘুনাথকে দেখবো। আমায় ফেলে আমি তাকে এ জগৎ থেকে যেতে দেবনা।

চন্দ্ররাও। সত্য যদি মুমূর্ষু রঘুনাথকে দেখতে চাও, তবে আমার সঙ্গে চলে এসো।

লক্ষ্মীবাঈ। না, তোমার সঙ্গে ও যাবেনা!

চন্দ্ররাও। যাবার কোন প্রয়োজন নাই! আমি সব অপমান ভুলে রঘুনাথকে ক্ষমা করলে কি হবে, এ জগতে আপনজন তার কেউ নাই।

সরযূ। আমি আছি, জগতের সবাই তাকে বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক বলতে পারে কিন্তু আমি জানি সে নির্দ্দোষী, নিষ্পাপ, মহাপ্রাণ।

চন্দ্ররাও। তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কি—তাকে তোমার একবার দেখতে ইচ্ছা হয়না ?

সরযূ। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি যাব—আমি তাকে দেখবো—

চন্দ্ররাও। এসো, আমার সঙ্গে এসো—

লক্ষ্মীবাঈ। সরযূবাঈ—

সরযূ। দিদি, মুমূর্ষু স্বামীকে শেষ দেখার সুযোগ আমি হেলায় হারাতে পারিনা।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। সরযূ—সরযূ—

চন্দ্ররাও। হা—হা—হা—

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামি—

চন্দ্ররাও। আমার চক্রান্ত ভেদ করা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। ভুল হয়ে গেল! মহাভুল হয়ে গেল! কে আছ তূর্য্যধ্বনি কর। মায়িকে বিপদের সংবাদ দাও।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। কিসের বিপদ লক্ষ্মীবাঈ ?

লক্ষ্মীবাঈ। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল মায়ি—

জিজাবাঈ। কি হয়েছে ?

লক্ষ্মীবাঈ। আমার স্বামী সরযূকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে গেল।

জিজাবাঈ। কোথায় ?

লক্ষ্মীবাঈ। সিংহগড়ে—

জিজাবাঈ। সেকি ! সিংহগড় যে মোগল অধিকারে—

লক্ষ্মীবাঈ। সেইখানেই সরযূকে নিয়ে গেল।

জিজাবাঈ। চন্দ্ররাওয়ের এত স্পর্দ্ধা যে, আমার রায়গড় দুর্গ থেকে একটা বালিকাকে নিয়ে গেল মোগল অধিকৃত সিংহগড়ে ?

লক্ষ্মীবাঈ। স্পর্দ্ধা তাঁর এই প্রথম নয় মায়ি, তাঁরই চক্রান্তে রুদ্রমণ্ডল দুর্গে মহারাজকে তিনশত মারহাঠা বীর বলি দিতে হয়েছে! তাঁরই চক্রান্তে নির্দ্দোষী রঘুনাথ নির্ব্বাসিত, তাঁরই সাহায্যে বিজাপুর সুলতান

মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেছিল—তাঁরই সাহায্যে মোগল আজ মহারাষ্ট্রে আঘাত দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে!

জিজাবাঈ। লক্ষ্মীবাঈ—

লক্ষ্মীবাঈ। এ আমি কি করলাম! আমি নিজেই আমার স্বামীর মৃত্যুবান রচনা করলাম! না—না আমার কথা সত্য নয় সব মিথ্যা—সব মিথ্যা। ভগবান, তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা কর দয়াময়—

[প্রস্থান।

জিজাবাঈ। মা-ভবানী, শিব্বার বাহুবলে স্থাপিত মহারাষ্ট্র কি গৃহ-শত্রুর চক্রান্তে ধ্বংস হ'য়ে যাবে?

শিবাজী, তানাজী ও রঘুনাথের প্রবেশ।

শিবাজী। শিবাজী জীবিত থাকৃতে মহারাষ্ট্র ধ্বংস হবেনা মা?

[সকলে জীজাবাঈকে প্রণাম]

জীজাবাঈ। শিব্বা? ফিরে এসেছিস্? আমার শম্ভা কোথায়?

শিবাজী। পথে তাকে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে রেখে এসেছি। অবিলম্বে সে নিরাপদে মহারাষ্ট্রে ফিরে আস্‌বে।

তানাজী। রাজ্যের সংবাদ কি মায়ি?

জিজাবাঈ। বিজাপুর সুলতান মহারাষ্ট্র আক্রমণ ক'রেছিল। আমরা তাকে যথা-যথ অভ্যর্থনা ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছি।

তানাজী। তার পরের সংবাদ?

জিজাবাঈ। সেনাপতি চন্দ্ররাও মহারাষ্ট্র ধ্বংসের চেষ্টা ক'রছে।

শিবাজী। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী—!

জিজাবাঈ। শুধু বিদ্রোহী নয়, সে শয়তান। মোগলের সাহায্যে মহারাষ্ট্রের সিংহাসন অধিকার করবার জন্য রায়গড় দুর্গ থেকে এক বালিকাকে নিয়ে গেছে মোগল-বীরপুরুষদের উপহার দিতে।

তানাজী। কে সেই বালিকা?

জিজাবাঈ। জনার্দ্দন পুরোহিতের পালিত কন্যা—

রঘুনাথ। সরযূ! চন্দ্ররাও সরযূকে সিংহগড়ে নিয়ে গেছে? মহারাজ সরযূ উদ্ধারের উপায়।

শিবাজী। তানাজী প্রস্তুত হও, সরযূ উদ্ধারের জন্য এখুনি আমাদের সিংহগড় আক্রমণ ক'রতে হবে!

জিজাবাঈ। শুধু সরযূ উদ্ধার নয়—সেই সঙ্গে আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সিংহগড় দুর্গ আমার চাই!

তানাজী। একটা দিন অপেক্ষা করুন মায়ি। পথে আস্‌তে আস্‌তে সংবাদ পেয়েছি আজ আমার একমাত্র পুত্রের বিবাহের দিনস্থির হয়েছে। বিবাহ কার্য্য শেষ করেই আমি সিংহগড় আক্রমণ ক'রব।

জিজাবাঈ। বিবাহ কার্য্য বন্ধ ক'রে দাও—

তানাজী। মায়ি—

জিজাবাঈ। তোমার মায়ির আদেশ—এই মুহূর্ত্তে তোমায় সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ ক'রতে হবে।

তানাজী। না—না মায়ি আপনি আমার উপর এত কঠোর হবেন না।

জিজাবাঈ। এত কঠোর হতাম্‌না তানাজী, যদি আমার দুর্গ থেকে এক নিষ্পাপ বালিকাকে না হারাতাম! যদি এই মুহূর্ত্তে তুমি সিংহগড় আক্রমণ না কর তবে দেশদ্রোহীর চক্রান্তে একটা বালিকার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। তানাজী মাতৃজাতি-মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষা ক'রতেই মহারাজ শিবাজীর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা! সেই ধর্ম্ম রাজ্যের সৈনিক হ'য়ে যদি মাতৃ-জাতির ধর্ম্মরক্ষা ক'রতে না পার তবে তোমাদের মৃত্যুই মঙ্গল।

শিবাজী। মা, আমি সিংহগড় আক্রমণ ক'রবো।

তানাজী। না, সিংহগড় দূর্ভেদ্য দূর্গ তোমায় আমি সেখানে যেতে দেবনা।

শিবাজী। আমি যাব—

তানাজী। না আমি যাব—

জিজাবাঈ। তানাজী, মনে রেখো আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সিংহগড় আমার চাই। যদি সিংহগড় জয় ক'রতে না পার এজীবনে আর আমি তোমার মুখদর্শন করবো না। [প্রস্থান।

তানাজী। মায়ি! আপনার আদেশ পালন ক'রতে এই মূহূর্ত্তে আমি ঝঞ্ঝার মত সিংহগড়ে ছুটে যাবো। মোগলকে বুঝিয়ে দেব যে আমরা জীবিত থাকতে, দেশদ্রোহীর চক্রান্তে তারা মহারাষ্ট্রের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

শিবাজী। তোমার সঙ্গে কত সৈন্য চাই?

তানাজী। তোমার ইচ্ছা হয় সৈন্য পাঠিয়ো না হয় একজনেরও প্রয়োজন নাই। তানাজী আজ মায়ের আদেশে করাল মূর্ত্তি ধারণ ক'রে জয়ের নিশান হাতে নিয়ে সাগ্রহে ছুটে যাবে মরণকে বরণ করতে।

[প্রস্থান।

শিবাজী। রঘুনাথ তোমার সমস্ত বাহিনী নিয়ে, তুমি তানাজীকে সাহায্য ক'রবে।

রঘুনাথ। মহারাজ! যদি সিংহগড় জয় করে সরযুকে উদ্ধার করতে পারি—তবেই আপনার কাছে ফিরে আসবো। হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানের ঘরে তুলে দিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই না। যদি প্রযোজন হয়—একটা হিন্দু-নারীর ধর্ম্ম রক্ষা করতে সিংহগড়ে মারহাঠার রক্তে রক্ত নদী সৃষ্টি হবে। তবু পরাজয় বরণ করে সিংহগড় থেকে আমরা ফিরে আসবো না। [প্রস্থান।

শিবাজী। শুধু সিংহগড় নয়! দাক্ষিণাত্যের সমস্ত স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিকে দলিত নিষ্পেষিত ক'রে তার উপর গ'ড়ে তুলবো আমার দীন দরিদ্র নির্য্যাতিত জাতির স্বাধীন ধর্ম্ম-রাজ্য।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পুরন্দর দুর্গ।

দিলীরখাঁ।

দিলীর। শিবাজী! শিবাজী! দিল্লী হতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত ছুটে এলাম, তবু শিবাজীকে ধরতে পারলাম না! সম্রাট আমায় বার বার পত্র লিখে জানাচ্ছেন, যেমন করে পার শিবাজীকে বন্দী ক'রে দিল্লী পাঠিয়ে দাও! সাহাজাদা মোয়াজীম আর মহারাজ জয়সিংহ প্রতি পদে আমার কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য······ হ্যাঁ সম্রাটের আদেশ পালন।

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। জনাব হুকুম তামিল করেছি। বাঈজীকে আপনার পত্র দিয়েছি।

দিলীর। কি বললে?

আনোয়ারী। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে এক মুখ হেসে বললে— তোম্ যাও হাম্ খাঁসাব্‌কো সাথ মোলাকাৎ করেগা!" ব্যাস্ আমি অমনি সিদে আপনার কাছে চলে এলাম!

দিলীর। ব্যাস্ ঠিক আছে, হ্যাঁ সাহাজাদার সংবাদ কি ?

আনোয়ারী। তিনি আজ তিনদিন সুরা আর সাকী নিয়ে গুলবাগে পড়ে আছেন।

দিলীর। খুব সাবধান একথা প্রকাশ হলে তোমার গর্দ্দান যাবে।

আনোয়ারী। আরে সর্ব্বনাশ! এতদিন কোর্ম্মা-কাবাব খেয়ে যে গর্দ্দান ফুলিয়েছি, সেকি একটা কথার প্যাঁচে কোতল হতে দিতে পারি! ও আপনি ঠিক জেনে রাখবেন আমার জান না যাওয়া পর্য্যন্ত একথা কেউ জানতে পারবেনা।

সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। আদাব খাঁসাহেব!

দিলীর। এসো বাঈজী—

আনোয়ারী। আইয়ে বিবিসাব্—

দিলীর। আনোয়ারী তুমি বাইরে যাও—

আনোয়ারী। যাঃ বাবা, আমে-দুধে এক হলো আর আঁটি পড়ে গড়াগড়ি গেল!

সুরাইয়া। তুমি যাও—আমাদের একটু গোপন কথা আছে।

আনোয়ারী। হুকুম যখন হয়েছে তখন যেতেই হবে। দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

[প্রস্থান।

দিলীর। আমার পত্র তুমি পেয়েছ ?

সুরাইয়া। পেয়েছি।

দিলীর। আমি দাক্ষিণাত্য থেকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাই, তোমাকে এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে।

সুরাইয়া। আমি এ বিষয়ে আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি ?

দিলীর। সাহাজাদাকে ত্যাগ ক'রে তোমাকে আমার বেগম হতে হবে।

সুরাইয়া। তাইতো আপনি আমায় বড় ভাবিয়ে তুললেন।

দিলীর। সাহাজাদার মন যুগিয়ে তোমার কোন সুবিধা হবেনা! তুমি যদি সিংহাসনে বসতে চাও—আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

সুরাইয়া। আপনি আমায় ময়ুর সিংহাসনে বসাতে পারেন?

[দিলীরের দুই হাত ধরিলেন]

দিলীর। না, ময়ুর সিংহাসনে বসাতে পারবনা, তবে চেষ্টা ক'রে দেখবো। তুমি যদি আমার বেগম হও আমি তোমাকে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানা বলে ঘোষণা করবো।

সুরাইয়া। সত্য বলছেন?

দিলীর। আফ্গান সেনাপতি মিথ্যা কথা বলেনা। সুন্দরী তোমার রূপ-যৌবন আমায় পাগল করেছে। তোমার জন্য প্রয়োজন হ'লে আমি আমার প্রভু ঔরংজেবকেও হত্যা করতে পারি।

সুরাইয়া। ব্যাস্! আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

দিলীর। বেশ, তবে এই পত্রে সাহাজাদার শীলমোহর ক'রে দাও।

[সুরাইয়াকে পত্র দান]

সুরাইয়া। পত্রে কি লেখা আছে?

[পত্র খুলিতে গেল]

দিলীর। থাক্। এখন নয়! এ পত্রের বিষয় অবগত হবে তখন—যখন আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানা বলে ঘোষণা করবো। খুব সাবধান কেউ যেন জান্তে না পারে।

সুরাইয়া। সুরাইয়া বাঈজী হলেও বেকুব নয়।

দিলীর। চমৎকার—

সুরাইয়া। সত্যই যদি আপনি আমায় সুলতানা করতে পারেন, আমি হব আপনার পিয়ারী জান !—

[প্রস্থান।

দিলীর। ওই এক ঢিলে দুই পাখী শিকার হবে—সাহাজাদা মোয়াজীম আর মহারাজ জয়সিংহ।

চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। জনাব—

দিলীর। কে তুমি ?

চন্দ্ররাও। আমি একজন মারহাঠা সৈনিক—নাম চন্দ্ররাও।

দিলীর। এখানে কি চাও ?

চন্দ্ররাও। জনাবের কাছে একটু আশ্রয় চাই।

দিলীর। বিশ্বাসঘাতক মারাঠাদের আশ্রয় দেওয়া সম্রাটের নিষেধ।

চন্দ্ররাও। আমাকে যদি বিশ্বাস করতে না পারেন—আপনি আমায় বন্দী করুন ! তবু আমি আপনার আশ্রয় চাই ! জনাবের বন্দী হতে পারি, তবু দস্যু শিবাজীর অধীনে আর আমি চাকরী করবোনা।

দিলীর। আমি তোমায় আশ্রয় দিতে পারি এক সর্ত্তে।

চন্দ্ররাও। কি বলুন ?

দিলীর। যদি তুমি শিবাজীর রায়গড় দুর্গের গুপ্ত পথের সন্ধান দিতে পার।

চন্দ্ররাও। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, রায়গড় আক্রমণে আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো ! এমন কি আমি ইচ্ছা করলে দস্যু শিবাজীকেও আপনার হাতে তুলে দিতে পারি।

পুনঃ সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। এই নিন্ পত্রে শীলমোহর দিয়ে সাহাজাদার সই করিয়ে দিয়েছি।

দিলীর। [সুরাইয়ার হাত হইতে পত্র লইয়া] এই পত্রে সাহাজাদা সই করেছেন?

সুরাইয়া। হঁ্যা—মাতালের খেয়ালে সই করে দিয়েছেন।

দিলীর। চমৎকার—

সুরাইয়া। খুব সাবধান সাহাজাদা যেন জান্‌তে না পারে যে, আমি এই পত্র আপনাকে দিয়েছি।

দিলীর। কোন ভয় নেই তুমি যাও—আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

সুরাইয়া। আমার কথা যেন মনে থাকে—

দিলীর। তোমায় আমি এ জীবনে ভুলতে পারব না।

সুরাইয়া। ধন্যবাদ—আদাব— [প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। দয়া ক'রে আপনি আমায় একটু আশ্রয় দিন্, আমি চিরদিন আপনার গোলাম হয়ে থাকব!

দিলীর। বেশ তুমি এখানে আশ্রয় পাবে—

মত্ত অবস্থায় মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। সত্য বল বাঈজী তুমি কিসে আমায় সই করালে?... একি দিলীরখাঁ! বাঈজী কোথায় গেল?

দিলীর। বাঈজী!

মোয়াজীম। হঁ্যা—হঁ্যা—কাশ্মীরি বাঈজী—

দিলীর। তিনি হারেম ছেড়ে এখানে আসবেন কেন?

মোয়াজীম। ও এদিকে আসেনি......এই তুমি দেখেছ?

চন্দ্ররাও। না জনাব আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।

মোয়াজীম। তোমাকেও তো আমি কখনো এখানে দেখিনি।

চন্দ্ররাও। আমি জনাবের কৃপাপ্রার্থী।

মোয়াজীম। সে আমি দেখেই বুঝেছি, এখন খুলে বল প্রার্থনাটা কি?

সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। আমার সর্ব্বনাশ সাধন—

মোয়াজীম। সেকি!

সরযূ। সত্য কথা সাহাজাদা—

চন্দ্ররাও। না—না সম্পূর্ণ মিথ্যা—

মোয়াজীম। মিথ্যা?

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ জনাব, এই ক'দিন হলো ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই ওই রকম মাঝে মাঝে ভুল বকে।

মোয়াজীম। মাথা খারাপ হয়ে গেছে······আচ্ছা আমি ওর মাথা সারিয়ে দিচ্ছি। বালিকা! তোমার পরিচয়?

সরযূ। আমি মহারাজ শিবাজীর আশ্রিতা রাজপুত কন্যা—

মোয়াজীম। মহারাজ শিবাজীর আশ্রিতা হয়ে তুমি মোগল দুর্গে প্রবেশ করলে কি ক'রে?

সরযূ। আমি এক মারাঠা সেনানীর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। এই মহাপুরুষ তাঁর বিপদের কথা শুনিয়ে—আমায় ভুল বুঝিয়ে, রাতের অন্ধকারে রায়গড় হতে এখানে নিয়ে এসেছেন!

মোয়াজীম। চমৎকার—

চন্দ্ররাও। জনাবের কাছে আশ্রয় পাবার জন্য, গোলাম এই নজ্‌রাণা নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে!

মোয়াজীম। আমি কি তোমার কাছে এই নজরাণা চেয়েছি দোস্ত্?

দিলীর। রূপপ্রিয় সাহাজাদার কণ্ঠে এ এক নূতন বাণী উচ্চারণ হলো!

মোয়াজীম। দিলীরখাঁ—

দিলীর। আমি জান্‌তে চাই, সাহাজাদা এই মারহাঠা বীরকে আশ্রয় দেবেন কিনা ?

মোয়াজীম। মারহাঠা বীরকে আশ্রয় ?

সরযূ। সাহাজাদা একটা হিন্দুনারীর জীবন ব্যর্থ করে এই লম্পটকে আশ্রয় দিলে মোগল সাম্রাজ্যের কোন মঙ্গল হবেনা।

মোয়াজীম। সত্য কথা—

চন্দ্ররাও। সাহাজাদা মহান—উদার! তাঁকে এই সুন্দরী তরুণী উপহার দিয়ে বিনিময়ে আমার আশ্রয়লাভই হবে, আমার যোগ্য পুরস্কার।

মোয়াজীম। পুরস্কার—ঘরের মেয়েকে বাহিরে নিয়ে এসে, যারা তাঁদের পরপুরুষের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়—তাদের পুরস্কার এই পয়জার।

দিলীর। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। দিলীরখাঁ! নারী-নির্য্যাতনের ফলেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে আজ ভাঙ্গন ধরেছে।

দিলীর। নারীর কোমল স্পর্শ ছাড়া, যিনি এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করতে পারেন না, তাঁর মুখে একথা শোভা পায়না।

মোয়াজীম। আমি লম্পট—আমি মদ্যপ সব সত্য। আমি রোপেয়া দিয়ে বাজারের রূপসী বাঈজী ক্রয় করি, সতী নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে পাপ-বাসনা চরিতার্থ করিনা।

সরযূ। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। তুমি মুক্ত বহিন—

সরযূ। আমি রায়গড়ে ফিরে যেতে চাই।

মোয়াজীম। আমি সসম্মানে তোমায় রায়গড়ে পৌছে দেবো।

দিলীর। যুদ্ধের সময় সামান্য একটা নারীর জন্য সাহাজাদার জীবন বিপন্ন করা উচিত নয়।

মোয়াজীম। বহিনের ধর্ম্ম রক্ষা করতে—যদি ভাইয়ের বিপদ হয়,—সহস্রবার আমি সেই বিপদকে বরণ করতে প্রস্তুত।

সরযূ। সাহাজাদার মহত্বের দ্বারে এই দীনা ভগ্নি চিরদিন কৃতজ্ঞ—

[প্রস্থান।

দিলীর। সাহাজাদার এ ঔদ্ধত্ত আমি সহ্য করবোনা।

মোয়াজীম। গোলামের রক্তচক্ষু ভয়ে, প্রভু তার অন্যায়েরও প্রশ্রয় দেবেনা।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। জনাব এখন উপায়?

দিলীর। তোমার কোন ভয় নেই চন্দ্ররাও। সাহাজাদার এই দম্ভের শাস্তি যদি না দিতে পারি, আর আমি সম্রাটের পক্ষে অস্ত্রধারণ করবোনা।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। সাহাজাদা—সাহাজাদা—

দিলীর। কি সংবাদ মহারাজ?

জয়সিংহ। সাহাজাদা কোথায়?

দিলীর। মাতাল হয়ে বাঈজী নিয়ে গুল্‌বাগে পড়ে আছেন।

জয়সিংহ। তাহ'লে উপায়?

দিলীর। কিসের?

জয়সিংহ। শিবাজীর সেনাপতি বীরবর তানাজী আমাদের সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ করেছে।

দিলীর। আপনার সমস্ত সৈন্য নিয়ে বীরবর উদয়ভানু সিংহগড়ে আছেন, তিনি মারহাঠাদের বাধা দিতে পারছেন না ?

জয়সিংহ। উদয়ভানু প্রাণপণে মারহাঠাদের গতিরোধ করবার চেষ্টা করছেন ! তিনি পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, "এই মুহূর্ত্তে যদি নূতন সৈন্য সাহায্য না পাই তাহ'লে আমাদের সিংহগড় দুর্গ হারাতে হবে।"

দিলীর। শয়তান উদয়ভানু—

জয়সিংহ। দিলীরখাঁ—

দিলীর। পত্র লিখে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ ক'রে সিংহগড় দুর্গ মারহাঠাদের হাতে তুলে দিতে চায় !

জয়সিংহ। এ আপনার ভুল ধারণা দিলীরখাঁ।

দিলীর। মহারাজও দেখ্‌ছি শয়তান উদয়ভানুর পক্ষ সমর্থন করেছেন।

জয়সিংহ। বীরবর উদয়ভানু বিপন্ন, আমার সমস্ত রাজপুত বাহিনী অবরুদ্ধ...আমার অনুরোধ দিলীরখাঁ, এই মুহূর্ত্তে আপনি উদয়ভানুকে সৈন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করুন !

দিলীর। উদয়ভানুকে আমি সৈন্য সাহায্য করবোনা।

জয়সিংহ। তাহ'লে সৈন্যের অভাবে আমাদের সিংহগড় দুর্গ হারাতে হবে।

দিলীর। সিংহগড় যদি হারাতে হয়, সৈন্যের অভাবে হারাতে হবেনা—হবে তা মহারাজ জয়সিংহের চক্রান্তে।

জয়সিংহ। দিলীরখাঁ ! জয়সিংহ যদি চক্রান্ত সৃষ্টি করতো তাহ'লে বহু পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের মাটীতে আপনার সমাধি হয়ে যেত !

দিলীর। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। আমার আদেশ আপনাকে, এখুনি সিংহগড়ে সৈন্য পাঠাতে হবে।

দিলীর। সম্রাটের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি সিংহগড়ে সৈন্য পাঠাবোনা।

জয়সিংহ। শিবাজী যদি সিংহগড় কেড়ে নেয়, দাক্ষিণাত্যে মোগলের কোন অস্তিত্ব থাকবেনা।

দিলীর। রাজপুত শক্তিকে সাহায্য ক'রে মোগলের কোন মঙ্গল হবেনা।

জয়সিংহ। এই বৃদ্ধ রাজপুত, অচল-অটল, হিমাদ্রীর মত আজও মোগল সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দাক্ষিণাত্যের দুর্গশীর্ষে মোগলের বিজয় পতাকা উড়ছে। যেদিন জয়সিংহ থাকবেনা, সেদিন দাক্ষিণাত্যে মোগলের কোন অধিকার থাকবেনা।

দিলীর। আপনার এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেই সম্রাট আপনাকে পদচ্যুত করেছেন।

জয়সিংহ। সম্রাট আমায় পদচ্যুত করেছেন ?

দিলীর। হ্যাঁ, তিনি বুঝতে পেরেছেন, আপনি দাক্ষিণাত্যে থাকলে শিবাজী দমন অসম্ভব। তাই তিনি আপনাকে দিল্লী ফিরে যেতে লিখেছেন।

জয়সিংহ। সম্রাট যতদিন আমায় পত্র না দেন ততদিন পর্য্যন্ত আমি দাক্ষিণাত্যে থাকব।

দিলীর। সম্রাটের এই আদেশের পর যদি আপনি দাক্ষিণাত্যে থাকতে চান, আপনাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

জয়সিংহ। জয়সিংহকে বন্দী করবার মত শক্তিমান পুরুষ মোগল সাম্রাজ্যে নাই।

দিলীর। তামাম্ হিন্দুস্থানের বাদশাহের আদেশ পালন করতে, আমি আপনাকে বন্দী করবো।

জয়সিংহ। তার আগেই আপনার মাথাটা আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে।

দিলীর। সাবধান মহারাজ—

জয়সিংহ। একা দিলীরখাঁ জয়সিংহকে বন্দী করতে পারবেন না। আফ্‌গান সেনাপতি! যদি এই রাজপুত শক্তির পরীক্ষা নিতে চান্—তবে সমস্ত আফ্‌গান বাহিনী নিয়ে ছুটে আসুন। আমি একা শক্তি-সংঘাতে আপনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে, আমার শক্তির পরীক্ষা দিয়ে যাই।

দিলীর। সম্রাটের আদেশ আপনি পালন করবেন কিনা ?

জয়সিংহ। না—

দিলীর। মহারাজ!

জয়সিংহ। সম্রাটের গোলামী করছি বলে, তাঁর কাছে আমি আত্ম-বিক্রয় করি নাই। [প্রস্থান।

দিলীর। ওই অহঙ্কারেই আপনার পতন হবে মহারাজ! চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। জনাব—

দিলীর। আমি তোমার আনুগত্যটা যাচাই ক'রে নিতে চাই।

চন্দ্ররাও। জনাবের আদেশে এ গোলাম জীবন দিতে প্রস্তুত!

দিলীর। সিংহগড় আক্রমণকারী মারহাঠা সেনাপতি তানাজীকে হত্যা ক'রে শিবাজীর বাহু ভেঙ্গে দিতে হবে। তুমি এই মুহূর্ত্তে দ্রুতগামী অশ্বে সিংহগড়ে গিয়ে, মারাঠা সৈন্যদলে মিশে, গোপনে তানাজীকে হত্যা করবে।……হ্যাঁ, আর সঙ্গে নিয়ে যাবে একশত দুর্দ্ধর্ষ খোরসানি ফৌজ।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। শিবাজীর দক্ষিণ-হস্ত দাম্ভিক তানাজী এইবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

সিংহগড় দুর্গের সম্মুখ ।

[নেপথ্যে—"জয় মহারাজ শিবাজীর জয় ।"]

দ্রুত রক্তাক্ত তানাজীর প্রবেশ ।

তানাজী । এগিয়ে চল ভাইসব—এগিয়ে চল ! দুর্গ রক্ষক উদয়ভানু মরেছে । এইবার আমরা দুর্গে প্রবেশ ক'রে দুর্গশীর্ষ থেকে মোগল-পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মহারাজ শিবাজীর গৈরিক পতাকা উড়িয়ে দেব ! এগিয়ে চল ভাইসব—এগিয়ে চল !

জনার্দ্দনের প্রবেশ ।

গীত

জনার্দ্দন ।—

ওরে দুর্গম পথের যাত্রি দল ।
চল্ চল্ চল্ এগিয়ে চল্ ॥
প্রণাম দিয়ে মায়ের পায়ে
আশীষ তাঁহার মাথায় নিয়ে
জয়ের নেশায় বিভোর হয়ে
চল্ এগিয়ে চল্ ॥
মৃত্যু তোদের ভৃত্য হবে
জগৎ জুড়ে কীর্ত্তি রবে
জীবন গাঁথা, গাইবে তোদের চারণ কবির দল ॥

তানাজী । পণ্ডিতমশাই ! মায়ি জিজাবাঈকে সংবাদ দিন্, সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাবার আগেই আমরা দুর্গদ্বারে সমবেত হয়েছি । দুর্গে প্রবেশ ক'রে তোপধ্বনি করলে, মায়ি যেন আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন যে, তানাজী তাঁর আদেশ পালন করতে পেরেছে কিনা । জয় মায়ি জীজাবাঈ কী জয় ! [প্রস্থান ।

রঘুনাথ। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। লুকিয়ে ফেল বন্ধু—ওকে লুকিয়ে ফেল। চারিদিকে শত সহস্র নারী-লোলুপ শয়তান ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার হয়ত ওকে তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন হয়তো বহিনের ধর্ম্ম রক্ষা করতে এ ভাই আর দুনিয়ায় থাকবেনা।

রঘুনাথ। সাহাজাদা আপনি কি—

মোয়াজীম। এ মাতালের খেয়াল। আদাব ভাই—বিদায় বহিন্—

[প্রস্থান।

রঘুনাথ। সরযূ সাহাজাদা কি মানুষ না দেবতা?

সরযূ। উনি শাপভ্রষ্ট দেবতা—

[নেপথ্যে—"জয় মহারাজ শিবাজীর জয়।"

রঘুনাথ। একি মহারাজের জয়ধ্বনি, তবে কি সাহাজাদা কোন বিপদে পড়লেন……না—না সেনাপতি তানাজী বোধ হয় আহত। এসো আমরা দুর্গের ভিতরে যাই।

উভয়ে। জয় মহারাজ শিবাজীর জয়।

[সরযূর হাত ধরিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে উভয়ে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সিংহগড় দুর্গ অভ্যন্তর।

যুদ্ধ করিতে করিতে তানাজী ও চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

তানাজী। চন্দ্ররাও দেশদ্রোহী শয়তান! তানাজী আজ আহত তাই তুমি এখনো জীবিত।

চন্দ্ররাও। শিবাজীর দক্ষিণ হস্ত বীরবর তানাজী এইবার তুমি চিরদিনের মত মাটির বুকে লুটিয়ে পড়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে করিতে তানাজীকে আঘাত করিলেন।]

তানাজী। উঃ শয়তান—

চন্দ্ররাও। হা—হা—হা এইবার তানাজী মরবে, শিবাজীর বাহু ভেঙ্গে যাবে—দিলীরখাঁ আমায় প্রচুর পুরস্কার দেবেন! [প্রস্থান।

[নেপথ্যে রঘুনাথ—"সেনাপতি—সেনাপতি"]

তানাজী। রঘুনাথ তোপধ্বনি কর—মায়িকে দুর্গ জয়ের সংবাদ দাও—

[নেপথ্যে—কামান গর্জ্জন]

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। সেনাপতি—

তানাজী! রঘুনাথ! চন্দ্ররাও আমায় শেষ আঘাত দিয়ে গেল।

সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। কই কোথায় সেই শয়তান?

তানাজী। সে চলে গেছে মা! রঘুনাথ, ওই চন্দ্ররাও মহারাষ্ট্রের ভাগ্যাকাশের ধূমকেতু। সেই শয়তান জীবিত থাকলে শেষে আমার মত মহারাজ শিবাজীর জীবনও বিপন্ন হ'তে পারে।

[তরবারিতে ভর দিয়া উঠিলেন]

সরযূ। আপনি উঠ্‌তে চেষ্টা করবেন না—ক্ষতস্থান দিয়ে আরও রক্তপাত হবে।

তানাজী। আমায় উঠ্‌তে হবে, যেতে হবে রায়গড়ে—মায়িকে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ দিতে হবে!

রঘুনাথ। এ অবস্থায় আমি কি ক'রে আপনাকে রায়গড়ে নিয়ে যাব।

তানাজী। আমি পায়ে হেঁটে যাব! ওই রায়গড় দেখা যায়। তোমরা দুজনে আমার দুবাহু ধর—আমি ঠিক চলে যাব!

সরযূ। না—না আপনি যেতে পারবেন না। আপনি একটু বসুন! [রঘুনাথের প্রতি] তুমি মায়িকে সংবাদ দাও!

রঘুনাথ। আমি তোপধ্বনি ক'রে দুর্গ জয়ের সংবাদ দিয়েছি—

তানাজী। তোমরা আমায় রাযগড়ে নিয়ে চল—

সরযূ। আপনি যেতে পারবেন না—!

তানাজী। যেতে পারবো না? সিংহগড় বিজয়ী তানাজী এইটুকু পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবেনা? বাল্যকাল থেকে যে শিবাজীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে-পর্ব্বতে—অরণ্যে ছুটে বেড়িয়েছে। যে তানাজী শিবাজীর আদেশে রাতের পর রাত দুর্গের পর দুর্গ জয় করেছে—সে আজ এইটুকু পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবেনা? খুব পারব!

সরযূ। না আপনি পারবেন না—

তানাজী। তোমরা যদি আমায় সাহায্য না কর,—ছেড়ে দাও। আমি রায়গড়ে যাব,—মায়ি জিজাবাঈকে প্রণাম করবো—মহারাজ শিবাজীকে দেখব।

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। তানাজী—

[তানাজীকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

তানাজী। শিব্বা—বন্ধু! কাছে এসো ভাই! শেষবার আমি তোমায় একবার ভাল করে দেখি।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। তানাজী! কই আমার পুত্র তানাজী কোথায়?

তানাজী। মায়ি, ওই দেখুন—সূর্য্যদেব এখনো অস্তাচলে যায়নি। আমার প্রতিশ্রুতি মত সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি মোগল অধিকৃত সিংহগড় দুর্গ জয় করেছি!

জিজাবাঈ। সিংহগড় জয় হয়েছে। কিন্তু মারহাঠার সেরা সিংহ যে আজ চলে যায়!

তানাজী। মা! নীচ ঘৃণিত অসভ্য পাহাড়িয়া মাওলাদের—তুমি আশ্রয় দিয়ে, স্নেহ দিয়ে সভ্যতার চরম শিখরে তুলেছ। তোমার দেওয়া সেই সভ্য জীবন আজ তোমার কাজেই দান করে গেলাম। মা! তুমি রইলে, আর রইল ভারত গৌরব মহারাজ শিবাজী। দেখো মা, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যে দেশকে আমরা স্বাধীন করে গেলাম, তাকে যেন আর মোগলের পদানত হ'তে না হয়!

জিজাবাঈ। তানাজী—

তানাজী। বিদায় মা—এ জনমের মত বিদায়—

[সরযুর কাঁধে ভর দিয়া প্রস্থান।]

জিজাবাঈ। তানাজী! উঃ! কি ভুল করেছি! মা-ভবানীর ভীমা-মূর্ত্তির সাধনা ক'রে, আমি যে "মা"—একথা ভুলে গিয়েছিলাম! আর নয়, আর আমি রণসঙ্গিনী সাজতে চাইনা মা! তানাজী আমার মনে যে আঘাত দিয়ে গেল,—সারা জীবনে তার ক্ষত শুখাবেনা। রাজ্য-ঐশ্বর্য্য কিছু চাইনা! মা-ভবানি আমার শুধু এই প্রার্থনা—আজ থেকে আমি যেন "মা" হয়ে বেঁচে থাকি। [প্রস্থান।

শিবাজী। রঘুনাথ—

রঘুনাথ। মহারাজ!

শিবাজী। তানাজীর মৃত্যু আমাদের উপর গুরুভার চাপিয়ে দিয়ে গেল। এইবার আমাদের তানাজী হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

রঘুনাথ। বীরবর তানাজীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হ'লে, সর্ব্ব প্রথম আঘাত করতে হবে চন্দ্ররাওকে।

শিবাজী। চন্দ্ররাও! দেশদ্রোহী শয়তান চন্দ্ররাওকে আশ্রয় দিয়ে, মোগল আমার তানাজীকে কেড়ে নিয়েছে! রঘুনাথ মোগল এখনো শিবাজীর রুদ্রমূর্ত্তি দেখেনি। এইবার দেখ্‌বে, বুঝবে যে শিবাজী সামান্য মানুষ নয়। রঘুনাথ! মহারাষ্ট্র বাহিনীকে দলে দলে বিভক্ত ক'রে দিকে দিকে জয় যাত্রার অভিযান কর। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা; আহাম্মদনগর, কর্ণাট, হায়দ্রাবাদ ধ্বংস ক'রে, বিন্ধ্যাচল হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত— সমস্ত মুসলমান রাজ্যের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, উড়িয়ে দাও সেখানে গুরু রামদাসের দেওয়া, হিন্দুর জাতীয় নিশান "গৈরিক পতাকা"।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গোয়ালীয়র দুর্গ।

কোরাণ পাঠে ব্যাপৃত ঔরংজেব।

ঔরংজেব। শিবাজী! শিবাজী! উঃ—কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! জয়সিংহ মোয়াজীম আর শিবাজী। দিলীর—

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। জনাব—

ঔরংজেব। মোয়াজীমের এই পত্র তুমি কোথায় পেলে—

দিলীর। কৌশলে এক পত্রবাহকের কাছ থেকে এই বান্দা ওই গুপ্ত পত্রখানি উদ্ধার করেছে।

ঔরংজেব। এ ষড়যন্ত্রের বিষয় তুমি কিছু জান?

দিলীর। না, বিশেষ কিছু জানিনা জনাব!

ঔরংজেব। আমার পত্রের কথা তুমি জয়সিংহকে জানিয়ে ছিলে?

দিলীর। জানিয়েছি জনাব—

ঔরংজেব। তবু জয়সিংহ দাক্ষিণাত্য ত্যাগ ক'রে দিল্লী ফিরে এলেননা কেন?

দিলীর। দিল্লী ফিরে এলেতো শিবাজীর পক্ষে যোগ দিয়ে—সাহাজাদাকে দিয়ে আপনাকে খুন করানো যাবেনা।

ঔরংজেব। উঃ এই জয়সিংহকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছে। দিলীর—

দিলীর। জাঁহাপনা—।

ঔরংজেব। এবার দাক্ষিণাত্যে গিয়ে প্রথমে তুমি সাহাজাদা মোয়াজীমকে বন্দী করবে।

দিলীর। জনাব তিনি যে আপনার পুত্র—

ঔরংজেব। তাই তার অপরাধ আমি মার্জ্জনা করতে পারিনা! পিতা সাজাহান যদি পুত্র স্নেহে অন্ধ না হ'য়ে আমায় কঠোর হস্তে শাসন করতেন, তাহ'লে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কারাগারে পচে মরতে হ'তনা। দিলীর আমি সবার অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারি, শুধু সাহাজাদাদের অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারিনা। যেমন ক'রেই হোক্ মোয়াজীমকে বন্দী করা চাই।

দিলীর। তিনি যদি স্বসৈন্যে আমায় বাধা দেন?

ঔরংজেব। যদি বাধা দেয়……তুমি তাকে হত্যা করবে।

দিলীর। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। যাও আমার আদেশ পালন কর। হ্যাঁ দিলীর শোন—মহারাজ জয়সিংহকে বন্দী ক'রে রাখবে। যাও—না—না শোন, হ্যাঁ যদি পার খুব গোপনে মহারাজ জয়সিংহকে তুনিয়া থেকে সরিয়ে দিও!

দিলীর। জনাবের আদেশ আমার কাছে খোদার আদেশ।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। সারা দেশ শাসন করছে ইসলাম আর সে দেশের নাম হবে হিন্দুস্থান। [কোরাণ পড়িয়া গেল] একি! কোরাণ শরীফ পড়ে গেল কেন? [কোরাণ তুলিয়া লইয়া] আমি পিতাকে বন্দী করেছি, সহদর ভাইদের হত্যা করেছি—কিন্তু আমি কোনদিন তোমার অমর্য্যাদা করি নাই! তোমার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে ভারতবাসীকে ইসলাম

ধর্ম্মে দীক্ষিত করতেই আমি স্নেহ, দয়া, মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে নির্ম্মম কঠোর হয়েছি!……তবু কেন—কেন তুমি আজ আমার হাত থেকে পড়ে গেলে?

[বার বার কোরাণ মাথায় ঠেকাইতে ছিলেন।]

দ্রুত যশোবন্তসিংহের প্রবেশ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। কি সংবাদ মহারাজ?

যশোবন্ত। শিবাজী স্থরাট লুণ্ঠন করেছে!

ঔরংজেব। শিবাজী আবার স্থরাট লুণ্ঠন করেছে!

যশোবন্ত। শুধু স্থরাট লুণ্ঠন করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট লুণ্ঠন করতে অভিযান করেছে।

ঔরংজেব। এই অভিযানে যদি সে জয়যুক্ত হ'তে পারে, তবে মোগলকে দিল্লীর সিংহাসন হারাতে হবে।

যশোবন্ত। শিবাজীকে যদি দমন করতে চান্—তবে এই মুহূর্ত্তে উত্তর ভারতের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

ঔরংজেব। না—না সে অসম্ভব।…মহারাজ আপনাকে একবার দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে।

যশোবন্ত। আমি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কি করব জাঁহাপনা?

ঔরংজেব। শিবাজীর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে, কৌশলে তার এই অভিযান বন্ধ ক'রে দিন।

যশোবন্ত। শিবাজী যদি আমাদের সঙ্গে মিত্রতা না করেন?

ঔরংজেব। করবে এক সর্ত্তে।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরংজেব। আপনি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে তাকে মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করবেন।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! এতদিনে আমাদের দাক্ষিণাত্য হারাতে হবে?

ঔরংজেব। হবে ততদিন—যতদিন না সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের দমন করতে পারি। সীমান্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপন ক'রে—তারপর আমি নিজে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শিবাজীকে দমন করবো।···হ্যাঁ আপাততঃ তাকে স্বাধীন রাজা বলেই স্বীকার করতে হবে, যান আপনি দাক্ষিণাত্যে যাবার আয়োজন করুন।

যশোবন্ত। জাঁহাপনার আদেশ শিরধার্য্য।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। 'তখ্‌তে তাউস্—তখ্‌তে তাউস্। এবার বোধ হয় তোমায় হারাতে হয়। মহামতি বাবর ভারতে যে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, আমি নিজ হস্তে সেই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করে গেলাম!···কে? ও কি! বৃদ্ধ পিতার দীর্ঘশ্বাস! দারার ছিন্ন শির! সুজার শত ছিন্ন মলিন বসন! মোরাদের রক্তাক্ত কবন্ধ! মহম্মদের কাতর-মিনতি!···একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! আমি ভারত সম্রাট ঔরংজেব! আমি কাউকে ভয় করিনা। আমি কি অন্যায় করেছি? না—না কিসের অন্যায়? আমি ইসলাম। আমি যা করেছি সব ইসলাম ধর্ম্মের জন্যই করেছি। মেহেরবান খোদা! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুরন্দর দুর্গের একাংশ।

মত্ত অবস্থায় মোয়াজীম।

মোয়াজীম। সুরাইয়া—সুরাইয়া আর এক পিয়ালা মদ দাও—

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। মদ এনেছ—দাও!

আনোয়ারী। আজ মদ আনিনি সাহাজাদা, একটা গোপন সংবাদ বহন ক'রে এনেছি!

মোয়াজীম। কি সংবাদ?

আনোয়ারী। সম্রাটের আদেশে দিলীরখাঁ আপনাকে বন্দী করতে আস্‌ছে।

মোয়াজীম। একথা তোমায় কে বল্‌লে?

আনোয়ারী। দিলীরখাঁ গোয়ালীয়র থেকে ফিরে এসে বাঈজীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করছে। আমি নিজে শুনে এসেছি।

মোয়াজীম। তুমি একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদী —

আনোয়ারী। না জনাব আমার কথা মিথ্যা নয়—

মোয়াজীম। সব মিথ্যা! বাঈজী এইমাত্র আমায় মদ খাইয়ে কত প্রেমের কথা ক'য়ে গেল।

আনোয়ারী। মদ খাইয়ে মাতাল করেই আপনাকে বন্দী করবার চেষ্টা করছে।

মোয়াজীম। সুরাইয়া আমার সঙ্গে এতখানি শয়তানি করবে?

আনোয়ারী। সুরাইয়াকে আপনি ঠিক চিন্‌তে পারেননি—সে সত্যই শয়তানি।

মোয়াজীম। সুরাইয়া যদি শয়তানি করে, আমি তাকে জীবন্ত কবর দেব।...হ্যাঁ শিবাজী রাজা এখন কোথায়?

আনোয়ারী। তিনি এখন কর্ণাট অভিযান করেছেন।

মোয়াজীম। পুরন্দরের দিকে আসবেন না?

আনোয়ারী। পুরন্দর আক্রমণের জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করছেন। জনাব! এই পুরন্দরেই মারাঠা মোগলের ভাগ্য পরীক্ষা হবে! আসুন এখন আপনি আমার সঙ্গে চলে আসুন—

মোয়াজীম। কোথায় যাব?

আনোয়ারী। আপনার সৈন্য শিবিরে—

মোয়াজীম। সৈন্য শিবিরে?

আনোয়ারী। হ্যাঁ—আপনি যদি বাঁচতে চান্ স্বসস্ত্রে প্রস্তুত হয়ে আপনার সৈন্যদের জাগিয়ে তুলুন। নতুবা সুরাইয়া বাঈজীর চক্রান্তে এখুনি আপনাকে দিলীরখাঁর বন্দী হ'তে হবে।

মোয়াজীম। সাহাজাদা মোয়াজীম বন্দী হবার আগেই সেনাপতি দিলীরখাঁকে কবরে যেতে হবে।

আনোয়ারী। আসুন আমার সঙ্গে চলে আসুন—

মোয়াজীম। চল...না দাঁড়াও! কোথাকার কে তুমি তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনা।

আনোয়ারী। জনাব মারাঠাকে যে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেনা।

মোয়াজীম। তুমি মারাঠা?

আনোয়ারী। না—না আমি মুসলমান। আসুন আপনি আমার সঙ্গে চলে আসুন।

মোয়াজীম। তাই চল ভাই, আপন জন যখন বিশ্বাসঘাতক হয়, তখন পরকে বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। চল ভাই, চল বন্ধু! আজ তোমাকেই বিশ্বাস ক'রে চলে যাই।

আনোয়ারী। হ্যাঁ চলে আসুন—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুঁরাইয়া। সাহাজাদা—সাহাজাদা—

দ্রুত দিলীরখাঁর প্রবেশ।

দিলীর। কই কোথায় সাহাজাদা—

সুরাইয়া। এইদিকেই যে এলো—

দিলীর। কিন্তু গেল কোথায়?

সুরাইয়া। তাতো বল্‌তে পারিনা—

দিলীর। সে যদি জানতে পারে,—যদি পালিয়ে যায়; তাহ'লে আমার সব আয়োজন পণ্ড হ'য়ে যাবে।

সুরাইয়া। যেভাবে মাতাল হ'য়ে পড়েছে—তাতে বেশী দূর যেতে পারবেনা।

দিলীর। আজ রাত্রের মধ্যে যদি তাকে ধরা না যায়—তাহ'লে আর হয়তো তাকে পাওয়া যাবেনা!

সুরাইয়া। দুর্গের চারিদিকে আপনার সৈন্যগণ পাহারা দিচ্ছে—পালাতে সে পারবেনা! আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এখুনি তাকে ধরিয়ে দিচ্ছি!

দিলীর। না—তুমি সব পণ্ড ক'রে দিলে। সে যদি জানতে পারে—তার সৈন্যদল যদি জেগে ওঠে—

সুরাইয়া। আপনার কোন চিন্তা নাই,—আমি সব ব্যবস্থা করছি।...সাহাজাদা—সাহাজাদা উঠে আসুন। আমি আপনার জন্য এক পিয়ালা মদ এনেছি।

তরবারি হস্তে মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। নেশা আমার ছুটে গেছে বাঈজী। মদে আমার আর প্রয়োজন নাই।

দিলীর। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। বা—বা শয়তান-শয়তানির চমৎকার মিলন—

সুরাইয়া। চুপ্ রও কম্‌বখত্—

মোয়াজীম। বারে দুনিয়া বাঃ! কাশ্মীরের জঘন্য স্থান হ'তে কুড়িয়ে এনে, যাকে মাথায় করে রেখেছিলাম,—সেই আজ সুযোগ পেয়ে আমায় চোখ রাঙ্গায়!

দিলীর। সাহাজাদা সম্রাটের আদেশে আপনি আমার বন্দী।

মোয়াজীম। আমায় যদি বন্দী করতে হয়—স্বয়ং সম্রাটকে এখানে আসতে হবে! সম্রাটের পা-চাটা কুকুরের কাছে আমি বন্দীত্ব স্বীকার করব না।

দিলীর। সাবধান সাহাজাদা। বাধা দিলে—কিংবা চীৎকার ক'রে কাউকে ডাক্‌লে—আমি আপনাকে হত্যা করতে বাধ্য হব।

মোয়াজীম। তার আগে আমি তোমায় কবরে পাঠাবো শয়তান—

দিলীর। উত্তম এইখানেই সাহাজাদার জীবনের শেষ হোক্।

[উভয়ে যুদ্ধ এবং দিলীরখাঁ মোয়াজীমকে আঘাত করিল।]

মোয়াজীম। আঃ—দিলীরখাঁ শয়তানির চক্রান্তে আজ আমি মাতাল হ'য়ে পড়েছি, তাই তুমি এত সহজে আমায় আঘাত করতে পারলে ?

দিলীর। বাঈজী! তুমি একে লক্ষ্য রাখ। আমি চললাম মহারাজ জয়সিংহের কক্ষে।

[প্রস্থান।

মোয়াজীম। বায়ু—তুমি উনপঞ্চাশ গতিতে ছুটে গিয়ে মহামান্য ভারত সম্রাটের কানে আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দাও। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে পিতার চোখে জল পড়ে, কিন্তু আমার পিতা ঔরংজেব এই সংবাদে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলবেন।……পিতা! আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই! তবু আপনার বিচারে আমায় প্রাণ দিতে হলো।

সুরাইয়া। সাহাজাদা—

মোয়াজীম। চুপ! কুকুরের জাত তোরা। যে তোদের দুটো বেশী দানা দেবে, অতীতের সব উপকার ভুলে তোরা তারই পা চাটবি।

সুরাইয়া। কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে সাহাজাদা ?

মোয়াজীম। কাশ্মীরি তস্‌বীর! পিতার আদেশে কাশ্মীরে গিয়ে তোর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে,—তোকে নিয়ে এসে, মদ আর মেয়েমানুষের মোহে পড়ে জীবনে যে ভুল করেছি—আজ বুকের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেলাম!

[প্রস্থান।

সুরাইয়া। না এখনো প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই! মোগল বাদশাহ বংশ যতদিন না ধ্বংস হয় ততদিন কাশ্মীর ধ্বংসের প্রায়শ্চিত্ত হবেনা—

অস্ত্রকরে আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। সাবধান শয়তানি—

সুরাইয়া। না—না আমি শয়তানি নই!

আনোয়ারী। কে তুমি?

সুরাইয়া। আমি কাশ্মীরের রাজকন্যা—

আনোয়ারী। তুমি হিন্দুর মেয়ে!

সুরাইয়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি অবিবাহিতা হিন্দু রাজকন্যা ছিলাম।

আনোয়ারী। কিন্তু মুসলমানকে জাত দিলে কেন?

সুরাইয়া। সম্রাটের আদেশে মোগল সৈন্য কাশ্মীর ধ্বংস ক'রে আমার চোখের সামনে আমার পিতা-মাতা ভাই-ভগ্নিকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রে—আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'রেছিল!

আনোয়ারী। তুমি সাহাজাদার সঙ্গ নিয়েছিলে কেন?

সুরাইয়া। মোগল রাজবংশ ধ্বংস করবার জন্য।

আনোয়ারী। মোগল রাজবংশের মধ্যে ওই একটী ভাল লোক ছিল।

সুরাইয়া। তাই তাকেই আমি আগে সরিয়ে দিলাম। পিতা-মাতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে, মোগল রাজবংশ ধ্বংস করতে আমি এতদিন সাহাজাদার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় ক'রে এসেছি। পিতা! এতদিনে তোমার সর্ব্বহারা কন্যা, তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।

আনোয়ারী। বাঈজী! সাহাজাদার হত্যাকারী ভেবে আমি তোমায় হত্যা করতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমার পরিচয় শুনে আমার অস্ত্র লুকিয়ে ফেলে তোমায় শুধু "মা" ব'লে একটা প্রণাম ক'রে যাচ্ছি।

সুরাইয়া। সৈনিক আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আজ রাত্রি শেষে জগতের লোক আর আমার পাপ মুখ দেখতে পাবেনা। তোমাকে আমি চিনি, তোমারও সুযোগ এসেছে—এই বেলা তোমার কাজ সেরে নাও—

[প্রস্থান।

আনোয়ারী। হ্যাঁ—আজ রাত্রেই আমায় কাজ শেষ করতে হবে। এই পুরন্দরেই হবে মারাঠা মোগলের শেষ যুদ্ধ। মহারাজ শিবাজী পুরন্দরের দিকে এগিয়ে আসছেন। দেখি এবার আমি কি করতে পারি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুরন্দরের অপর অংশ।

অসুস্থ জয়সিংহ।

জয়সিংহ। আমি বাহিরে যাব। প্রকৃতির মুক্ত_বায়ু সেবন করব।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। না, আপনি বাহিরে যেতে পাবেন না।

জয়সিংহ। আমার অধিনস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করতে আমি বাধ্য নই।

দিলীর। আজ আপনাকে আমার আদেশ মানতে হবে।

জয়সিংহ। না, আমি মানব না—

দিলীর। সাবধান মহারাজ—

জয়সিংহ। দিলীরখাঁ। ভয় দেখিয়ে জয়সিংহকে জয় করতে পারবেননা।

দিলীর। আমি শেষবার জানতে চাই সম্রাটের আদেশ অনুসারে আপনি দিল্লী ফিরে যাবেন কিনা ?

জয়সিংহ। না—

দিলীর। মহারাজ—

জয়সিংহ। এ জীবনে আর আমি সেই নির্ম্মম বাদশাহের মুখ দর্শন করবনা।

দিলীর। সম্রাটের নিন্দা আমি সহ্য করবনা মহারাজ!

জয়সিংহ। প্রতিকার করবারও আপনার কোন উপায় নাই।

দিলীর। আমি আপনাকে বন্দী ক'রে দিল্লী পাঠিয়ে দেব!

জয়সিংহ। ভুলে যাবেন না দিলীরখাঁ—যে আপনি সম্রাট নন্। আপনি আমার মতই একজন গোলাম! আমার মত রাজভক্ত কর্ম্মচারীকে যে বন্দী করবার আদেশ দিতে পারে—আপনার মত পাঠানকেও সে জীবন্ত কবর দিতে পারে!

দিলীর। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে—শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—তাই সম্রাট আপনাকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। দিলীরখাঁ! আমি যদি শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিতাম তবে ময়ূর সিংহাসনে—আজও আলমগীর বসে থাকতেন না।

দিলীর। আপনি নেমকহারাম—বেইমান—

জয়সিংহ। দিলীরখাঁ—

দিলীর। একটা দস্যুদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে—আপনি মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে চান্?

জয়সিংহ। দস্যু শিবাজী নয়—দস্যু আপনার প্রভু ঔরংজেব!

দিলীর। মহারাজ—

জয়সিংহ। সিংহাসন লাভের জন্য—যে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ক'রে, সহদর ভাইদের হত্যা ক'রে, পুত্রকে ঘাতকের খড়্গতলে ফেলে দিতে পারে—ভৃত্যের রক্ত চুষে খেয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাকে বন্দী করতে আদেশ ক'রে—সে মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী জীবন্ত শয়তান!

দিলীর। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। উঃ বড় পিপাসা! একটু জল—

দিলীর। জল? আচ্ছা—চন্দ্ররাও মহারাজকে এক পাত্র জল দিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। আমার উপর আপনার এত দয়া?

জলপাত্র হস্তে চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। মহারাজ জল এনেছি—

জয়সিংহ। দাও জল দাও—আমার বড় পিপাসা। [চন্দ্ররাওয়ের হাত হ'তে জলপাত্র লইয়া জলপান করিলেন।] আঃ—! নাও জলপাত্র নাও! [পাত্রটী চন্দ্ররাওয়ের হাতে দিলেন] একি বুকটা জ্বালা করছে কেন? মাথা ঘুরছে, চোখে যেন সব অন্ধকার দেখ্‌ছি! এ—কি জল?

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। ও জল নয় মহারাজ। বিষ—

জয়সিংহ। বিষ!!!

আনোয়ারী। হ্যাঁ—ভারত সম্রাট ঔরংজেবের আদেশে আপনাকে বিষ খাওয়ান হয়েছে!

জয়সিংহ। ওঃ—বুকটা জ্বালা করছে! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে! সম্রাট এতদিন পরে আমায় বিষ খাইয়ে মারলেন! যে ঔরংজেবকে সিংহাসনে বসাতে আমি মহাপ্রাণ দারার পক্ষ ত্যাগ ক'রে ঔরংজেবের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। আমারই বাহুবলে হিন্দুস্থানে যে অখণ্ড মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, সেই ঔরংজেব আজ আমায় বিষ খাইয়ে মারলে!

আনোয়ারী। মহারাজ! এই ঔরংজেবের ধর্ম? দুনিয়ায় যে ভাল হয়, তাকেই সে আগে সরিয়ে দেয়!

জয়সিংহ। সৈনিক আমি যা্ব! কিন্তু যে সিংহাসনের মোহে ঔরংজেব জগতের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে চলেছে—তাকেও একদিন আমার মত পৃথিবীর মায়া ত্যাগ ক'রে যেতে হবে! সেদিন শক্তি-সামর্থ্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সব ফেলে এইভাবে একা চলে যেতে হবে।

আনোয়ারী। আসুন মহারাজ আমি আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাই—!

জয়সিংহ। ভগবান! তুমি এর বিচার কর! ঔরংজেবের মহাপাপের তুমি বিচার কর দয়াময়!

[উভয়ে প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। দিলীরখাঁ আমাকে দিয়ে মহারাজকে বিষ খাওয়ালে!

পুনঃ দিলীরখাঁর প্রবেশ।

দিলীর। চন্দ্ররাও! মহারাজ জয়সিংহ মৃতপ্রায়—এইবার তোমার উন্নতির পথ পরিষ্কার হ'লো।

চন্দ্ররাও। কেন আপনি আমাকে দিয়ে এই মহাপাপ করালেন?

দিলীর। দেশ—জাতি ভুলে, যে—বিজাতির গোলামি করতে আসে—তার আবার পাপের ভয়?

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। জনাব! মহারাজ জয়সিংহ মৃত!

দিলীর। চন্দ্ররাও! তুমি হিন্দু—তোমাকেই মহারাজের শবদাহ করতে হবে।

[প্রস্থানোদ্যত।

[নেপথ্যে—কামান গর্জ্জন ও "জয় মহারাজ শিবাজীর জয়"।]

দিলীর। একি! দুর্গের মধ্যে শিবাজীর জয়ধ্বনি! কারা জয়ধ্বনি দিলে?

আনোয়ারী। মারাঠা সৈন্যগণ—

দিলীর। মারহাঠা সৈন্যগণ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে কি করে ?

আনোয়ারী। দুর্গদ্বার দিয়ে—

দিলীর। দুর্গদ্বার খুলে দিলে কে ?

আনোয়ারী। রাতের অন্ধকারে আমি দুর্গের পিছন দ্বার খুলে দিয়েছি।

দিলীর। শয়তান মুসলমান কুলকলঙ্ক—

আনোয়ারী। জনাব! আমি মুসলমান নই—

দিলীর। কে তুমি ?

আনোয়ারী। আমি মারহাঠা—আমি হিন্দু—আমি শিবাজীর সেনাপতি আবাজী। দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তি ধ্বংস করতেই ভাঁড়ের বেশে এতদিন আমি ছায়ার মত আপনাদের পাশে পাশে ঘুরেছি।

দিলীর। আজ এইখানেই তোমার শয়তান জীবনের অবসান হোক্। [আনোয়ারীকে হত্যায় উদ্যত]

দ্রুত রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। সাবধান দিলীরখাঁ—

[দিলীরখাঁর অস্ত্রে বাধা দিলেন, উভয়ে যুদ্ধ।]

দিলীর। বর্ব্বর মারহাঠী আমি তোমাদের জীবন্ত কবর দেব।

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। মহারাজ জয়সিংহকে হত্যা করে নিজের কবর তুমি নিজেই রচনা করেছ দিলীরখাঁ।

দিলীর। দস্যু শিবাজী—

শিবাজী। দস্যু শিবাজী নয় খাঁসাহেব, দস্যু তারা যারা গরীবের রক্ত শোষণ ক'রে নিজেরা ভোগ বিলাসে ডুবে থাকে।

দিলীর। চন্দ্ররাও! এই বর্ব্বর দস্যুদলকে আক্রমণ কর!

[শিবাজী দিলীরখাঁ ও রঘুনাথ চন্দ্ররাওয়ে যুদ্ধ]

শিবাজী। বীরবর আফ্‌গান সেনাপতি! দেখে যাও শিবাজীর বাহুর শক্তি! [দিলীরখাঁর তরবারি পড়িয়া গেল।] রঘুনাথ! ওই দেশদ্রোহী শয়তানের ইহলীলা শেষ করে দাও।

[চন্দ্ররাওকে হত্যায় উদ্যত]

দ্রুত লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। ওঁকে হত্যা ক'রনা ভাই,—উনি তোমার এই অভাগিনী দিদির স্বামী!

রঘুনাথ। দিদি—!

লক্ষ্মীবাঈ। 'ভাই—

রঘুনাথ। এই দেশদ্রোহী—জাতিদ্রোহী—চন্দ্ররাও তোমার স্বামী!!

শিবাজী। রঘুনাথ!

রঘুনাথ। মহারাজ—

[দ্রুত লক্ষ্মীবাঈ শিবাজীর পদধারণ করিলেন।]

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাজ—পিতা! এই অভাগিনী কন্যার প্রতি নির্দ্দয় হবেন না!

শিবাজী। এইখানেই আমার পরাজয় মা! শিবাজী নির্ভীক কঠোর সৈনিক, কিন্তু মায়ের জাতের কাছে যে শিশুর মত সরল। ভারতের প্রতিটী নারীর মুখে আমি মায়ি জিজাবাঈয়ের ছাপ দেখ্‌তে পাই—তাদের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনা! চন্দ্ররাও তুমি শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও মায়ের অনুরোধে তুমি মুক্ত।

চন্দ্ররাও। তোমার করুণায় আমি বেঁচে থাকতে চাইনা! তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে যখন জয়লাভ করতে পারি নাই—তখন তোমার অনুগ্রহে আমি বাঁচতে চাইনা।

[আত্মহত্যা করিলেন]

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী!!

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও!!!

চন্দ্ররাও। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার মৃত্যুর পর গজপতি সিংহের কন্যা—রঘুনাথের ভগ্নি বিধবা হবে—সেই হবে আমার পরলোকের পরম সান্ত্বনা।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী। স্বামী—

[প্রস্থান।

রঘুনাথ। দিদি—দিদি—

শিবাজী। আফ্‌গান সেনাপতি দিলীরখাঁ! সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে সুদূর আফগানিস্থান হ'তে হিন্দুস্থানে এসে, হিন্দুর দেব-মন্দির ধ্বংস ক'রে, হিন্দু নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে, যে মহাপাপ করেছ—তার শাস্তি হবে, তোমার প্রাণদণ্ড—

যশোবন্তসিংহের প্রবেশ।

যশোবন্ত। এ দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করুন মহারাজ!

শিবাজী। মহারাজ যশোবন্তসিংহ!

যশোবন্ত। মহারাজ শিবাজী! আপনার পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে। সমগ্র দাক্ষিণাত্য আপনাকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করেছে। সেই সঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী ধন-কুবের মহামান্য ভারত সম্রাট ঔরংজেব, আপনাকে মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করেছেন।

দিলীর। ভারত সম্রাট কর্তৃক স্বীকৃত মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাজাকে আমরা অভিবাদন করি।

রঘুনাথ। মহারাজ এইবার আমরা অভিষেকের আয়োজন করি ?

শিবাজী। হ্যাঁ, অভিষেক হবে রঘুনাথ…তবে সে অভিষেক মহারাষ্ট্রের রাজার হবেনা, হবে দীন-দরিদ্র জাতির সেবকের। আমার শত সহস্র মারাঠা ভাইয়ের বক্ষরক্ত দিয়ে যে রাজ্য আমরা জয় করেছি,—সে রাজ্যে কোন রাজা থাকবে না। এই মহারাষ্ট্র হবে সাধারণ প্রজার,—আর আমি হ'ব সেই প্রজার সেবক—মাতৃজাতির রক্ষক—গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক—ছত্রপতি।

সকলে। জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়।

[দিলীরখাঁ ও যশোবন্তসিংহ সামরিকভাবে শিবাজীকে অভিবাদন করিলেন। রঘুনাথ ও আনোয়ারী নিজ নিজ তরবারি দ্বারা তোরণ নির্ম্মাণ করিলেন। রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। শিবাজী চলিয়া গেলেন।]

—শেষ—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।